মিসর-কুমারী

৺বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

প্রথম অভিনয়-রজনীর ভুমিকালিপি

পুরুষগণ

সামন্দেশ	....	শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ।
হারেমহেব	....	,, ,, কালিপ্রসন্ন দাস।
রামেশিস	....	,, ,, মন্মথনাথ পাল।
জিনো	....	,, ,, অটলবিহারী দাস
আবন	....	,, ,, কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী
থারেব	....	,, ,, কার্ত্তিকচন্দ্র দে।
কাকাতুয়া	....	,, ,, অনুকুলচন্দ্র বটব্যা
সেনানী ও নগরপাল	....	,, ,, তুলসীদাস পাঠক
দস্যুসর্দ্দার	....	,, ,, হরিদাস দে।
রোগী	....	,, ,, ননীলাল দে।
ভৃত্য	....	,, ,, পরাণচন্দ্র দাস।

সৈন্যগণ, কাফ্রিযুবকগণ, দস্যুগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, সাতকড়ি ঘোষ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

সায়া	....	শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।
নাহরিণ	....	,, সুশীলাসুন্দরী দাসী
বুলা	....	,, সুবাসিনী দাসী।
পরিচারিকা	....	,, কুমুদিনী দাসী।

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ ও নাগরিকগণ — কুমুদিনী, উষাঙ্গিনী, কুইনকুমারী, আমোদিনী, মতিবালা, চারুবালা, সরোজিনী, তারকাদাসী, আভানন্দী, সুশীলা, ননীবালা (গোপালী), ননীবালা, (নেড়ী), হুনিয়াবালা, মাণিক, বীণাপাণি ইত্যাদি।

মিসর-কুমারী

(পঞ্চাঙ্ক দৃশ্যকাব্য)

—০ঃঃ◯*◯ঃঃ০—

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

৺বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রণীত

(পঞ্চদশ সংস্করণ)

—প্রাপ্তিস্থান—
ত্রিপুরেশ্বরী বুক ষ্টল
২২বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

পাত্রপাত্রীগণ

সামন্দেশ	মিসরের প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম্মাধিকার।
হারেমহেব	মিসরের ফারাও (সম্রাট)।
রামেশিস	হারেমহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র, মিসরের যুবরাজ।
জিনো ...	জনৈক চিকিৎসক।
আবন ...	জনৈক ইথিওপিয়ান বা মিসরীয় কাফ্রি।
থারেব ...	আবনের প্রতিবেশীপুত্র (ইথিওপিয়ান)।
কাকাতুয়া ...	জিনোর ভৃত্য।

জনৈক সেনানী, সৈন্যগণ, কাফ্রিযুবকগণ, জনৈক রোগী, দস্যুসর্দ্দার, দস্যুগণ, নগরপাল, ভৃত্য, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

সায়া ...	হারেমহেবের কন্যা।
নাহরিণ ...	আবনের পালিতা কন্যা।
বুলা ...	জিনোর কন্যা।

বাঁদীগণ, পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

প্রকাশক : অসীম সিংহ রায়, কলিকাতা-৩২
মুদ্রাকর : কালীমাতা প্রিন্টিং, কলিকাতা-৬
মূল্য—বারো টাকা

শ্রী চন্দ্রেন্দু মণ্ডল, মাইতির হাট সংসঙ্গ দেব
২২।৮।৭৪

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

াচীন মিসর এক সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতায় জগতের আদর্শস্থানীয় হইছিল। কিন্তু তাহার ইতিহাস আমাদের সুপরিচিত নহে। সেই ইাসের ভিত্তির উপর নাটক রচনা অনেকে হয় তো দুঃসাহসিক কার্য্য বা মনে করিবেন। এ বিষয়ে আমার কিন্তু ধারণা, নাট্যামোদী সুন্দর রুচি অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং আমার মনে হয়ামার এ উদ্যম অসাময়িক নহে।

াটক—নাটক ; উপন্যাস কিম্বা ইতিহাস নহে। সুতরাং ইহাতো াস কিম্বা ইতিহাসের উপাদান-বস্তুর অনুসন্ধান করা সঙ্গত হইবে না। হাস ইহার ভিত্তিমাত্র। ইহার গল্পাংশও সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নহে, ন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে গঠিত। ইতঃপূর্ব্বে একাধিক লেখক য় এইরূপ কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনাও করিয়াছে! আমি চেষ্টা রিয়াছি ঐ পুরাতন গল্প লইয়া প্রাচীন মিসরীয় সমাজ ও রীতি-নীতির খানি নূতন চিত্র অঙ্কিত করিতে। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াচি জানি না

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, অভিনয়-কালে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ ইহার ান কোন অংশ পরিত্যক্ত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কল নাটকেই ইহা করিতে হয় সুতরাং ইহার আর অন্য কৈফিয়ৎ নাই। মতিবিস্তারেণ!

12.3.75

বিনীত—
গ্রন্থকার

চন্দ্রেন্দু হল ২৭শে মাঘ ১৩৮২ সন
স্থান — মাইতির হাট সংসঙ্গ কেন্দ্র
পঃ সোনারপুর — ২৪ পরগণা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয়
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

মাষ্টার মহাশয়,

যে দিন দীনা ধুলিধুসরিতা মিসর-কুমারী বড় দুঃখে আপনার দ্
গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আপনি তাহাকে সাদরে আহ্বান ক
লইয়াছিলেন। আপনার স্নেহ-যত্ন ও আপ্রাণ চেষ্টায় আজ সে নবজ
লাভ করিয়াছে। অপরে তাহাকে আজ কি চক্ষে দেখিবে জানি না, ত
আপনি তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না এই বিশ্বাসে আপনার জিনি
আপনাকেই অর্পণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। ইতি—

কলিকাতা,
২০শে আষাঢ়, ১৩২৬

স্নেহানুগত—
শ্রীবরদাপ্রসন্ন

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রায়ঃ নমঃ

মিসর-কুমারী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কর্ণাক নগরের উপকণ্ঠস্থ কাফ্রী-পল্লী।

[আবন ও নাহরিণ]

আবন। নাহরিণ, নাহরিণ, আমি তো পার্লেম না। খারেব কিছুতেই আমার কথা শুনবে না, কিছুতেই স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করবে না, দুষ্ট সঙ্গীদের কিছুতেই ছাড়বে না। তাকে নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়েছি।

নাহরিণ। খারেব তো আর ছেলেমানুষটী নয় বাবা, যে পদে পদে তোমার বিধি-নিষেধ মেনে চলবে। যতদিন সে শিশু ছিল, তাকে বুকে, কয়ে আগ্‌লে নিয়ে বেড়িয়েছ। এখন সে বড় হয়েছে, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে,—এখন আর তা পারবে কেন? আর সে যদি তোমার কথা নাই শুনতে চায়, তবে তোমারই বা তার জন্য এত মাথা-ব্যথা কেন?

আবন। কেন তা তুই কি জানবি নাহরিণ, তুই কি বুঝবি? আমি

যে তার পিতার কাছে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে আছি। সেই বৃদ্ধ মরবার সময় খারেবকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—‘ভাই, আমি চল্লেম, তুমি তো রইলে! তুমি এই হতভাগা ছেলেটাকে দেখো!’—সে আজ দশ বছরের কথা বইতো নয়। এরই মধ্যে কেমন করে আমি সে কথা ভুলে যাই? আজ যদি খারেব আমার কথা না শোনে, তাই বলে আমি তাকে কেমন করে ত্যাগ করি?

নাহরিণ। ত্যাগ না করেই বা কি করবে? সে যদি নিজে তোমায় ত্যাগ করে তবে তুমি কি কর্ত্তে পার?

আবন। কি আর কর্ত্তে পারি? মানুষ কোন কালেই কিছু কর্ত্তে পারে না। অবস্থার গোলাম ক্ষুদ্র মানুষ,—নসীব তাকে কাণ ধরে যেখানে টেনে নিয়ে যায় সেখানে যেতে সে বাধ্য, তবু সে তার অতি ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে চেষ্টা করে। কিন্তু কর্ত্তে কিছুই পারে না। নাহরিণ, আমিও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব তার মতিগতি ফেরাতে পারি কি না।

নাহরিণ। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না বাবা, দুনিয়ার এত লোক থাকতে তার বাপ তোমার হাতে তাকে সঁপে দিয়ে গেল কেন। তার কি আপনার লোক কেউ ছিল না?

আবন। তা জানি না। আমি শুধু এই জানি যে উপরে দেবতা আর পৃথিবীতে সে ভিন্ন আমার আপনার বল্‌তে কেউ ছিল না। সে ছিল রক্তমাংসের গড়া একটা মানুষ, পরের দুঃখে যার প্রাণ গলে যেত—পরের ব্যথা, পরের বিপদ, পরের বুকের পাষাণ বহন করবার জন্য যে অকাতরে বুক পেতে দিত। সে জানতো কেমন করে পরকে আপনার করে নিতে হয়। তাই যে দিন আমার ইহকালের যথা-সর্ব্বস্ব খুইয়ে ঝটিকাহত ক্ষুদ্র জীব পৃথিবীর কোথাও একটু মাথা রাখবার ঠাঁই না পেয়ে তার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেম,—সে আমায় বুক দিয়ে রক্ষা করেছিল। নইলে আজ কোথায় থাক্‌তিস তুই আর কোথায় থাক্‌তুম আমি? সে

আমার বড় দুঃখের দিন গেছে। বুঝি তেমন দুঃখ কেউ কখনো পায় নি—যেন পরম শত্রুও কখনো তেমন অবস্থায় না পড়ে। নাহরিণ, সে আমায় আপনার করে নিয়েছিল, তাই বুঝি সেই মমতার বন্ধন আরো দৃঢ় করবার জন্য মরবার সময় পুত্রকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে।

নাহরিণ। তোমার জীবনে এমন দিন গেছে বাবা, কৈ এ কথা তো আগে কখনো বলনি।

আবন। বলবার প্রয়োজন হয়নি, তাই বলি নি। তবে মনে মনে কল্পনা ছিল একদিন তোকে বলব। আজ কথা তুলেছিস, আজই শোন। আমি বুড়ো হয়েছি নাহরিণ। আবার কবে বলবার সুযোগ হবে কে জানে?

নাহরিণ। না বাবা, তোমার যদি বলতে কষ্ট হয় তবে কাজ নাই।

আবন। কিছু কষ্ট নয় মা, শোন। যেদিন ফারাও আমিনোফিস তার পিতৃপিতামহের কুলদেবতা আমনের মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র থিবিস নগরীর ধ্বংস করেছিল, চারিদিকে বেড়া আগুণ ধরিয়ে দিয়ে সহরময় কান্নার রোল তুলে দিয়েছিল, সেদিন সব চেয়ে বেশী জুলুম হয়েছিল এই অভিশপ্ত কাফ্রি জাতির উপর; আর তার মধ্যে সব চেয়ে বেশী সহ্য কর্ত্তে হয়েছিল এই আবনকে। কেন জানিস?

নাহরিণ। কেন বাবা?

আবন। একেতো আমি কাফ্রি, এই মিসরে তাই যথেষ্ট অপরাধ। তার উপর তোর মা ছিল মিসর-রমণী। এই কাল কাফ্রির ঘরে মিসরের তপ্তকাঞ্চন-বরণী সুন্দরী—সে অপরাধের কি ক্ষমা আছে? মা মা, সে তুই ধারণা কর্ত্তে পরবি না। যে যে দেখেনি সে বুঝতে পারবে না—আমার চোখের সম্মুখে তোর মা সেই অত্যাচারের আগুণে প্রাণ দিলে,—আমি পুরুষ, কোন প্রতিকার কর্ত্তে পার্লেম না। শোকে, অপমানে, ঘৃণায়, লজ্জায় আমার বুক ভেঙ্গে গেল। ভাবলেম আমিও মরব। কিন্তু পার্লেম কৈ? আমার নসীব আমার কাণ ধরে বাঁচিয়ে রাখলে। যতখানি

দুঃখ আমার জন্য তোলা ছিল তার সব টুকু আমায় ভুগিয়ে ছেড়ে দিলে।

নাহরিণ। বাবা, বাবা,—

আবন। শোন মা। তারপর দুঃখের তুফান আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে। বিপদের পর বিপদের ঢেউ এসে আমার বুক থেকে তোকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি ছাড়িনি। প্রাণপণে এই বুকের ভিতর তোকে আঁকড়ে ধরে রেখেছি, তবে আজ তুই এত বড় হয়েছিস।

(নেপথ্যে চীৎকার—"কে আছ—রক্ষা কর, রক্ষা কর—খুন কর্লে—মেরে ফেল্লে।।"—হঠাৎ যেন কেহ বিপদ—গ্রস্তের মুখ চাপিয়া ধরিল)—

ওই শোন নাহরিণ, ওই শোন। এ খারেবের কাজ। হতভাগা ছেলে আমায় একেবারে পাগল না করে ছাড়বে না। (দ্রুত প্রস্থান)

নাহরিণ। কি ভয়ানক!—কি নৃশংস! তার বাপ ছিল দেবতা, তবে সে কেন এমন হয়? আমার বাবার কথা সে কেন শোনে না? আমি তাকে একবার বুঝিয়ে দেখব।

(সংজ্ঞাহীন রামেশিসকে লইয়া আবনের পুনঃ প্রবেশ)

বাবা, বাবা, খারেব কোথায়?

আবন। সে তার দলের সঙ্গে চলে গেল। আমি ডাকলেম, এলো না। যাক্ সে যেখানে খুসী, আমি আর কি করব? শোন, আমি একে ঘরে নিয়ে যাই। মাথায় চোট লেগেছে—দেরি কর্লে হয় তো বিপদ ঘটতে পারে। তুই যত শিগগির পারিস গোটাকতক সবুজ ফুলে কুঁড়ি নিয়ে আয়।

নাহরিণ। যাও বাবা, আমি এখুনি যাচ্ছি।

রামেশিসের অচেতন দেহ কোলে লইয়া আবনের প্রস্থান—
নাহরিণের ভিন্ন দিকে প্রস্থান)—

(খারেব ও কতিপয় লগুড়ধারী কাফ্রি যুবকের প্রবেশ)

খারেব। তুই ঠিক দেখেছিস, এ সেই লোক ?

১ম যুবক। হাঁ, সর্দ্দার, আমি ঠিক দেখেছি,—আমার কোন ভুল হয়নি। এই লোকটাই ক'দিন থেকে আমাদের পেছনে লেগেছে। আপশোষ যে একেবারে খতম করে দিতে পার্লেম না।

খারেব। হুঁ—ভাই সব, একে কিছুতেই জ্যান্ত ছেড়ে দেওয়া হবে না। আমরা দেবতার নামে শপথ করে ব্রত গ্রহণ করেছি—এ কালসাপের বংশ যেখানে পাব একেবারে নির্ম্মূল করব।

২য় যুবক। তোমার কি ইচ্ছা সর্দ্দার, এই বৃদ্ধের আশ্রয় থেকে তাকে জোর করে নিয়ে খুন করে ফেলা ?

খারেব। হাঁ তাই।

৩য় যুবক। না সর্দ্দার, অতটা বাড়াবাড়ি করা ভাল হবে না। হাজার হোক মানুষ তো।

খারেব। কে মানুষ ?—কিসের মানুষ ? এ মিসরী। মিসরীরা যদি মানুষ হয় তবে দুনিয়ার শত্রু কে ? তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই নিরপরাধ কাফ্রিজাতির উপর রাক্ষসের মত জুলুম করে আসছে তাদের ধন-প্রাণ-মনকে পশুর মত পদদলিত করে আবর্জ্জনায় ফেলে দিচ্ছে, তাদের ছেলে-মেয়ে-ঝি-বউকে ধরে নিয়ে গিয়ে নফর বলে বিদেশে বিক্রয় করে আসছে। তারা কোন্ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করেছে ? তাদের চোখে আমরা মানুষ নই, তারা আমাদের চোখে মানুষ হবে কেন ? না, না, তোমাদের ইচ্ছা হয় তাদের ক্ষমা কর্ত্তে পার ; কিন্তু আমি করব না।

১ম যুবক। না, না, আমরাও তাদের ক্ষমা করব না। চল তাকে নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেলি।

থারেব। না, না, এত তাড়াতাড়ি নয়—আর একটু রাত হোক, তারপর। এখন চল, এখানে দাঁড়িয়ে আর হল্লা করা ভাল নয়।

(সকলের প্রস্থান)

(নাহরিণের পুষ্প গুচ্ছ লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

নাহরিণ। সর্ব্বনাশ!—এরা একেবারে ক্ষেপে গেছে। বাবার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে খুন করবে? না,না,—মিসরীরা মন্দ বলে আমরা মন্দ হব কেন? সে আহত, মূর্চ্ছিত—শিশুর মত অসহায়। তাকে এরা নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করবে, আর আমরা চুপ করে থাকব?—না, না,—তা হবে না। তাঁকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? —কেমন করে তাকে বাঁচাব? যাই বাবাকে বলিগে, দেখি যদি তিনি কোন উপায় কর্ত্তে পারেন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্দির প্রাঙ্গণ

সামন্দেশ। দুনিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট, বিশ্বের দেবতা আমন! তোমায় প্রণাম করি। তোমার পুনরাগমনে তোমার সৃষ্টি আবার হেসে উঠবে, তোমার জ্যোতিতে ওই মরুভূমি আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে,—প্রতি বালুকণায় তোমার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হচ্ছে, তোমার করুণার জীবন্ত প্রতিমা ওই বিশালকায়া নীলা সোনার মিসরকে ফলে শস্যে পূর্ণ করে নীল সলিল-রাশি নিয়ে নাচতে নাচতে সাগরের পানে ছুটে যাচ্ছে। তোমারই ইচ্ছায় সম্রাট হারেমহেব দেশে আবার শান্তির প্রতিষ্ঠা করেছে। তোমায় প্রণাম করি। তোমার আশীর্ব্বাদে সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন, তার বংশ চিরকাল মিসরে রাজত্ব করুক।

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ)

সেনানী। প্রভু আপনি এখানে, আমি সারা মন্দিরময় খুজে আপনাকে না পেয়ে এখানে এসেছি।

সামন্দেশ। প্রয়োজন ?

সেনানী। প্রভু, বড় বিপদ। কাল রাত্রিতে যুবরাজ রামেশিস ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সঙ্গে আমি ছাড়া আর কোন দেহরক্ষক ছিল না। সহরের বাইরে কাফ্রী-পল্লীর কাছে কতকগুলি কাফ্রী আমাদের আক্রমণ করে। আমি তাদের বাধা দিলে তাদের মধ্যে কেউ আমার মাথায় আঘাত করে, তাতে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি। তার পর কি হয়েছে কিছুই জানি না। যখন আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'ল, দেখলাম রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে। অতি কষ্টে উঠে চারিদিকে যুবরাজের অনুসন্ধান কর্লেম, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেম না। প্রাসাদে এসে শুনলেম তিনি ফেরেন নি। প্রভু, আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে, শীঘ্র প্রতিকারের উপায় করুন।

সামন্দেশ। কি, দুর্ব্বৃত্তদের এতদূর স্পর্দ্ধা! সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র মিসরের ভাবি অধিপতি যুবরাজ রামেশিসের প্রতি আক্রমণ! আচ্ছা, তারা কে কিছু বুঝতে পার্লে!

সেনানী। ঠিক কিছু বুঝতে পারি নি। তবে আমার বিশ্বাস তারা খারেবের দল। কিছুদিন ধরে তাদের উৎপাতে কাফ্রি-পল্লীর আশে পাশে সন্ধ্যার পর আর লোক চলতে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আসছে, কিন্তু প্রমাণ অভাবে কোন প্রতিকার হচ্ছে না। আমরা,—আমি এবং যুবরাজ অনেক দিন ধরে তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান কচ্ছি। আমার বিশ্বাস, তারা যুবরাজকে চেনে, জেনে শুনে এই কাজ করেছে।

সামন্দেশ। আমি তোমার কথায় আশ্চর্য্য হচ্ছি। একটা কাফ্রির বিরুদ্ধে মিসরীর অভিযোগ, তাতে আবার প্রমাণের দরকার কি?

মিসরীর কথাই যথেষ্ট। যাও, এই মূহূর্ত্তে লোকজন নিয়ে অগ্রসর হও। কাফ্রি-পল্লীর প্রতিগৃহে অনুসন্ধান কর,—সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজ, যেখান থেকে হোক যুবরাজকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। আর সেই দুর্ব্বৃত্ত খারেব—তাকে জীবিত কিম্বা মৃত যে অবস্থায়ই হোক বন্দী করে আনবে।

সেনানী। যে আজ্ঞে প্রভু। (প্রস্থানোদ্যোগ)

সামন্দেশ। আর শোন। যদি সেই দুর্ব্বৃত্ত খারেবকে ধর্ত্তে না পার, তবে বৃদ্ধ আবনকেই ধরে নিয়ে আসবে। সেই বৃদ্ধ কাফ্রি-পল্লীর মাথা, তাকে পেলে খারেবকে অনায়াসেই পাওয়া যাবে। যাও আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করো না। (উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—রামেশিসের কক্ষ

[রামেশিস একাকী বসিয়াছিলেন]

রামেশিস। এ কি স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল?—আমার বেশ মনে পড়ছে আমি কাফ্রিদের আক্রমণে আহত হয়ে মূর্চ্ছিত হয়েছিলাম। তারপর যখন চেতনা হল, দেখলাম পর্ব্বতগহ্বরে পর্ণশয্যায় পড়ে আছি। আর সেই শয্যার পার্শ্বে—মরি মরি কি সে মূর্ত্তি! যেন স্বর্গের এক অপূর্ব্ব সুখস্বপ্ন দেহ পরিগ্রহ করে ধরায় নেমে এসেছে,—যেন আমনদেবের বিরাট জ্যোতির একটী বিরলরশ্মি অন্ধকারে ফুটে উঠেছে,—যেন তার এক ফোঁটা জীবন্ত করুণা সজাগ প্রহরীর মত আমার শিয়রে বসে আছে। কি সে উৎকণ্ঠা তার চোখে!—কি স্নেহ তার মুখে!—আর কি কোমলতা তার করস্পর্শে! সে আমার সচেতন দেখে কি এক ফোঁটা ঔষধ খাইয়ে দিলে, তার হাতে সে অমৃতবিন্দু পান করে আমার দেহে যেন নবজীবন-সঞ্চার হল—একটা তীব্র আনন্দ আমায় ছেয়ে ফেল্লে,—পরমুহূর্ত্তে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লেম। জেগে দেখি প্রাসাদের সম্মুখে পথের ধারে শুয়ে

আছি! কে সে দেবী? তাকে একবার ধন্যবাদ দেবারও অবকাশ পেলেম না। জানি না তার কণ্ঠস্বর কত মধুর।

(সামন্দেশের প্রবেশ)

সামন্দেশ। বৎস রামেশিস, এখন কেমন বোধ কচ্ছ ?

রামেশিস। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি প্রভু, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

সামন্দেশ। দেখি তোমার কোথায় আঘাত লেগেছিল।—(মস্তক পরিদর্শন)—আশ্চর্য্য—আঘাতের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! বৎস, তুমি কি কিছুই অনুমান কর্ত্তে পাচ্ছে না এ দুদিন তুমি কোথায় ছিলে ?

রামেশিস। কিছুই ধারণা করতে পাচ্ছি না। সমগ্র ব্যাপার যেন আমার কাছে একটা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

সামন্দেশ। আচ্ছা—সে পর্ব্বত-গহ্বর কত দূরে, কোন দিকে, তাও কিছু বুঝতে পার্লে না? সে যে পর্ব্বত-গহ্বর তাতে কোন সন্দেহ নাই তো ?

রামেশিস। কিছুই বুঝতে পার্লেম না। বলেছি তো, আমার শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য চেতনা হয়েছিল। তখন রাত্রি। শয্যাপার্শ্বে একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলছিল, তাতে গহ্বরের অপর প্রান্তের কিছু দেখা যাচ্ছিল না! দেখবার সময়ও বিশেষ পাইনি। আমার পর্ণশয্যা ভিন্ন বোধ হয় আর কোন জিনিষ সেখানে ছিল না। কিন্তু সে যে কোথায়, কত দূরে তা আমার ধারণার অতীত। (স্বগত) আর,—না, সে বালিকার কথা এঁকে বলব না।

সামন্দেশ। আর কি ?

রামেশিস। না আর কিছু না।

সামন্দেশ। আচ্ছা, তুমি বিশ্রাম কর। আজ আর কোথাও বেরিও না।

রামেশিস। যে আজ্ঞে। (সামন্দেশের প্রস্থান।)

(সায়ার প্রবেশ)

রামেশিস। কি সায়া, এমন অসময়ে যে?

সায়া। তোমার কাছে আসব, তার আবার সময়-অসময় কি?

গীত

আমার এ হিয়াখানি তোমার চরণতলে বিছায়ে
দিয়েছি পথের মাঝে—,
জীবনে-মরণে সখা আমি যে তোমারি গো জীবন
সঁপেছি তব কাজে।
আমার নয়নকোণে কাল কাজলের রেখা
ধুয়ে যায় নয়নজলে,
নিতি আসে নিশিথিনী ঘুমের পসরা লয়ে,
নিতি ফিরে যায় বিফলে।
দিনযামিনী, মোর পূজায় কাটিয়া যায়—
যেখানে তোমারি বাণী বাজে,
ভুবন ভরিয়া মোর গগন ছাপিয়া গো—
তোমারি রূপের জ্যোতি বাজে।

রামেশিস। সায়া, আমায় একটু একলা থাকতে দাও। আমি বড় দুর্ব্বল, কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

সায়া। জানি না আজ কেন তুমি আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হচ্ছ। আমি তো তোমায় কথা কইতে বলিনি, শুধু তোমার কাছে একটু বসতে চাই। কেন তুমি তা বারণ কচ্ছ? আমি যতবার তোমার কাছে আসছি কেন তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ।

রামেশিস। ছি সায়া ও কথা মুখে আনতে নাই। তোমায় আমি

তাড়িয়ে দেব? না সায়া, তা নয়। বৃথা দুঃখ করো না। জানি না। কেন আমার একলা থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। কারু সংসর্গ আমার ভাল লাগছে না।

সায়া। যত একলা থাকবে তত তোমার মন খারাপ হবে। কি এমন ঘটেছে যুবরাজ, যাতে তুমি একে বারে মুসড়ে গেলে? দুদিন বাদে তুমি মিসরের সম্রাট হবে, তখন তোমায় প্রতিদিন শত বিপদ শত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। এ তুচ্ছ ব্যাপারে এতদূর কাতর হাওয়া তোমার সাজে না।

রামেশিস। তুচ্ছ বিষয়! সায়া, সায়,—(স্বগত) না, সে বালিকার কথা—কাকেও তার চিন্তার অংশ দিতে পারব না।

সায়া। কি, বলতে বলতে থামলে কেন? বল কি বলতে যাচ্ছিলে।

রামেশিস। না, কিছু না, আমি একটু একলা থাকতে চাই।

সায়া। না বল, জোর নাই। তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, আমি শুনতে চাই না। কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি এত বিমর্ষ হয়ে থেকো না।

রামেশিস। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

সায়া। তবে এক কাজ কর। বাবা সিরিয়া থেকে একদল বাঁদী পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাদের যেমন রূপ, তেমনি কণ্ঠস্বর, তেমনি নৃত্য-কৌশল। আমি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাদের একটা গান শোন—তোমার প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসবে, তোমার মলিন মুখে হাসি ফুটবে।

রামেশিস। বেশ, তোমার যা ইচ্ছা;

(সায়ার প্রস্থান)

এ কিছুতেই আমায় একলা থাকতে দেবে না। দেখি যদি একটা গান শুনে এর হাত থেকে মুক্ত যাই।

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

বাঁদীগণ।

গীত

সে কোন্‌খানে, কোন্ পরাণের মাঝখানে—
শত বসন্ত ছিল ঘুমন্ত জেগেছে তোমার আবাহনে ?
জ্যোছনা লুটায় চরণে, পরিমল মাখি গায় মৃদুল দখিনে বায়
সোহাগে বহিয়ে যায়,—সখা কোন্ খানে ?
চিরবাঞ্ছিত স্বপনের ছবি দেখেছ—সে কার নয়নে ?
খুলেছ কুসুম তার বাঁধন, ভুলেছ বঁধু কেমনে।

রামেশিস। তোমাদের গানে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা এখন যাও, ভৃত্যের হাতে পুরস্কার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(বাঁদীগণের প্রস্থান)

কিছু ভাল লাগে না। থেকে থেকে তার কথা মনে পড়ছে। কে সে বালিকা, কোথায় সেই গর্ব্বত-গহ্বর, কেমন করে খুঁজে বার করব ? তাকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা না জানাতে পার্লে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারব না। সে স্বর্গের দেবী, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতেই হবে…কিন্তু কোথায়, কেমন করে ? (ভাবিয়া) হাঁ তাই করব। আজ আবার ছদ্মবেশে সেই কাফ্রি-পল্লীর দিকে যাব ! দেখি, দেবতার ইচ্ছায় দস্যুরা আবার আমায় আক্রমণ করে কি না, যদি আমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, যদি তার দর্শনলাভ আমার অদৃষ্টে থাকে, তবে আবার হয়তে আহত হয়ে তার আশ্রয়ে গিয়ে পড়তে পারি।

চতুর্থ দৃশ্য—বৃক্ষতল

[নাহরিণ ও খারেব]

নাহরিণ। খারেব, তুমি অতি হীন, কাপুরুষ। মিসরীদের যদি শাস্তি দিতে চাও তবে সবাই মিলে দল বেঁধে তাদের উপর আক্রমণ কর না কেন? এমন করে চোরের মত অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে তাদের মাথায় লাঠি মার্লে কি হবে?

খারেব। দল বেঁধে আক্রমণ করব? কাকে নিয়ে দল বাঁধব? আমাদের ভিতর কি আর মানুষ আছে? সব ভেড়ার পাল। নাহরিণ, আজ যদি আমি মিসরীদের এই দারুণ অত্যাচার দমন করবার জন্য দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, চেঁচিয়ে মুখে রক্ত উঠে মরে যাই, যদি প্রত্যেক কাফ্রির দ্বারে দ্বারে ঘুরে সকলের পায়ে ধরে খোসামোদ করি তবু একটি প্রাণীও এসে আমার পাশে দাঁড়াবে না। কাফ্রিরা সবাই মিলে এক জোট হয়ে মিসরীদের আক্রমণ কর্ব্বে নাহরিণ?—সে স্বপ্ন কখনও সফল হবে না।

নাহরিণ। কিন্তু এরূপ হীন দস্যুবৃত্তি অপেক্ষা যে অত্যাচার সওয়া ভাল।

খারেব। আমিই কি তা বুঝিনা নাহরিণ? কিন্তু কি করব, আমি প্রলোভন সম্বরণ কর্ত্তে পারি না। যেমন সাপ দেখলেই লোকে তার মাথায় লাঠি না মেরে থাকতে পারে না, তেম্নি আমিও মিসরীদের কায়দায় পেলে অক্ষত দেহে ছেড়ে দিতে পারি না।

নাহরিণ। ভাই, মিসরীরা পাপ করে থাকে, তাদের সাজা দেবতা দেবেন। তোমার তাতে কি অধিকার?

খারেব। আর আমাদের উপর এমন অত্যাচার করবারই বা তাদের কি অধিকার আছে? শোণিতলোলুপ পশু অধিকার-অনধিকার বোঝে

না, যুক্তি তর্ক মানে না, যাকে পায় তারই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার রক্তপান করে। এরাও তেম্নি কাফ্রিদের উপর জুলুম করবার সময় ন্যায়ান্যায় বিচার করে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না, বিবেক হারিয়ে ফেলে, দেবতার অস্তিত্বই ভুলে যায়। এদের দমন কর্ত্তে এক পশুবল ভিন্ন আমাদের আর কি আছে?

নাহরিণ। হোক তারা পশু, আমরা তো মানুষ। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, মানুষই থাকব। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পশু হতে যাব কেন? থারেব, আমার অনুরোধ—তোমায় মানুষ হতে হবে। এই পশুবৃত্তি ত্যাগ করে মানুষের মত, বীরের মত, জাতির কল্যাণে আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে হবে।

থারেব। আগে বল্লে না কেন, একবার চেষ্টা করে দেখতেম। এখন যে আর সময় নেই। তুমি দেখছ না নাহরিণ, আমি মর্ত্তে চলেছি।

নাহরিণ। না, না, থারেব, তুমি পালাও। অতি দূরদেশে কোথাও গিয়ে প্রাণ বাঁচাও। তারপর যেদিন তুমি মানুষ হয়ে ফিরে আসবে সেদিন আর কেউ তোমায় মার্ত্তে পারবে না। সেদিন মিসরের সমগ্র কাফ্রিজাতি তোমায় দেবতার মত পূজা করবে, তোমার একটি আহ্বানে, মিসরী রাক্ষসদের শাস্তি দেবার জন্যে দলে দলে, কাতারে কাতারে, ছেলে বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ সবাই ছুটে আসবে। থারেব, তুমি ফিরে এসে, একদিন এই পতিত জাতির উদ্ধার সাধন করবে, ইথিওপিয়ায় আমাদের প্রাচীন সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে—এই আশায় আমি বুক বেঁধে পথ চেয়ে থাকব। আমায় নিরাশ করো না ভাই, আমার কথা রাখ,—এখান থেকে পালাও।

থারেব। তা হয় না নাহরিণ। আমি বেঁচে থাকলে তোমাদের কি দশা হবে? সরকারী সেপাইরা আমার খোঁজে গোটা সহরটা

ওলট-পালট করে ফেলছে। আজ যদি তারা আমায় খুঁজে না পায়, তবে কাল সেপাই সান্ত্রীর পঙ্গপাল এসে তোমাদের সর্ব্বনাশ করে দিয়ে যাবে। হয়তো ছেলে বুড়ো সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে অকাতরে হত্যা কর্‌বে। হয়তো পাড়াকে পাড়া আগুন ধরিয়ে ছারেখারে দেবে।

নাহরিণ। তবু তোমায় বাঁচতে হবে। খারেব, তবু তোমায় বাঁচতে হবে। আমি বুঝতে পাচ্ছি তুমি পশু নও, তুমি কাপুরুষও নও—তুমি মানুষ, তুমি বীর—শুধু পথ খুঁজে নিতে ভুল করেছ। বেঁচে থেকে তোমার ভুল সংশোধন কর্ত্তে হবে। তোমার প্রাণে জাতির প্রয়োজন আছে। একটা জাতির জন্য যদি দু'দশটা পরিবারের সর্ব্বনাশ হয়ে যায় যাক, ক্ষতি নাই। তবু তোমায় বাঁচতে হবে।

খারেব। তবে তাই হোক। নাহরিণ, আমি যাই, আমায় বিদায় দাও।

নাহরিণ। দাঁড়াও, আর একটা কথা শোন। বাবার মুখে শুনেছি মিসরীরা আমার মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। তাদের সেই অপরাধের শাস্তি দেবার ভারও আমি তোমায় দিচ্ছি। আমি নারী—অবলা—আমার নিজের কোন শক্তি নাই। আমার হয়ে তোমায় এই কাজ কর্ত্তে হবে।

খারেব। বেশ, আমায় সাধ্যমত তোমাদের আদেশ পালন করব। নাহরিণ, তোমায়ও আমার একটা কথা বলবার আছে। অনেকদিন বলি বলি করেও বলতে পারিনি। আমি আমার জন্মভূমি ছেড়ে চলেছি, কোথায় চলেছি জানি না। আজ আমায় সে কথা বলতে দাও।

(আবনের প্রবেশ)

আবন। একি খারেব তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ? শীঘ্র পালাও। একদল সেপাই তোমার খোঁজে এই দিকে আসছে। তাদের এসে পড়বার পূর্ব্বে পালাও।

থারেব। এই যাই। যাবার আগে আমি আপনার মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমি মহাপাপী, আপনার নিকট গুরুতর অপরাধ করেছি, আপনার অবাধ্য হয়েছি—আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

আবন। তুমি না চাইতে আমি তোমায় রক্ষা করেছি। এখন যাও, আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করো না। দাঁড়াও—(নিজের অঙ্গুলি হইতে একটি আংটি খুলিয়া থারেবের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল)।

থারেব। এ কি!

আবন। সম্রাট সালাটিসের নামাঙ্কিত মন্ত্রঃপূত অঙ্গুরীর। যার হাতে থাকবে বিপদে তার ভয় নাই।

থারেব। এ আমায় দিচ্ছেন কেন?

আবন। তোমার প্রয়োজন ব'লে। যাও যুবক, আর কথা কইবার সময় নাই।

(থারেবের প্রস্থান—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবন ও নাহরিণের প্রস্থান)

(কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক। আশ্চর্য্য—থারেব যেন একেবারে হাওয়ায় মিশে গেছে। এত চেষ্টা কোরেও তাকে খুজে পেলাম না? সমগ্র সহর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলেম, কাফ্রি-পল্লীর প্রতি গৃহে সন্ধান করলেম, তার চিহ্নমাত্র নাই! ভাই সব, এইবার চল, বুড়ো আবনকেই ধরে নিয়ে যাই। সে নিশ্চয়ই থারেবের সংবাদ জানে, শুধু দুষ্টুমো করে বলছে না। পিঠে ঘা কতক চাবুক না পড়লে বুড়ো কুকুর কিছুতেই দোরস্ত হবে না!

২য় সৈনিক। ঠিক কথা। ঘা কতক চাবুক পিঠে পড়লেই বুড়ো-হারামজাদা সুড় সুড় করে সব বলে দেবে।

(সকলে চালিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে এক ঝুড়ি ফল লইয়া নাহরিণের পুনঃ প্রবেশ)

৩য় সৈনিক। বাঃ বাঃ বেশ ছুড়িটে তো! এ কাফ্রি পাড়ার ভেতর

এমন কাঁচা সোণার মত রং আর এমন পদ্মফুলের মত মুখ, এতো ভারি আশ্চর্য্য !

১ম সৈনিক। তাইতো, এ যে একেবারে আসমানের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে !

২য় সৈনিক। আহা, কি কথাই বল্লে ভাই ! একেবারে প্রাণের কথা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে বলেছ। বলি, ওগো আসমানের চাঁদ—

১ম সৈনিক। তোরা থাম, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি। বলি, ওগো তুমি কাদের মেয়ে গা ? নাম কি ?

নাহরিণ। আমি কাফ্রিদের মেয়ে, এই পাড়ায়ই থাকি, নাম নাহরিণ।

২য় সৈনিক। কাফ্রিদের মেয়ে ?—বল কি ? কাফ্রির মেয়ের এত রূপ ! আচ্ছা, বলতে পার, এ কাঁচা সোণার মত রং কোথায় চুরি কর্লে ?

নাহরিণ। দেবতা দিয়াছেন।

২য় সৈনিক। নাহরিণ—আহা কি মিঠে নাম ! তোমার ওই ফলের চেয়েও মিঠে।

১ম সৈনিক। তোমার ঝুড়ি নামাও, দেখি কি কি ফল আছে।

২য় সৈনিক। আমায় দুটি ডালিম দেবে গা ?

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ—

নাহরিণ। আমার ঝুড়িতে তো ডালিম নেই।

সকলে। দেখি দেখি—

(নাহরিণ ঝুড়ি নামাইল—প্রথম ব্যতীত প্রত্যেকে একটী ফল লইয়া আস্বাদন করিল।)

নাহরিণ। (প্রথমের প্রতি) তুমি নিলে না ? এই ফলটী তুমি নাও, আমি এর দাম চাই না।

২য় সৈনিক। হাঃ হাঃ হাঃ ? তোমার নসীব খুলেছে—তোমায় পছন্দ করেছে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ!

নাহরিণ। আপনারা আমায় ফলের দাম দিন, আমার বাজারের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

২য় সৈনিক। দাম?—এই নাও…ধর।—(নাহরিণ মূল্যের জন্য হাত বাড়াইলে সৈনিক তাহাকে টানিয়া লইল—)

সকলে। আহাহা, এদিকে এসো—এদিকে এসো—(সকলে মিলিয়া টানাটানি ও হাসাহাসি করিতে লাগিল—)

নাহরিণ। ছাড় ছাড়—আমায় ছুঁয়ো না ছাড়।

১ম সৈনিক। যাও—তোমরা ভারি দুষ্টু। না গো, তুমি আমার কাছে এসো।—(নিজের নিকট টানিয়া লইল—নাহরিণ হাত ছাড়াইয়া একটু দূরে গিয়া শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইল।

নাহরিণ। (ছোরা বাহির করিয়া) সাবধান কুকুর, যে আর এক পদ অগ্রসর হবে, এই ছুরিকা তার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হবে। ছি ছি ছি, তোরা আবার নিজেদের মরদ বলে পরিচয় দিস্। এতগুলো লোক মিলে একটা অসহায়া অবলার উপর এই জুলুম কচ্ছিস,—অথচ, সৈনিকের পরিচ্ছদ তোদের অঙ্গে, কোষে তরবারি! হায় দেবতা শেবেক! তুমি কি সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছ, না একবারে মরে গেছ? তোমার মিসরে আজ তোমার আশ্রিতা অবলার উপর এই অত্যাচার হচ্ছে আর তুমি অনায়াসে তা চুপ করে দেখছ। এই পাষণ্ডের শাস্তি দিতে পার না? আকাশ শুদ্ধ এদের মাথায় ভেঙ্গে ফেলে হতভাগ্য মিসরকে একেবারে চুরমার করে মরুভূমির বালুকণায় মিশিয়ে দিতে পার না?—

১ম সৈনিক। বাহবা—বাহবা!—চমৎকার! আমি হাজার হাজার সুন্দরী দেখেছি, কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি। হোক্ কাফ্রির মেয়ে, একে নিয়ে জাহান্নামে যেতে হয় তাও স্বীকার, তবু আমি একে ছাড়ব না।

(নাহরিণ সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া ছোরা কোষ-বদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল—)

১ম সৈনিক। সুন্দরী, ফের,—আমি তোমার দাস।

নাহরিণ। তোমার মত কাপুরুষকে আমি পদাঘাত করি।

১ম সৈনিক। তবেরে শয়তানী—(হাত ধরিতে যাইতেছিল এমন সময় ছদ্মবেশে রামেশিসের প্রবেশ—)

রামেশিস। সাবধান !—

১ম সৈনিক। কে তুই বর্ব্বর, মহামান্য ফারাওয়ের সৈনিককে ভয় দেখাতে আসিস ? তোর কি প্রাণের ভয় নেই ?

২য় সৈনিক। বলি তুমি কে বট হে ?

১ম সৈনিক। তাই তো—কথা কয় না যে।

২য় সৈনিক। আরে ও কি মজুরী না নিয়ে কথা কইবে নাকি ? এই দেখ আমি কথা কওয়াছি।—(চপেটাঘাত করিতে উদ্যত হইল)

রামেশিস। খবর্দ্দার—(নাহরিণের অলক্ষ্যে সৈনিকগণের দিকে ফিরিয়া বক্ষবস্ত্র ও কৃত্রিম গোঁপ সরাইয়া নিজ-স্বরূপ ও পরিচায়ক চিহ্ন দেখাইলে সকলে চমকিত হইয়া পাঁচ হাত পিছাইয়া গেল।)

১ম সৈনিক। যুবরাজ !—

রামেশিস। চুপ—(পুনরায় গোঁপ সংস্থাপিত করিয়া বক্ষ আবৃত করিলেন)—যাও এখান থেকে।

১ম সৈনিক। আজ্ঞে আজ্ঞে—

রামেশিস। যাও—

(সৈনিকগণের প্রস্থান)

নাহরিণ। ~~আমার এখনও পা কাঁপছে~~। না, আজ আর ফল বেচতে যাব না, ঘরে ফিরে যাই। (ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ফল সকল কুড়াইতে লাগিল।

রামেশিস। (স্বগত) আমনদেব! তোমায় কোটী কোটী প্রণাম। তোমার দয়ার আমি আবার এ দেবীর দর্শন পেয়েছি। আমার জীবন সার্থক যে, এর এতটুকুও উপকার কর্ত্তে পেরেছি। কিন্তু এর দয়ার তুলনায় সে কতটুকু—সাগরের তুলনায় বারিবিন্দু। কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরে উঠেছে, শ্রদ্ধায় শির নত হয়ে আসছে, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে! (প্রকাশ্যে) দেবী চল তোমায় ঘরে রেখে আসি।

নাহরিণ। না, তুমি যাও, এইবার আমি যাব। তুমি আমার মান রক্ষা করেছ সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ। দেবতা তোমার মঙ্গল করুন।

রামেশিস।—(স্বগত)—কি দুর্ভাগ্য যে, এই অপরূপ সুন্দরী কাফ্রির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে!

নাহরিণ। না, তুমি মিসরী, তোমায়ও বিশ্বাস নেই। তুমি আজ আমায় রক্ষা করেছ কাল আমার সর্ব্বনাশ করবে বলে। তোমরা সব পার।

রামেশিস। (স্বগত) না, এখন একে পরিচয় দেওয়া হবে না। মিসরীর প্রতি এর এই অবিশ্বাস কাল মেঘের মত এর মনকে ছেয়ে রয়েছে। সরল হৃদয়ের উষ্ণ কৃতজ্ঞতা কিছুতেই তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারবে না। যতক্ষণ না বিশ্বাস লওয়াতে পারি ততক্ষণ আমার পরিচয় এর কাছে গোপন রাখতে হবে। (প্রকাশ্যে) তুমি মিসরীদের এত ঘৃণা কর?

নাহরিণ। না। সত্য বটে আমার মা মিসরী ছিলেন, কিন্তু আমার পিতা কাফ্রি। সুতরাং আমিও কাফ্রি।

রামেশিস। কেন, তুমি কি তোমার মাতার পরিচয়ে পরিচিতা হতে ইচ্ছা কর না? মিশরে তো আজ কাল এমন অনেক লোক আছে তারা মিসরী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়।

নাহরিণ। যার ইচ্ছা হয় দিক্‌, আমি দেবনা। আমার পিতা কাফ্রি বলে মিসরীরা আমার মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। যারা আমার বাবার জাতকে এত ঘৃণা করে আমি কিছুতেই তাদের একজন বলে পরিচয় দিতে পারব না। আমি কাফ্রির ঘরে জন্মেছি, কাফ্রির কোলে মানুষ হয়েছি, কফ্রি পিতার আশ্রয়ে এত বড় হয়েছি,—আমি কাফ্রি। আমি মিসরের ঘৃণিত কাফ্রি।

রামেশিস। (স্বগত) আমনদেব! আমায় রক্ষা করো, আমি কিছুতেই ইচ্ছা দমন কর্ত্তে পাচ্ছি না—বাধ্য হয়ে আমায় মিথ্যা বলতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে)—সুন্দরী, তুমি অনায়াসে আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে পার। আমি মিসরী নই, তোমারই মত কাফ্রি পিতার গৃহে মিসরী মাতার কোলে জন্মেছি।

নাহরিণ। মিথ্যা কথা। তা যদি হবে, তবে সেপাইরা তোমায় দেখে ভয় পেয়ে চলে গেল কেন?

রামেশিস। সে আমার গুপ্ত বিদ্যার বলে। বহুদিন পূর্ব্বে এক সাধুর নিকট আমি এক গুপ্ত বিদ্যা লাভ করেছি, সে বিদ্যার শক্তি অসাধারণ।

নাহরিণ। সত্য?

রামেশিস। সম্পূর্ণ সত্য।

নাহরিণ। শপথ কর।

রামেশিস। শপথ—হাঁ আমি দেবতা শেবেকের নামে শপথ কচ্ছি, আমি যা বল্‌ছি তা সম্পূর্ণ সত্য।

নাহরিণ। তবে চল তোমায় আমাদের ঘরে নিয়ে যাই।

(প্রস্থান)

———

পঞ্চম দৃশ্য—মন্দির-প্রাঙ্গণ

সামন্দেশ ও জনৈক সেনানী

সামন্দেশ। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, তোমরা এখনও সেই দুর্ব্বৃত্ত খারেবকে ধরে আনতে পার্লে না। একটা সামান্য কাফ্রি কুক্কুর তোমাদের যুবরাজ রামেশিসের উপর আক্রমণ করে এতগুলো সৈনিকের চেষ্টা ব্যর্থ কচ্ছে, এর চেয়ে লজ্জার বিষয় তোমাদের আর কি আছে?

সেনানী। প্রভু, চেষ্টার কোন ত্রুটী হচ্ছে না! কিন্তু সে যে কোথায় পালিয়েছে কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার জন্য শুধু কাফ্রি-পল্লী কেন সমগ্র কর্ণাক সহর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু কোনই ফল হয় নি।

সামন্দেশ। বৃদ্ধ আবনকে জিজ্ঞাসা করেছিলে—সে কি বলে?

সেনানী। বলে, সে জানে না।

সামন্দেশ। আর মূঢ় অকর্ম্মণ্য তোমরা অনায়াসে তাই বিশ্বাস কচ্চ? তোমাদের কি ইচ্ছা, সে বলুক—'সে অমুক জায়গায় আছে; তোমরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর'?

সেনানী। আজ্ঞে আজ্ঞে,—

সামন্দেশ। যাও, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। সেই বৃদ্ধ শয়তানকে এই মুহূর্ত্তে ধরে নিয়ে এস। হয় সে খারেব কোথায় আছে বলবে, না, হয় নিজে তার হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

সেনানী। তাকে ধরে আনবার জন্য লোক গেছে।

[নেপথ্যে]—

১ম সৈনিক। চল্ বুড়ো হারামজাদা তোর নষ্টামো ভাঙছি, আমাদের সঙ্গে চালাকি বটে? (প্রহার)

আবন। উঃ হুঃ হুঃ! আর মেরো না,—তার চেয়ে একেবারে মেরে ফ্যাল, আমার সব অপরাধের শাস্তি হ'য়ে যাক।

৩য় সৈনিক। অঃ ন্যাকাম হচ্ছে! শালাকে গলায় দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চল।—

সামন্দেশ। দেখতো ব্যাপার কি?

সেনানী (অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) সেই বুড়ো আবনকে ধরে নিয়ে আসছে।

(আবনকে লইয়া সৈন্যগণের প্রবেশ)

আবন, তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি প্রভু সামন্দেশের সম্মুখে।—শির নত কর।

আবন। শির নত করব? কেন? কার সম্মুখে শির নত করব? এ তোমাদের প্রভু হতে পারে, আমার কে? আমার কাছে তোমরাও যা এও তাই.—অত্যাচারী হিংস্র পশু। এরই অনুচরেরা এই বৃদ্ধ আবনের শ্বেত শ্মশ্রু এবং কেশ উৎপাটন করেছে,—পদাঘাতে, মুষ্ট্যাঘাতে, কশাঘাতে তার কাল চামড়ার উপর রক্তের ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছে। আর আমি এর কাছে শির নত করব?—না, এত কৃতজ্ঞতা আমার নেই।

১ম সৈনিক। (চপেটাঘাত) তবে রে বর্ব্বর, বেয়াদপ!—

আবন। মার, মার, যত পার মার। আর আমি ভয় করব না, আর নিষেধ করব না, আর কাকুতি মিনতি করব না। করে দেখেছি, কোন ফল হয় না। তোমাদের যতটুকু শক্তি ততটুকু কত্তে তোমরা কসুর করনি, আর কি করবে?

২য় সৈনিক। কি (চাবুক উঠাইল)

সামন্দেশ। ক্ষান্ত হও, আর মেরো না। আবন, খারেব কোথায়?

আবন। জানি না। আর জান্‌লেও বলব না। কেন বলব? তোমরা কি মনে কর তোমরা তাকে নিয়ে কি করবে, আমি জানি না? সে পিতৃমাতৃহীন অনাথ—আমিই তার পিতা।—জানলেও বলব না।

সামন্দেশ। আবন, আবন, রসনা সংযত করে কথা কও। আমরা তাকে চাই। সে অপরাধী, আমরা তার বিচার করব।

আবন। বিচার? মিশরীর কাছে কাফ্রির বিচার? হাঃ হাঃ হাঃ, এ একটা হাসির কথা বটে। কি বিচার করবে? তাকে পুড়িয়ে মারবে?—না জ্যান্ত অবস্থায় আগাগোড়া করাত দিয়ে চিরে ফেলবে? না তার গায়ের চামড়া খুলে ফেলবে?—এই তো তোমাদের বিচার? সামন্দেশ,—

সকলে। ওঃ!

আবন। সামন্দেশ, সে যদি অপরাধী তোমরা তার চেয়ে হাজার গুণে অপরাধী। তোমরা এই যে কাফ্রি-জাতিটার-উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত অত্যাচার কর্চ্ছ, তার হিসাব রাখ? তোমাদের অপরাধের কাহিনী শুনলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, পাহাড়ের পাথর নড়ে উঠে, মরা মানুষ শত বর্ষের ঘুম থেকে এক মুহূর্ত্তে শিউরে জেগে উঠে। তোমাদের এই সব জুলুমের বিরুদ্ধে যদি আমরা একটী মুখের কথা কই কি একটী আঙ্গুল তুলি, তবেই আমাদের গুরুতর অপরাধ হয়। মনে ক'রো না, তোমাদের এই সব অপরাধের বিচার নাই। তোমাদেরও একদিন বিচার হবে—সেইদিন—ওই খানে—তিনি বিচার করবেন।

সামন্দেশ। সে আমি বুঝবো।

আবন। বুঝবে? আর কবে বুঝবে? এত দিনে একটা সোজা কথা বুঝেছ কি, সামন্দেশ, যে পৃথিবীতে হীন কেউ নেই, ঘৃণ্য কেউ নেই? বুঝেছ কি, ক্ষুদ্র পিপীলিকাও দংশন কর্ত্তে জানে, ক্ষুদ্র মুষিকও ভীমকায় মহীরুহকে ধরাশায়ী কর্ত্তে পারে? এই যে তুমি, বিনা দোষে এক দীন কাফ্রির প্রতি এত নির্য্যাতন কর্চ্ছ, হতে, পারে এমন দিন আসবে, যে দিন এরই কাছে তোমায় দীন ভিখারীর মত করজোড়ে ভিক্ষার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছ কি?—এমন একটা কথা তোমার কল্পনাও কখনো ধারণা কর্ত্তে পারে কি? সামন্দেশ!—

সকলে। অসহ্য!—

আবন। সামন্দেশ, তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমার বিচারের দিন আসছে !

সামন্দেশ। শোন আবন, তোমার প্রলাপ-বাক্য আমি শুনতে চাই না, এখন থারেব কোথায় বলবে কি না ?

আবন। না !

সামন্দেশ। আমার আদেশ।

আবন। তোমার আদেশ আমি মানি না।

সামন্দেশ। মহামান্য ফারাওয়ের আদেশ।

আবন। কে ফারাও ? কিসের ফারাও ? আমি বাঁচি কিম্বা মরি তার কি আসে যায় ?—তবে কেন সে আমার ফারাও ?

সামন্দেশ। কেন ?—যেহেতু—

আবন। যেহেতু আমি কাফ্রি—কেমন, এইতো ? কেন, কাফ্রিরা কি মানুষ নয় ? তাদের কি সুখ দুঃখ নেই ? একই আকাশের নীচে, একই সূর্য্যের উত্তাপে, একই ফলে জলে শস্যে কাফ্রি আর মিসরী কি, জীবনধারণ করে না ? তবে কিসের জন্য তোমাতে আমাতে এত তফাৎ ? তোর সুখ সুখ, আমার সুখ তোমার জুতোর তলার মাটি ?—তোমার রক্ত রক্ত, আর আমার রক্ত নর্দ্দমার পচা জল ?—তোমার মাথা মাথা, আর আমার মাথা তোমার লাথি মারবার যায়গা ?

সামন্দেশ। আবন, আর আমি ধৈর্য্য রাখতে পারছি না। এই আমি তোমায় শেষবার জিজ্ঞাসা কচ্ছি—থারেব কোথায় ?

আবন। আমি বলব না।

সামন্দেশ। দুনিয়ার কলঙ্ক, নরকের কুকুর বর্ব্বর কাফ্রি, মিসরের সম্রাট-শক্তির অবমাননা কর্লে তার ফল কি হয়, প্রত্যক্ষ দেখ। যাও, একে যেমন করে নিয়ে এসেছ, তেমনি করে গলায় দড়ি বেঁধে সমস্ত সহর ঘুরিয়ে আন ! তারপর,—তারপর একে সিংহের মুখে নিক্ষেপ কর। যাও।

(সৈন্যগণ আবনকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় রামেশিস প্রবেশ পূর্ব্বক বাধা দিলেন।)

রামেশিস। ক্ষান্ত হও,—প্রভু, আমার একটী ভিক্ষা—

সামন্দেশ। তুমি কি চাও যুবরাজ?

রামেশিস। এই বৃদ্ধের জীবন আমায় ভিক্ষা দিন।

সামন্দেশ। এ অন্যায় আবদার—এ হতে পারে না। আমি আদেশ দিয়েছি, কিছুতেই তার পরিবর্ত্তন হবে না। যাও, নিয়ে যাও।

রামেশিস। একটু অপেক্ষা কর। প্রভু, মিসরের ভাবী ফারাও নতজানু হয়ে আপনার দয়া ভিক্ষা কচ্ছে।

সামন্দেশ। ওঠ যুবরাজ। তোমার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি! কেন তুমি এর জীবন ভিক্ষা চাইছ?

রামেশিস। একে নিয়ে আমার কিছু প্রয়োজন আছে।

সামন্দেশ। ভাল, আমি, এর প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করলেম। কিন্তু একে ক্ষমা করতে পারি না। এমিরের সম্রাট-শক্তি মানতে চায় না। একে তার ক্ষমতা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। সমগ্র কাফ্রি-পল্লী এর অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে।—(সৈনিকের প্রতি) যাও, কাফ্রি-পল্লীর চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দাও। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যেন তার চিহ্ন অবধি মুছে যায়।

আবন। না না, তা করো না। বৃদ্ধ আবনকে যত পার শাস্তি দাও—তাকে দগ্ধে দগ্ধে মার। তার চামড়া খুলে নিয়ে তোমার জুতো তৈরী কর, তার গায়ের মাংস কেটে নিয়ে তোমার পোষা কুকুরকে খাওয়াও, চাঁদির তারের মত এই পাকা চুল নিয়ে তোমার পাপোষ তৈরী কর,—তবু আমার একার অপরাধে সকলের সাজা দিও না। কাফ্রিরা বড় গরীব, তারা দিন-মজুরী করে খায়—তাদের সর্ব্বনাশ করো না। তাদের মাথা রাখবার ঠাঁইটুকু পুড়িয়ে দিয়ে তাদের পথে দাঁড় করিও না। আর

তুমি—মিসরের ভাবী সম্রাট, এক হীন কাফ্রীর জীবনে যে তোমার কি প্রয়োজন, তা তুমিই জান—আমি বুঝতে পাচ্ছি না! কিন্তু সে প্রয়োজন যতই গুরুতর হোক, তার জন্য সমগ্র কাফ্রি-পল্লীর সর্ব্বনাশ করবার তোমার কোন অধিকার নাই। তুমি তোমার দয়া ফিরিয়ে নাও যুবরাজ, আমায় মর্ত্তে দাও।

সামন্দেশ। বাতুলের প্রলাপ শোনবার আমার অবকাশ নেই। সৈন্যগণ, যাও আদেশ পালন কর। একে এখান থেকে বার করে দাও।

আবন। (গর্জ্জিয়া উঠিল) সামন্দেশ!—

সামন্দেশ। যাও।—আচ্ছা,—না, কি বল্‌ছিলে বল।

আবন। (স্বগত) বলব? না, বলব না। (প্রকাশ্যে)—সামন্দেশ, তুমি আমার জতির শত্রু। তোমায় আমার কিছু বলবার নেই।

সামন্দেশ। তবে দূর হও। সৈন্যগণ—(ইঙ্গিত)

১ম সৈনিক। যা তোর প্রাণ নিয়ে এখান থেকে চলে যা।

(ধাক্কা দিতে দিতে বাহির করিয়া দিল—সৈন্যগণের প্রস্থান)

রামেশিস। (স্বগত) তবু জীবন রক্ষা হয়েছে। নইলে আর নাহরিণের কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকত না। আর আমি কি করব? বৃদ্ধ সামন্দেশকে আমি বেশ জানি। সে যে একটা কথা রেখেছে এই যথেষ্ট। যাই দেখি বৃদ্ধ কোন্ দিকে গেল। (প্রস্থান)

সামান্দে। এই হতভাগ্য কাফ্রি জাতিটা কি পৃথিবীতে না থাকলেই চলত না? কি প্রয়োজন আছে এদের জন্মাবার,—কি সুখে এরা বেঁচে থাকে? কেন একটা মহামারী এসে ধরিত্রীর বুক থেকে এই কালির দাগ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যায় না? হায় পিতা নূট! তুমি মিসরের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হয়েও কি অজ্ঞানের কাজ করে গেছ!—আমি কাফ্রি ক্রীতদাসীর সন্তান, এ দুঃখ কি রাখবার ঠাঁই আছে? শৈশবে মাতৃহীন, জ্ঞানাবধি আমার গর্ভধারিণী কাফ্রি-মাকে কখনো দেখিনি।

গৃহে তার একখানি ছবি আমার কলঙ্কের নিশানা স্বরূপ পিতা স্বহস্তে এঁকে রেখে গিয়েছিলেন। সেই ছবি আমার ছোট ভাই জিরাফ নিয়ে পালিয়েছিল। জানিনা সে আজও বেঁচে আছে কি না—সে ছবি পৃথিবীতে আজও আছে কি না। সেই মূক চিত্রই আমার কাল হয়েছে। নিদ্রায় প্রতিদিন সেই চিত্র স্বপ্নে দেখি। আর জাগরণে সর্ব্বদা শঙ্কা হয়, ওই বুঝি কেউ আমার কলঙ্ককাহিনী প্রকাশ করে দিয়ে আমায় উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখর হতে নরকের অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করে। তাইতো আমি আমার মায়ের জাতকে এত ঘৃণা করি! এতে যদি কিছু পাপ হয়, তবে পিতা নূট!—সে পাপ আমার নয়—তোমার।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রজ্বলিত কাফ্রিপল্লী

চতুর্দ্দিক অগ্নিশিখা ও ধূমে সমাচ্ছন্ন। অধিবাসিগণ চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। কাহারও বা বস্ত্র অর্দ্ধ-প্রজ্বলিত—কেহ বা অর্দ্ধনগ্ন—কেহ বা অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতেছে।

আবন নাহরিণের অচেতন দেহ অতি কষ্টে বহন করিয়া চত্বরের মধ্যে আনয়ন করিল। আর বাহিতে পারিল না—বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। নাহরিণ ভূমিতে শায়িতা।—এখন এক দেবতা ভিন্ন পরিত্রাতা নাই—বৃদ্ধ করযোড়ে দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল। এমন সময় ছদ্মবেশী রামেশিস আসিয়া নাহরিণের অচেতন দেহ তুলিয়া লইল ও ইঙ্গিতে বৃদ্ধকে তাহার অঙ্গে ভর দিয়া উঠিতে বলিল। বৃদ্ধ অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—০:০*০:০—

প্রথম দৃশ্য—মন্দির প্রাঙ্গণ

জিনো, জনৈক রোগী ও কাকাতুয়া।

জিনো। (রোগীর প্রতি—বলুন আপনার কি ব্যায়রাম। অতি সংক্ষেপে বলবেন, কারণ আমার সময় অতি অল্প।

রোগী। যে আজ্ঞে, অতি সংক্ষেপেই বলছি। আমার রোগ অতি জটিল, এক কথায় বলতে গেলে যাকে লোকে আটপৌরে ভাষায় বলে পীরিত, সাধু ভাষায় বলে ভালবাসা, আর দলিল দস্তাবেজে বলে প্রেম।

জিনো। হু। রোগ অতি গুরুতর বটে। আচ্ছা এ রোগ আপনি কত দিন হল টের পেয়েছেন,—অর্থাৎ কত দিন হল বাইরে প্রকাশ পেয়েছে?

রোগী। আজ্ঞে, রোগ অতি পুরাতন। আমার যখন বার বৎসর বয়স, তখন এক প্রতিবেশীর পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যার প্রেমে পড়ি। তদবধি রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। এখন আমার বয়স ষাট। এখন আমার এমন অবস্থা, যে নারী দেখলেই আমার প্রেম কর্ত্তে ইচ্ছা হয়—তা সে ঢেঙা, বেঁটে, কাল, গোরা, গোল, চাপ্টা,—যাই হোক না কেন। এমন কি সময় সময় ভ্রমবশতঃ পাড়ার চৌকিদারকেই আলিঙ্গন করে বসি এবং তার যষ্টির আস্বাদন পেলে তবে সে ভ্রম বুঝতে পারি।

জিনো। আচ্ছা, ছেলেবেলা থেকে আপনার পিতা কোনরূপ কিৎসার ব্যবস্থা করেন নি?

রোগী। আজ্ঞে, তিনি বিশেষ কিছু প্রতিকার কর্ত্তে পারেন নি। তু তিনি নিজেই এ রোগে অত্যন্ত ভুগেছেন।

জিনো। বটে ? তাঁরও এ রোগ আছে নাকি ?

রোগী। ভয়ঙ্কর আছে।

জিনো। তা'হলে এ রোগ আপনাদের বংশপরম্পরায় বলুন ?

রোগী। আজ্ঞে, হাঁ, তা বই আর কি ? আমার পিতার আছে, আমার আছে, আমার পুত্রেরও দেখা দিয়েছে। আবার চার বৎসরের একটী কন্যা আছে—লোকে বলছে তারও হবে।

জিনো। আচ্ছা, এখন আপনার সব চেয়ে বেশী উপসর্গ কি ?

রোগী। নিরাশা এবং অশ্রুজল।

জিনো। আচ্ছা, আপনার চিন্তা নাই। আমি আপনার ঔষধের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—অচিরেই রোগমুক্ত হবেন। শুনুন,—

রোগী। আজ্ঞে করুন।

জিনো। ঔষধ এমন কিছু না, আমি আপনাকে একটি উত্তম প্রেম-পাত্রী প্রদান কচ্ছি। আপনি প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে তার সঙ্গে প্রণয়সম্ভাষণ করবেন।

রোগী। যে আজ্ঞে।

জিনো। কাকাতুয়া !—

কাকাতুয়া ! কোঁ !—হুকুম !

জিনো। হাড়গিলে সুন্দরী

রোগী। হাড়গিলে সুন্দরী ?

জিনো। আজ্ঞে হাঁ, তার নামই ওই।

(কাকাতুয়া পার্শ্বের গৃহের পর্দ্দা কিঞ্চিৎ খুলিয়া ধরিলে দেখা গেল একটি কঙ্কাল ক্রমাগত হস্ত-পদ প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিতেছে।)

রোগী। ওরে বাবা !—হাড়গিলে সুন্দরীই ত বটে ! মশাই—আমার রোগ সেরে গেছে। আপনার হাড়গিলে সুন্দরীকে ক্ষান্ত হতে বলুন।

ও কি তবু থামে না যে! না বাবা হাড়গিলে সুন্দরী, দোহাই তোমার, আমায় রেহাই দাও। মশাই, আমায় রক্ষা করুন।

জিনো। আহা ভয় কি? এক ঘণ্টা বইতো নয়।

রোগী। এক ঘণ্ট! ওরে বাবা। এক মুহূর্ত্তে প্রাণ ওষ্ঠাগত। না মশাই, আর নয়। আমার রোগ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, এইবার আমার বাবাকে আর ছেলে-মেয়েকে পাঠিয়ে দি'গে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

কাকাতুয়া। দর্শনী?

(কাকাতুয়ার হাতে অর্থ প্রদানপূর্ব্বক রোগীর প্রস্থান)

জিনো। কাকাতুয়া, বাইরের ঘরে যদি আর কোন রোগী থাকে তবে এ বেলা বিদায় করে দে। বলে দে যেন বিকেলে আসে। আর এই ঘরে খানা হজির কর। আমি এখুনি আসছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে বুলার প্রবেশ)

বুলা।　　　গীত।

কোন্ অজানা দেশের নীল সরোবরে
ফুটেছিল এক কমলিনী,—
রবির কিরণে হাসিয়া, সোহাগ-সলিলে ভাসিয়া,—
হেলিয়া দুলিয়া করিত রঙ্গ সারাটী দিন সে গরবিণী।
একদিন মৃদু সমীরণ চুরি করি তার হাসিটী,
আমার হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া বাজাইল মৃদু বাঁশীটি।—
সে সুরলহরে ভাসিয়া ভাসিয়া, আপনার মনে আপনি হাসিয়া
(আমি) লুটায়ে পড়িগো আপনি!

বুলা। কাকাতুয়া!—কাকাতুয়া!—

কাকাতুয়া। (নেপথ্যে)—কৌ!

বুলা। ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার নিয়ে আয়,—অগ্নি বাবাকে ডেকে নিয়ে আসবি।

কাকাতুয়া। (নেপথ্যে)—কৌ!

বুলা। আচ্ছা, তুই খাবার নিয়ে আয়,—আমি বাবাকে ডেকে আনছি।

কাকাতুয়া। (নেপথ্যে)—কৌ। (বুলার প্রস্থান)

(কাকাতুয়া নানাপ্রকার খাদ্য সহ একখানি ক্ষুদ্র মেজ আনিয়া গৃহের মধ্যস্থলে স্থাপন করিল ও তৎপার্শ্বে দুইখানি আসন রাখিল)

কাকাতুয়া। গীত

মাথায় ঝুঁট্রী কাকাতুয়া—কৌ।
বুঝেছ—কৌ! কৌ! কৌ!
কাক ডাকে কা কা কোকিল ডাকে কু,
ঘোড়া ডাকে চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ শেয়াল ডাকে হু—
জোনাকী জ্বলে মিটির মিটির মৌমাছি খায় মৌ
বৌ-কথা-কও কেঁদে মরে ব্যাচারীর হারিয়ে গেছে বৌ।
আমি দেখে শুনে হেসে মরি—কৌ।

জিনো। (নেপথ্যে)—কাকাতুয়া!—কাকাতুয়া!

কাকাতুয়া। কৌ! (প্রস্থান)

(খারেবের প্রবেশ)

খারেব। উঃ আর পারি না। একদিন একরাত্রি ক্রমাগত ছুটছি। পেটে দানা নেই, চোখে ঘুম নেই, একটু বিশ্রামের অবকাশ নেই,—রক্ত মাংসের দেহে আর কত সয়? পিছু পিছু সেপাইয়ের দল রক্তপিপাসু হায়েনার মত ছুটেছে, শেষ নিজেরা না পেরে পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। উঃ ~~কি ভয়ানক কুকুর! মাটি শুকতে শুকতে আসছে আর বিকট চীৎকার কচ্ছে। এখনো মনে হলে বুক কেঁপে উঠে।~~

আঃ আর পারিনে না —

না যা থাকে কপালে, আর পালাব না। ধরা পড়তে হয় এইখানেই পড়ব। কিন্তু এ যে অপরিচিত স্থান,—এ কার গৃহ তাও জানি না। গৃহস্বামী চোর বলে ধরিয়ে দেবে না তো। দেয় দেবে। মরেছি না মর্ত্তে আছি। উঃ ক্ষুধায় পেট জ্বলছে। পৃথিবী অন্ধকার দেখছি। দেবতা, তোমরা কি আছ? যদি থাক, দয়া করে আমায় কিছু খাদ্য প্রদান কর। (অগ্রসর হইয়া)—এই যে উপাদেয় খাদ্য সজ্জিত রয়েছে। কার কে জানে? যারই হোক, ভাববার অবকাশ নেই। আমি এ লোভ কিছুতেই সম্বরণ কর্ত্তে পাচ্ছি না।

(উপবেশন পূর্ব্বক আহার)

আঃ বাঁচলুম। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। কোথায় একটু মাথা রাখবার ঠাঁই পাব? এইখানে একটু ঘুমিয়ে নি। এখন গৃহস্বামী এসে আমায় চৌকিদারের হাতে সমর্পণ করবেন, তার আগে যেন কেউ এ ঘুম না ভাঙ্গায়।

(মেজের উপর পা তুলিয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল—জিনো, বুলা ও কাকাতুয়ার প্রবেশ)

জিনো। (খাবেবের পায়ের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া)—কাকাতুয়া, এ তুই আমাদের জন্য কি খাবার এনেছিস? এ যে নূতন জিনিষ দেখছি। এমন জিনিষ যে এর আগে কখনো খেয়েছি এমন তো মনে হয় না।

বুলা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল)

কাকাতুয়া। এ শালা চোর,—খাবারগুলো সব চুরি করে খেয়েছে।

বুলা। হাঃ হাঃ হঃ—(উচ্চহাস্য)

জিনো। শুধু খাবার চুরি করে নি, একটু ঘুমও চুরি করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! এ অঙ্গুরীয় এ পেলে কোথায়? এ যে সম্রাট সালাটিসের নামাঙ্কিত মন্ত্রঃপূত অঙ্গুরীয়! পিতা কোথায় কি অবস্থায় সংগ্রহ করেছিলেন জানি না; মৃত্যুর একদিন পুর্ব্বে তিনি নিজে

এই অঙ্গুরীয় ভগ্নী নোরার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের দুই ভাইকে ডেকে বল্লেন—'তোরা পুরুষ, বিপদের সঙ্গে লড়তে পারিস,—আর নোরা, নারী, তার সে শক্তি নাই। তাই এ আংটী আমি নোরাকে দিলেম। এর অদ্ভুত ক্ষমতা, যার হাতে এ অঙ্গুরীয় থাকবে, বিপদে তার ভয় নাই।'—একদিন পরে পিতার মৃত্যু হ'ল। সে আজ কত কালের কথা। তারপর আমরা দু'টি অনাথ ভাই-বোন বড় ভাইয়ের অত্যাচারে বিপদের সাগরে ভেসেছিলাম। সে তার স্বামীর গৃহে গিয়ে কুল পেয়েছিল, আর আমি ভাসতে ভাসতে সিরিয়ায় গিয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেম। আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

বুলা। বাবা,—বাবা,—ও বাবা,—

জিনো। কিন্তু—না, না, আমার কোন ভুল হয় নি,—এতে কোন সন্দেহ নাই। এই তো সেই দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন দুর্বোধ্য মন্ত্র এবং অর্থহীন চিত্র প্রস্তরফলকে তেরি খোদা রয়েছে। এ চিত্র একবার দেখলে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। পিতা বলেছিলেন, পৃথিবীতে এর জোড়া নেই। নিশ্চয় এ সেই অঙ্গুরীয়,—কোন সন্দেহ নাই। তাহলে—

বুলা। বাবা, বাবা, ও বাবা—হাঃ হাঃ হাঃ…

জিনো! কোথাকার অসভ্য মেয়ে!

(থারের চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল ও সম্মুখে বুলা, কাকাতুয়া ও জিনোকে দেখিয়া ত্রস্তভাবে গৃহের এক কোণে গিয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।)

জিনো। যুবক, তুমি কে? যুবক, উত্তর দাও,—তুমি কে? তোমার পরিচয়ে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে!

থারেব। পরিচয় দিলে তো চিনতে পারবেন না। আমার বাড়ী এ দেশে নয়।

জিনো! তোমার বাড়ী কোথায়?

খারেব। কর্ণাকে।

জিনো। এখানে কি করে এলে ?

খারেব। প্রাণ বাঁচাবার জন্য সরকারী সেপাইদের হাত এড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি ক্ষুধায় বড় কাতর হয়েছিলেম, অনুমতি নেবার অবকাশ পাইনি, বিনানুমতিতে আপনার খাদ্য আত্মসাৎ করেছি। আপনার গৃহ আমায় রক্তপিপাসু সৈনিকদের হাত হতে রক্ষা করেছে। আপনার এ ঋণ আমি জীবনে শোধ কর্ত্তে পারব না।

জিনো। ইচ্ছা কর্লে শোধ কর্ত্তে পার।

খারেব। কিরূপে ?

জিনো। তোমার হাতের ঐ আংটিটি আমায় দাও।

খারেব। আমার দুর্ভাগ্য, এ অঙ্গুরীয় দেবার উপায় নেই। এ আমার নয়, আমার একজন পরমাত্মীয় আমার কা[illegible] গচ্ছিত রেখেছেন। এ ন্যস্তধন হস্তান্তর করবার আমার অধিকার নেই

জিনো। একজন তোমার কাছে গচ্ছিত [illegible] তিনি পুরুষ কি নারী ? তিনি কোথায় থাকেন ? বয়স [illegible] তাঁর কে আছে ?

খারেব। তিনি পুরুষ।

জিনো। পুরুষ !

খারেব। তিনি বৃদ্ধ, পৃথিবীতে এক কন্যা ছাড়া তাঁর আর কে

জিনো। তিনি তোমায় এ অঙ্গুরীয় দিলেন কেন ?

খারেব। তিনি আমার পিতৃবন্ধু, আমার বিপদ দেখে তিনি এ অঙ্গুরীয় আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন এ মন্ত্রপূত। যাহার হাতে এ অঙ্গুরীয় থাকে বিপদে তার ভয় বা বিনাশ নেই।

জিনো। তিনি বলেছেন ?—তিনি জানেন ? তাঁর নাম কি ?

খারেব। তাঁর নাম আবন।

জিনো। আমার অনুমান ঠিক যুবক, তুমি আমার গৃহে থাকবে? তোমার ভয় নেই, আমি মিসরী নই, তোমারই স্বজাতি।

খারেব। আপনি দয়া করে আশ্রয় দিলেই থাকি।

জিনো। আমি আমায় আশ্রয় দিতে পারি, এক সর্ত্তে।

খারেব। কি?

জিনো। তুমি আমার বিনানুমতিতে আমার গৃহ ত্যাগ কর্ত্তে পারবে না।

খারেব। আপনার দয়ার সীমা নেই। আজ হ'তে আপনার ক্রীতদাস।

জিনো। বুলা, আজ হতে এ তোর খেলার সাথী। একে বাগানে নিয়ে যা। আমরা তিনজনে সেখানে গাছতলায় বসে খানা খাব। কাকাতুয়া, বাগানে আমাদের তিন জনার মত খাবার নিয়ে যা।

বুলা। হাঃ হাঃ হাঃ—

কাকাতুয়া। কৌ (জিনো ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

জিনো। দেবতা, কে বলে তোমরা মিথ্যা? তোমরা আছে,— নইলে কে আমায় এমন করে হাত ধরে পথ দেখিয়ে দিলে? এই পৃথিবীতে যারা একমাত্র আপনার জন, যাদের দেখবার আশা ইহ-জীবনের মত জলাঞ্জলি দিয়েছিলেম, তাদের সন্ধান পেয়েছি। আজ আমার বড় আনন্দের দিন।—আমার বড় আনন্দের দিন!

দ্বিতীয় দৃশ্য—আবনের গৃহ

নাহরিণ ও রামেশিস

রামেশিস। নাহরিণ, নাহরিণ, বিশ্বাস কর, সত্য আমি তোমায় ভালবাসি—বড় ভালবাসি।

নাহরিণ। কেন ভালবাস? না, না, তোমায় বারণ কচ্ছি, তুমি আমায় ভালবেসো না—ভালবাসতে বলো না। আমি ভালবাসতে জানি না, কখনো শিখিনি।

রামেশিস। নাহরিণ, আমি তোমায় ভালবাসতে শেখাব।

নাহরিণ। আমি শিখবো না—কি হবে ভালবাসা শিখে? কাফ্রির মেয়ের আবার ভালবাসা! ওসব বড় মানুষী খেয়াল গরীবের সাজে না।

রামেশিস। নাহরিণ, নাহরিণ,—

নাহরিণ। শোন তাজবর, একে তুমি ভালবাসা বল? এ ভালবাসা নয়, এ অত্যাচার—জুলুম। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মনের উপর তোমার এ অধিকার স্থাপন—এ জুলুম। আমার বিবেক বলে—"তাকে ভালবেসো না—" অমি আমার মন সহস্রকণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি করে ওঠে—'তাকে ভালবাস, ভালবাস!" আমি প্রাণপণে অবাধ্য মনের টুটী চেপে ধরে তাকে চুপ করিয়ে দিতে চাই, আর সে মাতৃহারা শিশুর মত অসহ্য বেদনায় রুদ্ধকণ্ঠে হাহাকার করে ওঠে। বল তাজবর, এ কি অত্যাচার নয়?

রামেশিস। মন যা বলে তাই কর না কেন নাহরিণ?

নাহরিণ। বিবেকের বিরুদ্ধে? তা হয় না তাজবর, তার ফল কখনো ভাল হয় না।

রামেশিস। নাহরিণ, নাহরিণ,—(হস্তধারণ)

নাহরিণ। ক্ষান্ত হও তাজবর, চুপ কর। তোমার কথায় আমার প্রাণ পাগল হয়ে বুক ভেঙ্গে ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়, তোমার স্পর্শে আমার দেহের শিরায় শিরায় আগুণের ঢেউ বয়ে যায়, তোমার আহ্বানে আমায় দুনিয়া ভুলিয়ে দেয়, ~~কোন এক অজানা অচেনা স্বপ্নলোকের আধ আলো আধ ছায়ার মধ্যে নিয়ে~~ ফেলে। তাজবর, তাজবর, তোমার পায়ে ধরি—আমায় ত্যাগ কর, আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও।

যদি সত্যি আমায় ভালবাস, তবে প্রতিজ্ঞা কর আর কখনো আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে না।

রামেশিস। তার চেয়ে এই ছুরী নাও, এই বুক পেতে দিচ্ছি—একেবারে জন্মের মত সব অত্যাচার সব জুলুমের শেষ করে দাও।

নাহরিণ। আর পারি না। এ লোভ আর সম্বরণ কর্ত্তে পারি না, এ তৃষ্ণা আর সইতে পারি না। অন্ধ নয়নের দৃষ্টি পেয়ে হারাতে পারি না। তাজবর, তাজবর। বল তুমি কি চাও? সত্য বল, বেশ করে ভেবে বল—আমার কাছে তুমি কি চাও?

রামেশিস। নাহরিণ, আমি সত্য বলছি আমি তোমায় চাই। যেমন চাওয়া পৃথিবীতে কেউ কখনো কাউকে চায়নি, তেম্নি চাই—যেমন ভালবাসা পৃথিবীতে কেউ কখনো কাউকে বাসেনি, আমি তোমায় তেম্নি ভালবাসি!—নাহরিণ, তুমি আমার হও।

নাহরিণ। তবে—তবে—নাও আমায়। পথের ধুলোয় পড়া একটা কাণাকড়ি—তাকে কুড়িয়ে নাও। তাজবর, তাজবর, তুমি বড় সুন্দর। আর আমি, ক্ষুদ্র এক পতঙ্গ, তোমার রূপের আগুনে ঝলসে গেছি—আমার পালাবার শক্তি নেই।

রামেশিস। নাহরিণ,—

আবন। (নেপথ্যে)—নাহরিণ!—নাহরিণ!—

নাহরিণ। ওই বাবা আসছেন,—আমি এখান থেকে যাই।

রামেশিস। চল আমিও যাই।

নাহরিণ। না, না, এখন নয়। এখন তুমি এইখানে থাক। (প্রস্থান)

(একখানা পাখা হস্তে আবনের প্রবেশ)

আবন। কে তুমি যুবক, পুত্রের মত আমার সেবা কর্চ্ছ, ভৃত্যের মত আমার আদেশ পালন কর্চ্ছ, দেবতার মত আমায় সকল বিপদ হতে পরিত্রাণ কর্চ্ছ? তোমার সাহায্য না পেলে আমি কিছুতেই সে দিন

বাদ নয়

সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিচক্রের মধ্য হ'তে নাহারিণকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পার্ত্তেম না। তোমার দয়ায় আমরা গৃহহীন হয়েও আবার নূতন গৃহ পেয়েছি, তোমারই আনুকুল্যে এক টুকরো খেতে পাচ্ছি। যুবক, কেমন করে তোমায় অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব?

রামেশিস। কোন প্রয়োজন নেই। বলছি তো আমি পিতৃমাতৃ-হীন; সংসারে আমারি আপনার বলতে কেউ নেই। আপনি আমার পিতা—আমায় সন্তান বলে মনে করবেন।

আবন। দেবতা শেবেক তোমার মঙ্গল করুন! এই বৃদ্ধের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তোমায় সর্ব্বত্র জয়ী করুক। বৎস, একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর।

রামেশিস। কি?

আবন। তোমার নাম বলছ তাজবর, কিন্তু পরিচয় দিচ্ছ তুমি কাফ্রি পিতা এবং মিসরী মাতার সন্তান। কাফ্রির গৃহে এরূপ নাম তো আমি কখনো শুনিনি।

রামেশিস। এ আমার মায়ের রাখা নাম, তাই বোধ হয় অনেকটা মিসরী নামের মত।

আবন। হাঁ তাই সম্ভব।

(নাহরিণের পুনঃ প্রবেশ)

নাহরিণ। বাবা, বাবা, শিগ্‌গির এসো।

আবন। কি মা, কি হয়েছে?

নহরিণ। ফারাওয়ের মেয়ে সায়া রথে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ চাকা ভেঙ্গে গিয়ে রথ অচল হয়েছে। আর এখানকার যত লোক রাজকন্যা শুনে দেখবার জন্য রথের চারিদিকে ভিড় করে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাই সে একটা দাসীকে নিয়ে রথ থেকে নেমে আমাদের বাড়ীর দিকে আসছে। [নেপথ্যে স্ত্রীকণ্ঠে—'বাড়ীতে কে আছ?']

ওই এসে পড়েছে।

আবন। নাহরিণ, যা তাঁকে সসম্মানে এইখানে নিয়ে আয়।

রামেশিস। সর্ব্বনাশ, সায়া এখানে!—(প্রকাশ্যে) সে কি পিতা? —যে যে আমাদের শত্রুকন্যা। তাকে সসম্মানে—

আবন। হোক শত্রুকন্যা। এখন সে বিপদে পড়েছে—তা ছাড়া সে নারী। যা নাহরিণ। (নাহরিণের প্রস্থান)

রামেশিস। (স্বগত) এখন উপায়?—কি করি?—পালাই। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্লেই ধরা পড়ব। (চলিয়া যাইতেছিল)

আবন। কোথায় যাচ্ছ তাজবর?

রামেশিস। আজ্ঞে—এ—না—এই যাচ্ছি একটু পাশের ঘরে। এখানে সম্রাটকন্যা আসছেন, আমার থাকা উচিত নয়।

আবন। কিছু আসে যায় না। সে আমার ঘরে অতিথির মত আসছে। আমার পুত্রের কাছে তার লজ্জিত হওয়া উচিত নয়।

রামেশিস। আজ্ঞে—আজ্ঞে—এ ঘরটা অত্যন্ত গরম।

আবন। এই নাও (হস্তস্থিত পাখা প্রদান)।

[সায়া, পরিচারিকা ও নাহরিণের প্রবেশ]

এসো মা রাজরাজেশ্বরী। আমি দরিদ্র কাফ্রি, তুমি আজ ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে আমার ঘরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের আশায় এসেছ। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে এ গৃহ তোমার পা রাখার উপযুক্ত নয়। তোমার সম্বর্দ্ধনা করবার সঙ্গতি আমার নেই।

সায়া। ও কথা বল্লে আমি বড়ই দুঃখিত হব! তোমার গৃহে এসে আমি সহস্র অপরিচিত দৃষ্টির আক্রমণ হতে রক্ষা পেয়েছি, এই আমি পরম লাভ বলে মনে করি।

(নাহরিণ আসন আনিয়া দিল)

আবন। বোস মা। দরিদ্রের গৃহে যদি দয়া করে এসেছ, তবে

অনুমতি কর, 'দু' একটী ফল এনে দি'। দীন বৃদ্ধের আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে অনুগৃহীত কর।

সায়া। তোমার সৌজন্যের দান আমি উপেক্ষা করব না, নিয়ে এসো।

(আবন চলিয়া যাইতেছিল, দ্বারের নিকট রামেশিস তাহাকে ধরিয়া চুপি চুপি বলিল—)

রামেশিস। আমিও যাই ?

আবন। না, তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে এইখানে থাক। নাহরিণ, আমার সঙ্গে আয়। মা, আমরা এখুনি আসছি। আমাদের অপরাধ নিও না।

সায়া। কিছুমাত্র না। তোমরা স্বচ্ছন্দে যেতে পার।

(আবন ও নাহরিণের প্রস্থান)

পরিচারিকা। হুজুরাইন্, হুজুরাইন, ও কে দাঁড়িয়ে আছে দেখুন দেখি,—পেছন দিক থেকে দেখতে ঠিক যুবরাজের মত।

সায়া ! যুবরাজ ? তুই কি বলছিস ? তিনি যে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আজ ক'দিন হল বিদেশে গেছেন, আজও ত ফেরেন নি।

রামেশিস। বিষম সঙ্কট ! যদি চিনে ফ্যালে, কলঙ্কের একশেষ হবে।

সায়া। তাইতো, আশ্চর্য্য !—তুই নাম জিজ্ঞাসা করতো।

পরিচারিকা। প্রভু, আপনার নাম কি ?

রামেশিস। কি উত্তর দেব ? কণ্ঠস্বরেই চিনে ফেলবে। চুপ করে থাকাই নিরাপদ।

পরিচারিকা। হুজুর, মহামান্যা সম্রাট-কন্যা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন,—আপনার নাম কি ?—(রামেশিস নিরুত্তর)—হুজুরাইন, বোধ হয় এঁর কোন নাম নেই।

সায়া। আচ্ছা জিজ্ঞাসা কর দেশ কোথায় ?

পরিচারিকা। প্রভু, ~~আপনার দেশ কোথায়~~ ?—রাজকুমারী জিজ্ঞাসা কচ্ছে'ন দেশ কোথায় ?

(রামেশিস অর্থহীন ভাবে আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল) হুজুরাইন্, এঁর কোন দেশ নেই। বোধ হয় ইনি গত বর্ষার বৃষ্টির সঙ্গে আকাশ থেকে মাটিতে পড়েছেন।

সায়া। আশ্চর্য্য সাদৃশ! সেই নাক, মুখ,—সব সেই, শুধু পার্থক্য তাঁর গোঁফ ছিল না। এঁর তা আছে।

(আবন ও নাহরিণর ফল লইয়া প্রবেশ—সায়া এক টুকরা ফল লইয়া মুখে দিলেন, অবিশষ্ট আবন পরিচারিকাকে প্রদান করিল—)

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। হুজুরাইন্, রথের চাকা মেরামত হয়েছে, আপনি আসুন।

সায়া। চল। বৃদ্ধ, আমি তা হলে আসি।

(সকলের অভিবাদন—সায়া, পরিচারিকা ও ভৃত্যের প্রস্থান)

রামেশিস। আমনদেব, তোমায় শত শত প্রণাম। আজ তুমিই আমায় পরিত্রাণ করেছ।

আবন। তাজবর, আমি বাইরে যাচ্ছি। যতক্ষণ ফিরে না আসি তুমি ঘরে থেকো, নাহরিণকে দেখো।

রামেশিস। যে আজ্ঞে।

তৃতীয় দৃশ্য

আমনদেবের মন্দির-মধ্যস্থ সামন্দেশের কক্ষ।

দেওয়ালের গায়ে একখানি বৃহদাকার চিত্র দাঁড় করান আছে। চিত্রে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি একটি শিশুকে স্তনদান করিতেছে।

সামন্দেশ। নোফ্রি! নোফ্রি! কথা কও, হাস, মুখপানে চাও, —তখনকার মত একবার আমার মুখপানে চাও,—তোমার চুম্বন, আলিঙ্গনের উষ্ণ মদিরায় আমায় পাগল করে দাও। আমার স্নেহের নির্ম্মল শুভ্র কুসুমকলিকা আইডা! তুই কি এম্নি নির্বাক্ থাকবি?? তোর মুখেও কি আর এ জীবনে সেই স্বর্গের অনাবিল অমিয়ধারার মত আধ আধ কথা শুনতে পাব না? কথা কইতে না পারিস, একবার কেঁদে উঠতেও পারিস না? উঃ জীবন বড় দুর্ব্বহ। আমার সুখ-শান্তি-আশার সূর্য্য এদের সঙ্গে সঙ্গে চির-অস্তমিত হয়েছে, তাই আজ জীবনের সায়াহ্নে নিরাশ ব্যথার এ গুরুভার আর আমি বইতে পাচ্ছি না। আমনদেব, এত দীর্ঘ জীবন আমায় কেন দিয়েছিলে? কেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবন অবসান করে দিলে না? (নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)—কে ও?

সায়া। (নেপথ্যে)—প্রভু, দ্বার খুলুন, আমি সায়া।

সামন্দেশ। সায়া—(দ্বার উন্মোচন)—এমন সময়ে—একাকিনী।

সায়া। হাঁ প্রভু, আমার বিশেষ কাজ আছে।

সামন্দেশ। বল।

সায়া। আজ ক'দিন থেকে আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে। আমি কিছুতেই তাকে শান্ত কর্ত্তে পাচ্ছি না। একটা সন্দেহের ছায়া আমায় ঘিরে ফেলেছে, দিবানিশি কে যেন আমার কাণে কাণে বলছে—'সায়া, হতভাগিনী সায়া, তোর সুখের নিশি পোহায়েছে।'

সামন্দেশ। হুঁ, কি হয়েছে খুলে বল।

সায়া। কি হয়েছে তাও আমি ঠিক গুছিয়ে বল্‌তে পাচ্ছি না। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে কিছুই হয়নি। কিন্তু আমার মন বলেছে —যা হবার তা হয়ে গেছে।

সামন্দেশ। মনের এ কাতরোক্তি কখনো নিষ্ফল হয় না। থিবিসের

সেই ভয়ানক পরিণামের দিনে আমারো মন এম্নি করে কেঁদে উঠেছিল। যখন হাস্যময় প্রভাতে তাদের হাসিমুখ দেখে কার্য্যান্তরে চলে গেলেম তখন আমার মন বলেছিল—"সামন্দেশ, যাসনে"—তাতে কর্ণপাত করিনি ; সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে কি দেখলেম ? আমনদেবের মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও—যাক। যতটুকু পার বল। অপরে না বুঝলেও হয় ত আমি বুঝতে পারব।

সায়া। তবে শুনুন প্রভু, আজ ক'দিন হল যুবরাজ দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন, উাউকে সঙ্গে নেন নি, ছদ্মবেশে একাই গিয়েছেন।

সামন্দেশ। তা তো জানি ! তারপর—

সায়া। যখন তিনি বিদায় নিয়ে যান, তখনি আমার মনটা কেমন করে উঠেছিল। একবার ইচ্ছা হয়েছিল যেতে বারণ করি, পার্লেম না। ছদ্মবেশের কারণ জিজ্ঞাসা কর্লেম, তিনি বল্লেন কাদেশে নাকি বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাও পরিদর্শন করে আসবেন। নগর-বাসীদের মনোভাব জানতে হলে ছদ্মবেশ নিতান্ত প্রয়োজন। তাই আর বারণ কর্ত্তে পার্লেম না।

সামন্দেশ। হাঁ, তারপর ?

সায়া। তারপর কাল প্রাতে রথে করে শহরের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেম, হঠাৎ রথের চাকা ভেঙ্গে গিয়ে রথ অচল হয়। রাজকন্যা জেনে দেখবার জন্য গ্রাম্যলোক সব রথের চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। সে সব অপরিচিত দৃষ্টি সহ্য কর্ত্তে না পেরে নিকটস্থ এক বৃদ্ধ কাফ্রির গৃহে গিয়ে উঠেছিলেম। দেখলেম এক যুবক, ঠিক যুবরাজের প্রতিকৃতি—নাক, মুখ, চোখ,—চাল-চলন, ভঙ্গি, সব সেই—শুধু পার্থক্য, তার মুখে গোঁফ ছিল। তাই দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল, পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্লেম—যুবক কথা কইলে না, শুধু নির্ব্বোধের মত ইতস্ততঃ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কর্ত্তে লাগল। আমি আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হতে পারিনি।

পারিনি। এমন অবস্থায় আর কিছুদিন থাকলে বোধ হয় আমি পাগল হব।

সামন্দেশ। সে গৃহে আর কাউকে দেখলে?

সায়া। হাঁ দেখলেম। এক যুবতী—অপরূপা সুন্দরী—বোধ হয় সেই বৃদ্ধের কন্যা।

সামন্দেশ। তাইতো সায়া, তুমি আমায় ভাবিয়ে দিলে যে। আচ্ছা, তোমার আর কিছু বলবার আছে?

সায়া। কাল রাত্রিতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

সামন্দেশ। কি দেখলে?

সায়া। পরিষ্কার কিছু নয়, সব অস্পষ্ট—আবছায়ার মত। দেখলাম, একটা গাছের তলায় কাফ্রি বালিকা ক্রুদ্ধ নয়নে নির্ম্মম প্রস্তর-মুর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি—আমি তার পদতলে পড়ে যুবরাজের জীবন-ভিক্ষা কচ্চি। প্রভু, এর অর্থ কি?

সামন্দেশ। জানি না। হয়তো চেষ্টা কর্লে নির্ণয় কর্ত্তে পারি। কিন্তু আমি আপাততঃ অপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছি, আমার অবকাশ নেই।

সায়া। (পদতলে পড়িয়া) প্রভু, প্রভু, দয়া করুন, রক্ষা করুন। আপনি এর উপায় না কর্লে কে করবে?

সামন্দেশ। উপায়! আচ্ছা সময়ে চেষ্টা করব। এখন তুমি গৃহে যাও। কিন্তু সাবধান, এ-স্বপ্নের কথা যেন আর দ্বিতীয় কর্ণে প্রবেশ না করে। করলে কিন্তু আর প্রতিকারের উপায় থাকবে না।

সায়া। না প্রভু, একথা আমি কাউকেও বলব না। কিন্তু আপনি এর উপায় করুন,—আমায় রক্ষা করুন, যুবরাজকে রক্ষা করুন।

সামন্দেশ। বলেছিতো সময়ে চেষ্টা করব। তুমি এখন গৃহে যাও।

চতুর্থ দৃশ্য—নদীতীর

নারীগণ। গীত

নীলা ! নীলা ! নীলা !—
করুণা-রূপিণী জননী পুণ্য সলিলা।
স্নেহ-পীযূষ ধারা দিগন্তে প্রবাহিত, পুলকে ধরণী করে পান
শ্যামল শস্যে, নিরমল হাস্যে নিতুই জীবন কর দান !
কণ্ঠে আশীষ বাণী কলকল তান—
ভুবনমোহিনী জননী গৌরব কিরিটিনী সুচারুশীলা।
নীলা ! নীলা ! নীলা !—
প্রথম প্রভাতে প্রথম জ্যোতি-রেখা অবনীতলে নবলীলা।

পঞ্চম দৃশ্য—নদীতীরস্থ পথিপার্শ্ব

রামেশিস। না, না, আর এখানে থাকা উচিত নয়। সেদিন সায়া আমায় সন্দেহ করে গেছে, তারপর থেকে আমার মনে হয়, বৃদ্ধ আবনও আমাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখছে। হতে পারে এ আমার ভুল—কিন্তু তবু আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। এই বেলা মানে মানে পালাই। কিন্তু কেমন করে যাব ? নাহরিণের রূপমদিরায় আমি একেবারে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছি, তার প্রণয়ের কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়েছি,—তাইতো আমি যাই যাই করেও যেতে পাচ্ছি না। কিন্তু তবু যেতে হবে। মিসরের ভাবী অধিপতি ছদ্মবেশে একটা কাফ্রির ঘরে কত দিন থাকতে পারে ? কাফ্রিকন্যা নাহরিণ যতই সুন্দরী হোক, মিসরের রাজপ্রাসাদে তার স্থান কোথায় ? কিন্তু—না কিসের কিন্তু ! একবার একটা ভ্রম করে কি তা আজীবন বহাল রাখতে হবে ?

(নাহরিণের প্রবেশ)

এই যে নাহরিণ! নাহরিণ!

নাহরিণ। কে তাজবর? তুমি—এখানে—কখন এলে?

রামেশিস। আমি অনেকক্ষণ এসেছি। তোমায় একটা কথা বলব বলে অপেক্ষা কচ্ছি!

নাহরিণ। মিথ্যা কথা। আমি এখানে আসব, তা তুমি জানতে না, আমি নিজেই জানতেম না।

রামেশিস। আমি জানতেম নাহরিণ। আমার মন আমায় বলে দিয়েছিল, এইখানে তোমার দেখা পাব।

নাহরিণ। তোমার মন তোমায় বলে দিয়েছিল? এত ভালবাস তুমি আমায়?

রামেশিস। বাসি।

নাহরিণ। তবে আমার ভালবাসায় তুমি তৃপ্ত হচ্ছ না কেন? যে নাহরিণকে পাবার জন্য একদিন পাগল হয়েছিলে আজ তাকে নিয়ে সুখী হতে পাচ্ছ না কেন।

রামেশিস। সে কি নাহরিণ, কে বল্লে আমি তোমায় নিয়ে সুখী হই নি?

নাহরিণ। তুমি কি মনে কর তাজবর, আমি কিছু বুঝতে পারি না?—আমি কিছু লক্ষ্য করি নি?

রামেশিস। কি বুঝতে পেরেছ নাহরিণ, কি লক্ষ্য করেছ?

(বৃক্ষান্তরালে আবনের প্রবেশ)

আবন। (স্বগত) আশ্চর্য্য, এরা গেল কোথায়? নাহরিণ, তাজবর কেউ ঘরে নেই!—এই যে এরা এখানে।

নাহরিণ। কি লক্ষ্য করেছি? এরই মধ্যে তোমার কত পরিবর্ত্তন

হয়ে গেছে। তোমার প্রাণে সে উন্মাদনা নেই, তোমার আহ্বানে সে প্রেমগদগদ স্বরের ঝঙ্কার নেই, তোমার আলাপনে সে তন্ময়তা নেই ; মুহূর্ত্তের অদর্শনে সে ব্যাকুলতা নেই—তোমার নয়নে মদিরা নেই, স্পর্শে প্রাণ নেই,—তুমি আছ, কিন্তু সে তাজবর আর নেই। তুমি যেন একটা স্বপ্ন হতে ধীরে ধীরে জেগে উঠছ, যেন কল্পনার স্বর্গ হতে ধীরে ধীরে মাটিতে পা বাড়াচ্ছ, যেন কোন দেবী-প্রতিমাকে ধর্ত্তে গিয়ে অন্ধকারে একটা কাঠের পুতুল ধরে ফেলেছ।

আবন। (স্বগত) এ কি !—এ কথার অর্থ কি ? নাহরিণ কি তবে এই যুবকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ?

রামেশিস। এত কথা তুমি কোথায় শিখলে নাহরিণ ?

নাহরিণ। অবস্থার পড়ে শিখেছি। যাক, তুমি আমায় কি বলবার জন্য এখানে অপেক্ষা কর্চ্ছিলে তাই বল।

রামেশিস। নাহরিণ, আমায় কিছু দিনের জন্য বিদায় দিতে হবে—অন্যত্র আমার কিছু প্রয়োজন আছে।

নাহরিণ। কোথায় তোমার প্রয়োজন আছে ? কি প্রয়োজন আছে ?

রামেশিস। তুমি তা শুনে কি করবে ? সে কথা এখন আমি তোমায় বল্‌তে পারব না।

নাহরিণ। কেন বলতে পারবে না ? আমি তো শিশু নই। তাজবর, তুমি দেবতা সাক্ষী করে আমার জীবন-মরণের ভার গ্রহণ করেছ। আমি যে তোমার ধর্ম্মপত্নী ! তোমার ভালমন্দ যা কিছু আমার যে শুনবার অধিকার আছে আমার কাছে তো তোমার গোপনীয় কিছু নেই—কিছু থাকতে নেই !

আবন। (স্বগত) হুঁ, আমার বুঝবার ভুল। নাহরিণ আর তো বালিকা নয়—

রামেশিস। আমায় ক্ষমা কর নাহরিণ, আমি সে কথা তোমায় বলতে পারব না।

নাহরিণ। বেশ, তবে এক কাজ কর। তুমি দেবতার নামে শপথ করে নাহরিণকে গ্রহণ করেছ। তোমার আদেশে সে তোমার চরণে নিজেকে অঞ্জলি দিয়েছে। কিন্তু এখনো তুমি তার পিতার অনুমতি পাও নি। এইবার তার পিতার অনুমতি নিয়ে তাকে বিবাহ কর। তারপর তোমার পত্নীকে তার পিতার নিকট গচ্ছিত রেখে যেতে হয় যাও।

রামেশিস। বিবাহ!—এখন থাক। আমি চলে যাবার পর তুমি তোমার পিতাকে সব জানিও।

নাহরিণ। আমি তা পারব না। এ তোমার কাজ, তুমি সম্পূর্ণ করে যাও।

রামেশিস। না, না, আমি তা কিছুতেই পারব না।

নাহরিণ। কেন পারবে না তাজবর?—না পার্লে চলবে কেন?

~~আবন। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য!—এ যুবক একে বিবাহ কর্ত্তে চায় না কেন?~~

রামেশিস। নাহরিণ, আমি মহাপাপী,—তোমাদের—উভয়কে প্রতারণা করেছি। আমি কাফ্রি নই, আমি মিসরী।

নাহরিণ। অ্যাঁ!—না, তা হতে পারে না···তুমি পরিহাস কর্চ্ছ—আমায় পরীক্ষা কর্চ্ছ।

আবন। (স্বগত) মিসরী!—না না, তা হবে না। আমি কিছুতেই নাহরিণকে এক মিসরী যুবকের হাতে তুলে দিতে পারব না। কিন্তু একি ভীষণ প্রতারণা!—কি অমানুষিক অত্যাচার! কি করেছি আমরা এই মিসরীদের, যে এরা আমাদের একটু শান্তি কোন মতেই দেবে না।

রামেশিস। নাহরিণ, সত্য আমি মিসরী, কিন্তু কি আসে যায়?

তুমি ত আমায় ভালবাস। ভেবে দেখ, তোমার মাও মিসরী রমণী ছিলেন।

নাহরিণ। তিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। মিসরীরা তাঁকে পুড়িয়ে মেরেছে, তা আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। যদি তুমি সত্যই মিসরী হও, তবে তুমি আমার শত্রু। আমি তোমায় কায়মনোবাক্যে ঘৃণা করি। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ হতে দূর হও।

রামেশিস। তবে তাই হোক। নাহরিণ, জন্মের মত বিদায়।

নাহরিণ। না না,—যেও না—দাঁড়াও। তাজবর, তুমি অতি নির্দ্দয়। বোধ হয়, তোমার জাতির মধ্যেও তোমার মত নিষ্ঠুর অতি বিরল। পাষাণ! তোমার প্রাণে কি বিন্দুমাত্র দয়া নাই? তুমি একটা হৃদয় নিয়ে এমন করে ছিনিমিনি খেলতে পার? তাকে এমন করে দরিয়ায় ডুবিয়ে দিতে পার?

রামেশিস। কি করব নাহরিণ, তোমায় আমার বিবাহ অসম্ভব

নাহরিণ। অসম্ভব! তবে সে কাজে হাত দিয়েছিলে কেন?—সে দিন নাহরিণ নাহরিণ বলে ক্ষেপে উঠেছিলে কেন? কি অধিকার ছিল তোমার এক সরলা অবলার ইহপরকাল নষ্ট করবার?

রামেশিস। শোন নাহরিণ, এর এক উপায় আছে। চল আমারা এখান থেকে পালিয়ে যাই। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, এমন জায়গায় তোমায় রেখে দেব। যেখানে তোমার আমার মিলনে কোন বাধা থাকবে না।

আবন। (স্বগত) উঃ! আর যে শুনতে পার্চ্ছি না—আর যে সইতে পার্চ্ছি না—(ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া নিজে বক্ষের সম্মুখে ধরিল—মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া) কি করব? জীবনদাতা,—না না, এ মিসরী,—প্রতারণা করে আমার জাত নষ্ট করেছে, এই বালিকার সর্ব্বনাশ করেছে।

রামেশিস। কি ভাবছ নাহরিণ, এসো, আমারা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

আবন। কোথায় যাবে? এই বৃদ্ধের চোখে ধুলো দিয়ে, তার জাতি কুল নষ্ট করে কোথায় পালাবে? দুর্ব্বৃত্ত মিসরী! তুমি গুরুতর অপরাধ করেছ,—গুরুতর শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।

(রামেশিসের বুকের উপর ছুরিকা তুলিলে নাহরিণ হাত ধরিয়া ফেলিল)

নাহরিণ। বাবা, বাবা, দয়া কর—ক্ষমা কর—আমার মুখ চেয়ে এঁকে ক্ষমা করা।

আবন। চুপ কর্ কলঙ্কিনী। ছি ছি ছি!—কি ঘৃণা! কি লজ্জা! আমার কন্যা হয়ে তুই অনায়াসে একটা অজ্ঞাতকুলশীল মিসরীর প্ররোচনায় কুমারীর পবিত্রতা বিসর্জ্জন দিলি!—পাপীয়সী! আগে আমি তোকেই হত্যা করব।

নাহরিণ বাবা, আমি যাই হই, কলঙ্কিনী নই—আমি এই যুবকের ধর্ম্মপত্নী।

আবন। হঁ—তুমি কি বল মিসরী য়ুবক!

রামেশিস। না না, নাহরিণকে হত্যা করো না,—একে বাঁচতে দাও। তুমি এর পিতা—তুমি এর প্রাণ ভিক্ষা দাও। আমি অপরাধী, আমাকে তুমি যে শাস্তি ইচ্ছা দিতে পার। কিন্তু একে কিছু বলো না।

আবন। তারপর? বল, তারপর যদি আর কিছু বলবার থাকে (রামেশিস নিরুত্তর)—যুবক, যদি আমি নাহরিণকে বাঁচতে দি, তুমি কি তাকে গ্রহন করবে? অভাগিনী বালিকাকে জলে ভাসিয়ে দেবে না? (রামেশিস নতশিরে নিরুত্তর)—কি, চুপ করে রইলে যে? তবে তুমি এই বালিকাকে জীবিত দেখতে চাও না? মনে রেখো, এর মরণ বাঁচন তোমার দায়। বল তুমি একে গ্রহণ করবে কি না?

রামেশিস। করব।

আবন। তবে নতজানু হও।

রামেশিস। নতজানু কেন ?

আবন। তুমি কি জাননা, মিসরের আইনে, এক মিসরী যুবক কিছুতেই এক কাফ্রি কন্যাকে গ্রহণ করবার অধিকারী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে কাফ্রির ধর্ম্ম অবলম্বন করে ? আমি প্রথমে তোমায় আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত করে, পরে আমাদের রীতি অনুসারে তোমার হাতে একে সম্প্রদান করব। যদি আমার কন্যার জীবনে তোমার প্রয়োজন থাকে, তবে তা তোমায় মূল্য দিয়ে নিতে হবে। তার এক মূল্য— তোমার ধর্ম্ম।

রামেশিস। আমার ধর্ম্ম ?

আবন। হাঁ তোমার ধর্ম্ম।

নাহরিণ। তাজবর, আজ তোমার পরীক্ষা, তোমার প্রেমের পরীক্ষা, তোমার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা—আর নাহরিণের জীবন-মরণের পরীক্ষা।

রামেশিস। তুমি কি বলছ বৃদ্ধ ? নারীর জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করব ইহকালের জন্য পরকাল হারাব ? তুমি হয় বাতুল, নয় স্বপ্ন দেখছ—স্বপ্নে কথা কইছ।

আবন। বেছে নাও যুবক, দুইয়ের এক,—তোমার ধর্ম্ম ছাড়বে কি একে ছাড়বে।

রামেশিস। কি বলব বৃদ্ধ, তোমার পক্ব কেশ, পক্ব শ্মশ্রু আমায় বাধা প্রদান কর্চ্চে। তোমার দুঃখ দুর্দ্দশায় আমার দয়া হচ্চে। নইলে এই ছুরিকা আমার হাতে থাকতে, তুমি আমায় এ কথা বলে এখনো জীবিত আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পার ? আমার ধর্ম্ম ?—তুমি জান কি বৃদ্ধ, কি অপমান তুমি আমায় করেছ ? জান কি বৃদ্ধ, আমি কে ? জান কি, তুমি আজ কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কি কথা উচ্চারণ করেছ ?—(ছদ্মবেশ উন্মোচন)—দেখ বৃদ্ধ, চিনতে পার কি ?

আবন। কে, যুবরাজ রামেশিস! (মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল—পরে)—যুবরাজ, এই জন্যই কি তুমি আমাদের জীবন-রক্ষা করেছিলে? প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কেন তুমি চাইলে না? আমি হীন কাফ্রি হলেও হাসতে হাসতে তোমার সেবায় তা অর্পণ কত্তেম। কিন্তু এ তুমি কি কর্লে? এমন করে আমার মাথায় কেন বজ্রাঘাত কর্লে?—এ নিরপরাধিনী সরলা বালিকার কেন সর্ব্বনাশ কর্লে?

রামেশিস। শোন বৃদ্ধ, আমি মিসরের যুবরাজ রামেশিস—আমি তোমার কন্যাকে চাই। মনে রেখো, আজ বাদে কাল এই মিসরের সিংহাসন আমার! আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ না কর্ত্তে পারি, কিন্তু আমি শপথ কর্চ্চি, আজ যদি তোমার কন্যাকে আমায় দান কর, তবে সেই দিন, যেদিন আমি সিংহাসনে বসব, আমি তোমার কন্যাকে মিসরের সর্ব্বেসর্ব্বা অধীশ্বরী করব! অশেষ-সম্পদশালিনী এই মিসর-তুমি নাহরিণের হস্তে ক্রীড়া-কন্দুক হবে।

আবন। যুবরাজ, আমার এক কথা, কিছুতেই তার নড়চড় হবে না। তুমি সুসভ্য মিসরী, তোমার কাছে হয়তো ধর্ম্মের চেয়ে সাম্রাজ্য বড় হতে পারে, কিন্তু আমরা হীন কাফ্রী—ধর্ম্মই আমাদের জীবন। স্থির জেনো যুবরাজ, যদি তুমি আমার কন্যাকে জীবিত দেখতে চাও, তবে তোমায় আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে হবে,—নাহরিণকে যথারীতি বিবাহ কর্ত্তে হবে। আমার দুর্ভাগ্য, তুমি যুবরাজ, তোমার ক্ষমতা অসীম। তার উপর তুমি একদিন আমাদের জীবন রক্ষা করেছ। কিন্তু তাই বলে যদি তুমি আমার কন্যাকে এরূপভাবে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা কর তবে আমি তোমায় অভিশাপ দেব—এমন অভিশাপ দেব—

রামেশিস। তোমার অভিশাপকে আমি ভয় করি না। আমি মিসরের যুবরাজ, ~~আমি তোমায় গ্রাহ্য করি না~~। নাহরিণ, বল তুমি কি বলতে চাও। একটা মুখের কথা। তোমার পিতার ভয় কর্চ্চ? তার

সাধ্য কি আমার ইচ্ছায় বাধা দেয় ? বল, চুপ করে থেকো না (নাহরিণ নিরুত্তর)—বল—আমায় বিশ্বাস কর,—আমি সত্যি বলছি, আমি এখনো তোমায় ভালবাসি।

নাহরিণ। ভালবাস, ভালবাস,—আমার কি ভালবাস—তুমি ভালবাস আমার রূপ, আমার দেহ, আমার যৌবন। নইলে তুমি আমার ব্যথা কেন বোঝ না ? বল যুবরাজ, আমার কি ভালবাস ? এই কাজল পরা চোখ দু'টো ?—বল, এই মুহূর্ত্তে খুলে দিচ্ছি। আমার এই কাল চুলের গোছা ? বল কেটে দিচ্ছি। আমার হাত, পা, নাক, মুখ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিজের হাতে কেটে তোমার চরণে ডালি দিতে পারি, আমি তোমায় এত ভালবাসি। তোমার জন্য আমি ধর্ম্ম ছাড়তে পারি, স্বর্গ ছেড়ে নরককে বরণ কর্ত্তে পারি, আমি তোমায় এত ভালবাসি। কিন্তু যুবরাজ, তোমার জন্য আমার পিতাকে ছাড়তে পারি না। তাঁর পায়ের ধূলোর বিনিময়ে তোমার রাজমুকুট মাথায় করে নিতে পারি না,—তাঁর কোলে আমার যে স্থান আছে, তার বিনিময়ে তোমার সাম্রাজ্য আমি কিনতে পারি না। যুবরাজ, তুমি যেথা ইচ্ছা যাও—আমার কোন দুঃখ নেই। বাবা! আমি তোমার অবোধ মেয়ে, কিন্তু তবু তুমি কত ভালবাস আমায়।—বাবা! বাবা! আমার বাবা! আমার চোখে যে তুমি স্বর্গের চেয়েও উচ্চ, দেবতার চেয়েও মহান।—

(আবন ছুরি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কন্যাকে বুকে টানিয়া লইল।)

...রণ :— নাহরিণ (ছবি ...)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ

রামেশিস ও সায়া

সায়া। গীত।

সে যে মম মধুমাখা ভুল !
তরুণ অরুণ রাগে সদা জাগে মম আঁখির আগে—
আমার সে বিভব অতুল।
বেদনায় গলে যায় প্রাণ,
অশ্রু নামিয়া আসে, রুদ্ধ দীরঘ শ্বাসে ভেঙ্গে বুক হয় শতখান—
তবু পথ পানে চাই, তবু হাসি, তবু গাহি গান !—
পুলকে বেড়িয়া রাখি স্মৃতি সে মাধুরী মাখা,
পোড়া প্রাণ পিয়াসে আকুল।
সে যে মোর মধুমাখা ভুল !—আমার সে বিভব অতুল !

রামেশিস। সায়া, তোমার সান্ধ্য ভ্রমণের সময় হয়েছে।

সায়া। আমি আজ বেড়াতে যাব না, তোমার কাছে থাকব।

রামেশিস। সে কি ?—কেন বেড়াতে যাবে না।

সায়া। তোমার কাছে বসে কাদেশের গল্প শুনব। শুনেছি সে নাকি ভারি পুরোণো সহর, কত কি দেখবার জিনিষ আছে। সেখানে কি কি দেখে এলে বল।

রামেশিস। এখন আমি তোমার কাছে বসে গল্প কর্ত্তে পারব না। আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমুবো।

সায়া। বেশ, তুমি ঘুমোও, আমি বসে তোমায় হাওয়া করব।

রামেশিস। না না, তা কর্লে আমার ঘুম হবে না। কেউ কাছে বসে হাওয়া কর্লে আমার ঘুম হয় না।

সায়া। তবে হাওয়া করব না, অম্নি চুপ করে বসে থাকব!

রামেশিস। তাহলে যে তোমারি ঘুম পাবে সায়া।

সায়া। ঘুম পায় তোমার পায়ের তলায় ঘুমিয়ে পড়ব।

রামেশিস। না না তা করবার দরকার নেই! তুমি একটু বেড়িয়ে এসো, ততক্ষণ আমি একটু ঘুমিয়ে নি। তারপর তোমার কাছে বসে গল্প করব।

সায়া। তার চেয়ে তুমিও চল না কেন? সহরের বাইরে পল্লীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় তোমার শরীর শীতল হবে, মন প্রফুল্ল হবে। তারপর ফিরে এসে ঘুমিও।

রামেশিস। না সায়া, তুমি একাই যাও!

সায়া। এই তোমার ইচ্ছা।

রামেশিস। হাঁ এই আমার ইচ্ছা।

সায়া! বেশ, তবে তাই হোক। তোমার যা ইচ্ছা তা কেন না করব? তুমি যখন বলছ তখন একাই যাব,—তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু রামেশিস! প্রিয়তম! ঝলেম বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। দেবতার যা ইচ্ছা তাই হবে। আমার সাধ্য কি তাতে বাধা দি?

রামেশিস। সায়া, এ তুমি কি বলছ? কি দেবতার ইচ্ছা?—কি বিধিলিপি?

সায়া। কি দেবতার ইচ্ছা, কি বিধিলিপি, তা তোমায় বলতে পারব না। দেবতার নিষেধ। বল্লে প্রতিকার হবে না। হায়, সে অন্ধকারের মত তোমার জীবনের উপর তার কাল ছায়ার যবনিকা বিস্তার করে দিয়েছে, সূর্য্যগ্রহণের রাক্ষসীর মত তার কামনার বিশাল মুখ-গহ্বর

বিস্তার করে তোমায় গ্রাস কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে,—তুমি তা বুঝতে পাচ্ছ না। তুমি নির্জ্জনে একলা বসে তার কথা ভাবতে চাও—আমি তা দি'না বলে রাগ কর। তুমি কল্পনার কুঞ্জ-কুটীরে জাগ্রত বসন্তের সৃষ্টি করে তার সুখশয্যা বিছিয়ে দাও, আমি এসে মাঝখানে দাঁড়াই, তোমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়,—তোমার তা ভাল লাগে না। তুমি বন্যপ্রসূত বিহগ শিশুর মত কাল-বৈশাখীর মেঘমালার মধ্যে ছুটে গিয়ে দামিনীর চপল হাসিটী ধর্ত্তে চাও, আমি বিহগ-জননীর মত পাখা বিস্তার করে তোমার গতিরোধ করি,—তুমি বিরক্ত হও।

রামেশিস। সায়া, সায়া, তুমি কার কথা বলছ? কার হাত থেকে তুমি আমায় বাঁচাতে চাও? প্রহেলিকা ছেড়ে দিয়ে স্পষ্ট কথায় বল, আমি যে কিছুই বুঝতে পাৰ্চ্ছি না।

সায়া। বুঝতে পাৰ্চ্ছ না কি? যুবরাজ, সত্য বল। তুমি কিছুই বুঝতে পাৰ্চ্ছ না।

রামেশিস। অ্যাঁ—না।

সায়া। তবে শোন। আমি সেই কাফ্রি-কুমারীর কথা বলছি।

রামেশিস। কাফ্রি-কুমারী? কে কাফ্রি-কুমারী? (স্বগত) সর্ব্বনাশ ...যা ভয় করেছি তাই।

সায়া। কে কাফ্রি-কুমারী?—মিসরের ভাবী ফারাও দেশভ্রমণে যাবার নাম করে যার গৃহে গিয়ে ছদ্মবেশে অতিথি হয়েছিলেন। রামেশিস রামেশিস, তুমি সমগ্র জগৎকে ফাঁকি দিতে পার, মুখ ঢেকে দুনিয়ার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রহস্যের ছলে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার—"বল দেখি আমি কে?" কিন্তু আমার কাছে?—রামেশিস, সায়া তোমায় ভালবাসে,—নিজের প্রাণের ভিতর তোমার মুখচ্ছবি পাষাণের রেখায় এঁকে রেখেছে। সে যদি আজ অন্ধ হয়ে যায়, তবু হাজার লোকের মাঝখান থেকে তোমায় বেছে বার কর্ত্তে পারবে।

রামেশিস। (স্বগত) আর অস্বীকার করা বৃথা। না, আর একটু দেখি।—সায়া, তবু বুঝতে পার্লে'ম না। আরো স্পষ্ট করে বল।

সায়া। যুবরাজ, বৃথা চেষ্টা তোমার। তুমি কিছুতেই আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি যেমন করে হোক তোমায় তার গ্রাস থেকে রক্ষা করব। আমার নিজের জন্য নয়, তোমার জন্য আমি তোমায় বাঁচাব। রামেশিস, একটা হীন কাফ্রি-বালিকার জন্য তোমার প্রাণে প্রেমের দরিয়া উথলে উঠেছে। সেই কাল জলের ভরা জোয়ারে মিসরের ভাবী গৌরব—আমি তোমায় কিছুতেই ডুবতে দেব না। তারপর যদি আমায় তোমার প্রয়োজন না থাকে, তবে আর কখনো তোমায় বিরক্ত কর্ত্তে আসব না।

রামেশিস। সায়া, সায়া, তুমি আমায় এত ভালবাস ?

সায়া। আমি তোমায় এত ভালবাসি।—আমি যে তোমারই।

রামেশিস। আমায় ক্ষমা কর সায়া, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

সায়া। সত্য বলছ ?

রামেশিস। সত্য বলছি।

সায়া। তবে চল, বেড়াতে যাই।

রামেশিস। চল।

সায়া। আমি রথ সজ্জিত কর্ত্তে আদেশ দি'গে ?

রামেশিস। যাও, আমি তোমার পশ্চাতে যাচ্ছি।

সায়া। দেরী করো না। (প্রস্থান)

রামেশিস। কে বেশী সুন্দর ? সে কি এ ? আমি কাকে বেশী ভালবাসি ? তাকে কি একে ? একজন তীব্র মদিরার মত দীপ্তিময়ী, অগ্নিময়ী, রূপময়ী—উন্মাদনার প্রবাহ ছুটিয়ে দিয়ে হৃদয়ে তৃষ্ণার সঞ্চার করে উষ্মায় দগ্ধ করে তোলে,—আর একজন শীতের হিমানীসিক্ত

চন্দ্রিমার মত শীতল, মধুর, শান্তিময়ী, তৃপ্তিময়ী—জাগ্রত হৃদয়কে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। একজন আশা, উদ্যম, কর্ম্ম—আর একজন সন্তোষ, অবসর নিবৃত্তি। একজন আমার,—অন্য জন আমার হয়েও আমার নয়। আমি কা'কে চাই কাকে বেশী ভালবাসি? কা'কে রাখি, কা'কে ছাড়ি? আমনদেব! এ আমায় কি বিষম সমস্থায় ফেল্‌লে! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—বন-ভূমি

দস্যুগণ

২য় দস্যু। খাও পিও মজা কর, ফুর্ত্তি উড়াও, কিসের পরোয়া?

১ম দস্যু। না বাবা স্ফূর্ত্তি তেমন জমছে না,—কোথায় যেন মস্ত বড় একটা ফাঁক হাঁ করে আছে! শুধু স্ফূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি করে চেঁচালেই তা আর স্ফূর্ত্তি হয় না।

২য় দস্যু। কেন হবে না? আমাদের কিসের অভাব? আজ একটী সহর লুটে আসা গেছে, একদিনে ছ'মাসের রোজগার হয়ে গেছে। আজ ফূর্ত্তি হবে না তো আর কবে হবে?

১ম দস্যু। বলছ তো ভাই ঠিক, কিন্তু—আচ্ছা সর্দ্দারের কি মত?

সর্দ্দার। ঠিক তোমার যা মত—ফূর্ত্তি জমেও জমচে না। কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক রয়ে গেছে, কিন্তু সেটা খুঁজে পাচ্ছি না যে বুজিয়ে দি।

৩য় দস্যু। আমি বলব সর্দ্দার?

সকলে। হাঁ হাঁ, বল বল।

৩য় দস্যু। বলব আর কি,—আমাদের অভাব হচ্চে মেয়ে মানুষের। শুধু সরাব কাবাবে ফুর্ত্তি জমে? তার সঙ্গে মেয়ে চাই,—যেমন ঘুড়ি উড়াতে হলে সূতো চাই, গান গাইতে হলেই গলা চাই, আর নাচতে হ লে পা চাই।

সর্দ্দার। ঠিক কথা। ডাক সব নাচওয়ালীদের। বেটীরা সব খালি বসে বসে রাক্ষসের মত গিলবে, আর এমন ফুর্ত্তির দিনে একটু গান গাইবে না। সকলে। (গোলমাল করিয়া) ডাক বেটীদের—ডাক নাচওয়ালীদের—

(নাচওয়ালীগণের প্রবেশ)

নাচওয়ালীগণ। গীত।

লুট দিয়া মোরে যৌবন কি লাখোঁ বাহার—
মোরে লাখোঁ শিঙার, অব জীন্দ্‌গী ক্যায়সে করো গুজার!
সিনেমে উঠা তুফান, কিয়া বেচায়েন মেরে দিলো জান,—
অব দিল্লগী ছোড়কর দিল লাগাবো, আরে মেরে দিল্‌দার!
মোর নয়নো কি পানী, হোঁঠো কি লালী—
প্রীত প্রেমিক ফুলোঁকি ডালি—
তুঝে দিয়া, হো হো পিয়া হামারি! ভরোসা কিয়া তুহার,—
তোহে বিনু আঁধিয়ার, পিয়া, মাঞ ডাব গিয়া মাঝধার॥

সর্দ্দার। বাঃ বাঃ চমৎকার! সরাব, কাবাব, আর মেয়ে মানুষ, এই তিন নিয়ে স্বর্গ তৈরী হয়েছে। আমি এই স্বর্গের মালিক। আমার মত আর কে আছে? এই তোরা সব সার বেঁধে দাঁড়া—আমি দেখব তোদের ভেতর কে সব চেয়ে বেশী সুন্দরী। (টলিতে টলিতে এক একজনের মুখ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিল ও আপনি অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল) প্যাঁচামুখী, বেরাল-চোখী, থাবড়া-নাকী, ঘুঘুপাখী—নাঃ তোরা একটাও মানুষের মতো নোস।

প্রথমা। আজ্ঞে হুজুর—

সর্দ্দার। তবেরে পাজী ছুঁচো মাগী, আমার কথার উপর কথা?

নাচওয়ালীগণ। ওরে বাবারে!—মেরে ফেল্লেরে!—

সর্দ্দার। না ভাই, তোমরা সব ফুর্ত্তি কর, আমি যাই একটু গড়াইগে।

সকলে। সে কি! কেন? কেন?

সর্দ্দার। আর কেন! মনের মত একটা মেয়ে মানুষই যদি আমাদের আড্ডায় নাই, তো ফুর্ত্তি করব কি নিয়ে?

১ম দস্যু। আজ্ঞে, এ আড্ডায় না থাকে অন্য আড্ডায় আছে। হুজুর হচ্ছেন একশ'টা আড্ডার সর্দ্দার।

২য় দস্যু। তাও কি সম্ভব? এখানেই যদি না থাকে তো আর কোথায় থাকবে?

৩য় দস্যু। হুজুর, আপনার উপযুক্ত মেয়ে মানুষ কি রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকে? খুঁজে নিতে হয় হুজুর, খুজে নিতে হয়।

সর্দ্দার। তা, তোমরাই কোন্ আমার হয়ে একটা খুঁজে পেতে আনছ।

৩য় দস্যু। আজ্ঞে, আমি একটা খুঁজে পেতে ঠিক করে রেখেছি। হুকুম দিলেই নিয়ে আসি।

সর্দ্দার। সে কি রকম বলতো।

সকলে। হাঁ হাঁ বলতো।

৩য় দস্যু। আজ্ঞে, রকম ভাল।

সর্দ্দার। তবু?—

৩য় দস্যু। আজ্ঞে, দেখতে,

সকলে। হাঁ হাঁ—

৩য় দস্যু। এই ঠিক যেন একখানি ছবি।

সকলে। বটে?

৩য় দস্যু। আর গান গায়,—

সকলে। হাঁ হাঁ—

৩য় দস্যু। এই ঠিক যেন বুলবুল।

সকলে। বটে?

৩য় দস্যু। আর নাচে,—

সকলে। হাঁ হাঁ—

৩য় দস্যু! এই ঠিক যেন একটা বাঁদর।

সর্দ্দার। তবে রে শালা—

৩য় দস্যু। আজ্ঞে, হুজুর, ভুল হয়েছে হুজুর, ভুল হয়েছে—

সকলে। তবে কি?—

৩য় দস্যু। আজ্ঞে এই ঠিক যেন একটা লোটন পায়রা।

সর্দ্দার। তুমি ঠিক বলেছ,—একচুলও এদিক ওদিক নয়!

৩য় দস্যু। আমি ঠিক বল্‌ছি হুজুর—একচুলও এদিক ওদিক নয়?

সর্দ্দার। তবে আমার যে মেয়ে মানুষ চাই। আজই চাই, এক্ষনি চাই, এই রাত্রেই চাই। সে কোথায় থাকে?

৩য় দস্যু। আজ্ঞে বেশী দূরে নয়। কাদেশ নগরের প্রান্তভাগে চিকিৎসক জিনোর বাড়ীতে।—তারই কন্যা।

সর্দ্দার। তবে প্রস্তুত হও, আমরা আজ রাত্রেই সেখানে যাব।

১ম দস্যু। আজ্ঞে, আজ না গিয়ে কাল রাত্রে গেলে ভাল হয় না? আজ আমরা সবাই ক্লান্ত।

সর্দ্দার। তা এ আর কাজটা কি?

৩য় দস্যু। হুজুর, একটা রাত্রিতে আর কি আসে যায়! ও কাল যাওয়াই ঠিক। এতে আর অমত করবেন না। আজ অনেক সরাব চালান গেছে, মাথা বড় কারুরই ঠিক নেই।

সর্দ্দার। তবে তাই। তোমাদের মতেই মত,—কাল যাওয়াই ঠিক।

সকলে। হাঁ তাই ঠিক।

২য় দস্যু। হুজুর, আর এক কথা—

সর্দ্দার। কি ?

২য় দস্যু। আজ্ঞে এ তো আর আমরা মস্ত বড় একটা কাজ কাত্তে যাচ্ছি না যে অনেক লোক দল বেঁধে যাব ? আমার মত বাছা বাছা আট দশজন লোক চোরের মত চুপি চুপি গিয়ে কাজ সেরে আসব। মিছামিছি একটা হৈ হৈ রৈ রৈ করবার দরকার ?

সর্দ্দার। কথাটা মন্দ নয়। আচ্ছা কাল পরামর্শ করে দেখা যাবে। এখন চল, যাহোক করে রাতটা কাটান যাক।

সকলে। হাঁ হাঁ, চল চল। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—বুলার প্রবেশ

বুলা। গীত

কাল পাখীটা মোরে কেন করে এত জ্বালাতন ?
দিবারাত্রি কুহু কুহু ভালতো লাগে না, মোর,
শোনেনা সে করিলে বারণ।
আমিতো আপন মনে ঘুমায়ে আছিনু গো
ভূমিতলে বিছায়ে আচল,—
চুপি চুপি আইল সে অধরে ধরিল মোর
স্বরগের সুধামাখা ফল—
বারণ করিতে তারে শিহরি উঠিনু গো !—
সে যে মোরে করিল পাগল।
তাহে ওই কাল পাখী কুহু কুহু তানে
আমারে জ্বালায় অনুক্ষণ।

(খারেবের প্রবেশ)

খারেব। একি দিদিমণি ? তোমার চোখে কি ঘুম নেই ? এই

সেদিন অসুখ থেকে উঠেছ, এখন এমন করে রাত জাগলে আবার অসুখ করবে যে!

বুলা। তাইতো দাদামণি, তোমার চোখে কি ঘুম নাই? এতদিন আমার রুগ্ন শয্যার পাশে বসে রাত্রি জেগেছ, এখন একটু একটু না ঘুমুলে অসুখ করবে যে?

খারেব। আহা, আমার কথা ছেড়েই দাও না, আমি ব্যাটাছেলে দু'চার মাস না ঘুমুলে আমার অসুখ করবে না!

বুলা। তবে আমারও কথা না হয় ছেড়ে দাও। আমি মেয়েছেলে, অমন দু'চার বছর না ঘুমালেও এ পোড়া চোখে ঘুম আসবে না!

খারেব! তোমার সঙ্গে কথায় কে পারে বল। তা দিদিমণি, একটা কথা সত্যি করে বল দেখি,—তুমি যখন গান গাইছিলে, তখন তোমার চোখ দু'টো অমন ছল ছল কচ্ছিল কেন? গলাটাও যে একটু ধরা ধরা বোধ হচ্ছিল। তুমি কি ভাবছিলে বল দেখি।

বুলা। তাইতো দাদামণি, তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল। তা একটা কথা সত্যি করে বল দেখি, তোমার চোখ দু'টো অমন জোনাকির মত জ্বলছে কেন। তোমার চুলগুলো অমন উস্কো খুস্কো কেন? তুমি কি ভাবছিলে বল দেখি।

খারেব। আমি ভাবছিলেম—না, আচ্ছা আগে তুমি বল।

বুলা। তুমি আগে—

খারেব। তুমি আগে—

বুলা। তুমি আগে—

খারেব। আমি ভাবছিলেন একটা কথা।

বুলা। আমি ভাবছিলেম একখানি মুখ।

খারেব। সে মুখখানি কেমন?

বুলা। সে কথাটা হচ্ছে কি?

খারেব। সে কথাটা হচ্ছে, ইয়ে তোমার গে—

বুলা। সে মুখখানি হচ্চে, ইয়ে তোমার গে—

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

খারেব। তাইতো, এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা মারে কে?

বুলা। তাইতো, বাবা ফিরে এলেন নাকি?

খারেব। বাবা ফিরে আসবেন কি? তিনি তো আজ সকালে কর্ণাকে গেলেন, সেখানে কোন আত্মীয়ের সন্ধান পেয়েছেন, তার খোঁজ কর্ত্তে! এতদিন তোমায় অসুখে যেতে পারেন নি। আজ দু'দিন তুমি একটু ভাল আছ দেখে আমার উপর তোমার ভার দিয়ে খুব সাবধানে থাকতে বলে গেলেন। তবে এরই মধ্যে ফিরে আসবেন কি?—(পুনরায় কড়া নাড়ার শব্দ)—ওই আবার—

বুলা। তাইতো, কিছু যে বুঝতে পার্চ্ছি না। কাকাতুয়া!

কাকাতুয়া। কৌ। কেন দিদিমণি?—(প্রবেশ)।

বুলা। দেখ দিখি, নীচে কে দরজায় ধাক্কা মাচ্ছে।

কাকাতুয়া। কৌ!　　(প্রস্থান)

বুলা। দেখেছিস?—কে?

কাকাতুয়া। চিনি না।

বুলা। তবে কি কোন রোগী বাবার খোঁজে এসেছে? আচ্ছা, বল দেখি দেখতে কেমন?

কাকাতুয়া। ষণ্ডা গুণ্ডা কাঠখোট্টা চেহারা, পরণে বাঘের চামড়ার পোষাক, হাতে বল্লম, কোমরে তরোয়াল,—এক একটা করে এই রকম আর দশটা লোক ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। তারা আমাদের বাড়ীর চারিদিক ঘিরেছে।"

বুলা। ঘিরেছে কিরে?

কাকাতুয়া। ঘিরেছে মানে এক এক জায়গায় দু'জন একজন করে যেখানে যেমন দরকার প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খারেব। তাইতো—

কাকাতুয়া। আজ্ঞে আমারও ঐ 'তাইতো'—

খারেব। কাকাতুয়া, তুই কোন অস্ত্র ব্যবহার কর্ত্তে পারিস ?

কাকাতুয়া। না।

বুলা। 'না'। তবে কি কর্ত্তে পারিস ?

কাকাতুয়া। লাফাতে পারি, দৌড়ুতে পারি,—

বুলা। আর এক একবারে পাঁচ ছ'সের গিলতে পারি—

কাকাতুয়া। তা তো পারি। কিন্তু ও ব্যাটারা যে এক একজন পাঁচ ছ'সেরের ঢের বেশী হবে।

খারেব। তুই লাফাতে পারিস ?

কাকাতুয়া। হুঁ।

খারেব। এই দোতলা থেকে এক লাফে আমাদের খিড়কীর দেয়াল টপ্‌কাতে পারিস ?

কাকাতুয়া। খুব পারি।

খারেব। তবে তুই যা, এক লাফে ছুটে গিয়ে একেবারে কোতোয়ালকে সংবাদ দে।

কাকাতুয়া। কৌ।

(প্রস্থান)

খারেব, এই বেলা আমি তৈরী হয়ে নি'। (বুলার প্রতি)— ঘরে কোন অস্ত্র আছে ?

বুলা। আছে বাবা কতকগুলি বিষাক্ত প্রাচীন অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন, সেই সমস্ত বিষের ঔষধ নির্ণয় করবেন বলে। তার মধ্যে একটা পাথরের বল্লম আর একটা পাথরের তরবারী আছে, তোমার

কাজে লাগতে পারে। আর ছাতে এক রাশ পাটকেল আছে, তা আমার কাজে লাগতে পারে।

থারেব। ব্যাস, তবে আর কি? দিদিমণি, আমি আজ রাত জেগে জেগে এই কথাই ভাবছিলেম। ভাবছিলেম মানুষ কাকে বলে, কি ক'রলে মানুষ, মানুষ বলে গণ্য হয়। আজ দেবতার আদেশে তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে আমি জগৎকে দেখাব আমি মানুষ হয়েছি।

বুলা। আমিও আজ রাত জেগে জেগে এই কথাই ভাবছিলেম। ভাবছিলেম তোমার মুখখানি দেখতে মানুষের মত,—তোমার ভেতরটা মানুষের মত কিনা জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ভাগ্যবলে তা জানবার সুযোগ ঘটে গেল। আজ দেখব তুমি কি।

থারেব। বেশ, তবে চল। আজ বহুদিন পরে অস্ত্র ধরতে যাচ্ছি—নূতন উদ্দেশ্য নিয়ে। এ-হিসাবে আজ আমার পুনর্জ্জন্ম। আজ তুমি ছাড়া আপনার জন আর কাউকে নিকটে দেখতে পাচ্ছি না। এসো—আজ তুমি আমার হাতে অস্ত্র তুলে দাও।—(স্বগত)—হায়, আজ সে কোথায় আর আমি কোথায়! বুঝি আর তার সঙ্গে দেখা হল না,—বুঝি আমা হতে তার আশা সফল হল না।

(বুলা ও থারেবের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—জিনোর বাটীর সম্মুখ

সর্দ্দার ও জনৈক দস্যু

দস্যু। হুজুর, আমি অনেকবার দরজায় ধাক্কা দিয়েছি, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। শেষে হায়রাণ হয়ে আপনাকে ডেকে নিয়ে এলুম।

সর্দ্দার। তাইতো, এরা কি ঘুমিয়ে আছে না মরে গেছে? আবার জোরে ধাক্কা দে। আমার আর ধৈর্য্য থাকছে না।

১ম দস্যু। হুজুর, আপনার ধৈর্য্য থাকছে না, আমার কিন্তু ভারি খটকা লাগছে।

সর্দ্দার। খট্‌কা গাগছে?—কিসের খট্‌কা? একটা সাধারণ লোকের বাড়ী লুটতে এসে আবার খট্‌কা কিসের? আহা কি গানই গাইলে!—সুর করিয়া মৃদু স্বরে)।

'কালো হাতীটা কেন আমার মাথার উপর শুঁড় নাড়ে?—
'তার পা দু'টো গোদা গোদা, চেহারাটা অতি যাচ্ছে তাই।'

(হাঁপাতে হাঁপাতে জনৈক দস্যুর প্রবেশ)

২য় দস্যু। হুজুর, ফড়িংএর মত পাতলা একটা লোক দোতলা থেকে এক লাফে আমার মাথা ডিঙ্গিয়ে একেবারে রাস্তায় পড়ে ছুট দিয়েছে। আমি তার পেছন পেছন ছুটেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধত্তে পার্লুম না—শিগ্‌গির যা হয় উপায় করুন।

সর্দ্দার। বটে? তবে এক মুহূর্ত্তও দেরী নয়। ডাক সবাইকে, চোখের পলকটী ফেলতে না ফেলতে কাজ সাফাই করে ঝড়ের মত উধাও হই। বিলম্বে বিপদ ঘটতে পারে। (১ম দস্যু মৃদু শিস দিলে সকলে একত্রিত হইল।) ভাঙ্গ দরজা। দোরটা একেবারে ভূমিসাৎ করে ফেল (সকলের দ্বারে আঘাত)।

১ম দস্যু। উঃ কি শক্ত কপাট, যেন লোহা দিয়ে তৈরী—

(বলিতে না বলিতে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর উপর হইতে
তাহার মাথায় পড়াতে সে ভূপতিত হইল)

সর্দ্দার। একি, পাথর কোত্থেকে পড়ল?—দেখছি ভেতরে বাধা দেবার লোক আছে। না, এ রকম কোরে কোন কাজ হবে না। দেয়াল বেয়ে উঠতে হবে। দু'জন দুদিকে দেওয়াল বেয়ে উঠতে চেষ্টা কর, আর বাকি সব তীর ছোঁড়, যেন কেউ উপর থেকে কোন বাধা না দিতে পারে—(বলিতে না বলিতে উপর হইতে অজস্র প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল

—এত, যে আর কেন সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। কয়েকজন প্রস্তরের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইল, অবশিষ্ট পলায়ন করিল)—এখন উপায় ? যা হবার হোক, আমি পালাব না। (বলিতে না বলিতে দ্বার খুলিয়া গেল। সর্দ্দার যেমন ঢাল দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া অগ্রসর হইবে, অমনি গৃহাভ্যন্তর হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত এক বর্শা আসিয়া তাহার বক্ষে আঘাত করিল)—উঃ বাপ !

[নেপথ্যে কলরব—"ভয় নাই-ভয় নাই"]

সর্দ্দার। উঃ !—ওই বুঝি কোতোয়াল আমাদের ধর্ত্তে আসছে। না না, ধরা পড়ার চেয়ে মরা ভাল। আর কি হবে বেঁচে ?—(কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, বুলা ও খারেব ছুটিয়া বাহিরে আসিল—বুলা সর্দ্দারের হাত ধরিয়া তাহাকে আত্মহত্যা হইতে বিরত করিল)—না না, আমার হাত ছেড়ে দাও—আমি ধরা দেব না, আমি মরব। আর একটুখানি বাকী আছে,—আর একটু হলেই আমি মরি।—উঃ (দেহ এলাইয়া পড়িল)।

বুলা। ধরা দেবে না কি ?—তুমি যে আমার হাতে ধরা পড়ে গেছ। আমি তোমায় সহজে মর্ত্তে দেব না। (খারেবের প্রতি)—দাদমণি, এসো—এ লোকটাকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাই। এই বল্লমের মুখে বিষ আছে। আমি এর চিকিৎসা করব। বাবার কাছে ওযুধ শিখেছি—আজ তার পরখ করব।

খারেব। দিদিমণি, তোমার ইচ্ছাই হুকুম। ধর।

(উভয়ে ধরাধরি করিয়া দস্যুকে ভিতরে লইয়া গেল—প্রজ্বলিত মশাল হস্তে কাকাতুয়া ও দলবল সহ নগরপালের প্রবেশ।)

নগরপাল। ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এসে পড়েছি,—আর ভয় নাই। কৈ, কোথায় দস্যু ?

কাকাতুয়া। ভয় নাই, ভয় নাই, আর ভয় নাই,—হুজুর এসে পড়েছেন। কৈ, কোথায় দস্যু?

নগরপাল। কৈ, একটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না।

কাকাতুয়া। তাইতো, কৈ একটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না—(মশাল দিয়া দেখিয়া)—এই যে হুজুর, একশালা চিৎ হয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। এই যে, আর একশালা উপুর হয়ে নাক ডাকছে। আ মলো যা, এই যে আর একটা।

জনৈক প্রহরী। হুজুর, মিলা মিলা আউর একঠো মিলা।

কাকাতুয়া। যা ব্যাটা নিয়ে যা, কাল সকালে চচ্চড়ী রেঁধে খাস।

নগরপাল। পাকড়ো, পাকড়ো গ্রেপ্তার করো। হাঁ হাঁ হাঁ, আমার সাড়া পেয়েই শালারা সব মুচ্ছা গেছে।—(কাকাতুয়ার প্রতি)—তুই ব্যাটাচ্ছেলে হাঁ করে কি দেখছিস? বাড়ী গিয়ে ঘুমুগে যা। একটা ডাকাতকে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা নাই,—ব্যাটা কাপুরুষ কোথাকার! যা, আর তোদের ভয় নেই। যদি ব্যাটারা আবার আসে তো আমায় খবর দিস! আর কাল সকালে একবার কোতোয়ালীতে যাস,—এ ব্যাপারের তদন্ত করতে হবে। চল হে চল, এই ক' শালাকে কাঁধে করে নিয়ে চল। আর এই পাথরগুলো সব তুলে নিয়ে চল, সাক্ষী হবে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—উদ্যান

দস্যুসর্দ্দার একখানি খাটিয়ার উপর শায়িত, পার্শ্বে বুলা, খায়েব দাণ্ডায়মান।

খায়েব। কেমন দিদিমণি, এইবার ঠিক হয়েছে তো?

বুলা। হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। আমাদের ঔষধে বেশ কাজ

করেছে। এইবার একটু ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগলেই বোধ হয় সেরে উঠবে। ও এখন এইখানেই শুয়ে থাক, এইবার ভাই, তুমি গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। তোমায় কাল সমস্ত রাত্তির ঘুম হয় নি।

খারেব। আর তোমারই বুঝি হয়েছে?

বুলা! না। কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ, সেবাই আমার ধর্ম্ম।

খারেব। আর আমি পুরুষ, বিপন্ন শত্রুর জীবনরক্ষা আমার ধর্ম্ম! এমন দিন ছিল দিদিমণ, যখন এই খারেব চোরের মত অন্ধকারে মুখ লুলিয়ে লোকের মাথায় লাঠি মেরেছে,—তাতে সে লোক মরেনি, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে, আর তাকে হত্যা করবার জন্যে দলবল নিয়ে ছুটেছে! মূর্চ্ছিত অসহায় শত্রুকে দেখে তার দয়া হয়নি। আজ সে খারেব আর নেই। এক দেবীর উপদেশে, আর এক দেবীর দৃষ্টান্তে তার নবজীবন লাভ হয়েছে।

বুলা। বেশ করেছে। এখন এসো, একে ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। (সর্দ্দারের নিকটে গিয়া)—একি ঠোঁট নড়ছে যে!—দেখ দেখ খারেব, এর চৈতন্য হচ্ছে। দেবতা মুখ তুলে চেয়েছেন,—এই হতভাগ্যের জীবন-রক্ষা হয়েছে।

সর্দ্দার। (চক্ষু মেলিয়া) একটু জল,—আমি কোথায়?

খারেব। তুমি ঠিক জায়গায় আছ। কথা কয়োনা; চুপ করে শুয়ে থাক. আমি তোমায় জল এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান]

(বুলা সস্নেহে দস্যুর মাথায় ও ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল)

সর্দ্দার। তুমি কে?—তোমার হাতখানি কি নরম!—(জল লইয়া খারেবের পুনঃ প্রবেশ ও দস্যুকে জলদান)—আঃ বাঁচলেম। তাইতো, আমি এখানে কি করে এলেম?—আমি বিছানায় শুয়ে কেন?—আমার কি হয়েছে? ওঃ মনে পড়েছে, আমি জিনোর বাড়ী লুঠতে এসে-ছিলেম, তার মেয়েকে চুরি করে নেব বলে। তারপর?—তারপর

একটা বর্শা এসে আমার বুকে লাগে—তার পর?—আর কিছু মনে নাই।

খারেব। তারপর এই দেবী তোমার জীবন রক্ষা করেছেন।

সর্দ্দার। ইনি কে?

খারেব। যাকে তুমি চুরি করে নিতে এসেছিলে! ইনিই বিখ্যাত চিকিৎসক জিনোর কন্যা।

সর্দ্দার। আর তুমি কে?

খারেব। যে তোমার বুকে বর্শার আঘাত করেছিল।

সর্দ্দার। তোমরা আমার বাঁচালে কেন?

খারেব। আমি জানি না। যে বাঁচিয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা কর।

সর্দ্দার। তোমরা দু'জনেই আমায় বাঁচিয়েছ। যে হয় বল। আমি কেন তোমাদের বাড়ী লুঠতে এসেছিলেম তাতো বল্লেম। আমার উদ্দেশ্য সফল হলে কি হত তাতো বুঝতে পার্লে। এইবার বল তোমরা আমায় বাঁচালে কেন?

খারেব। (অত্যন্ত রূঢ়স্বরে) তোমার মুণ্ডপাত করব বলে, তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্ব বলে,—ভদ্রলোকের বাড়ী লুটে, তার মেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়া যে কত বড় একটা সৎকাজ, তা তোমার সর্ব্বাঙ্গ চিরে নুন টিপে টিপে বুঝিয়ে দেব বলে।

সর্দ্দার। তবে তা দিচ্চনা কেন?

খারেব। আগে সময় হোক, তবে তা দেব।

(নেপথ্যে কলরব—বেগে কাকাতুয়ার প্রবেশ)

কাকাতুয়া। দিদিমণি, দিদিমণি, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

বুলা।
খারেব। } কি রে?—কি হয়েছে?

কাকাতুয়া। এর দলের কতকগুলো লোক লাঠি সোঁটা নিয়ে

দোর গোড়ায় এসে হাজির হয়েছে। চেঁচামেচি করে বলছে—"আমাদের সর্দ্দারকে ফিরিয়ে দে, নইলে তোদের সবাইকে মেরে ফেলব, বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেব।"

সর্দ্দার। কৈ হে, আমার মুণ্ডপাত কর্ল্লে না? গা চিরে নুন টিপে দিলে না?

থারেব। (ক্রোধভরে) আরে দিচ্ছি। নুন অমনি সস্তা কিনা, নুন কিনতে তো আর পয়সা লাগে না।

বুলা। তাইতো ভাই, কি হবে?

থারেব। এই শালাই যত নষ্টের মূল। (একখণ্ড প্রস্তর কুড়াইয়া) দি' শালার দফা শেষ করে।—(সর্দ্দারের মাথায় মারিতে উদ্যত হইয়া)—কি বল দিদিমণি?—মারব—

বুলা। তা আমি কি জানি? তোমার ইচ্ছা হয় মার।

থারেব। আহা, তোমার জীব, তুমি বাঁচিয়েছে,—তুমি না বল্লে কি মার্ত্তে পারি।—বল, মারব?

বুলা। বেশ, আমি বলছি তুমি মার।

থারেব। আহা ভাল করে বল না।—মারব?—মারি?

সর্দ্দার। (হাসিয়া) না হে না, মানুষ মারা তোমার কর্ম্ম নয়। একটা মানুষ মার্ত্তে যে তিনবার ভাবে সে কখনো মানুষ মার্ত্তে পারে না।

থারেব। তবে রে শালা, বিছানা থেকে উঠে একটা ঢাল আর বল্লম নিয়ে দাঁড়া দেখি, কেমন আমি মানুষ মার্ত্তে পারি না।

বুলা। }
সর্দ্দার। } হাঃ হাঃ হাঃ—

সর্দ্দার। (কাকাতুয়ার প্রতি)—ওহে বাপু, তুমি সেই লাঠি সোঁটা-ওয়ালাদের মধ্যে একজনকে গিয়ে বল যে আমি ডাকছি।

কাকতুয়া। হাঁ, আমার বড় দায় পড়েছে। আমি তার কাছে যাই, আর অম্নি সে আমার—

সর্দ্দার। না না, তোমার কোন ভয় নেই। আচ্ছা তাদের কাছে গিয়ে তোমার কোন কাজ নেই। তুমি শুধু দোতলা থেকে এইটী তাদের দেখাও—(সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদান)—দেখবে সব লোক দূরে চলে যাবে, একজন শুধু দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে।

কাকাতুয়া। কৌ। [প্রস্থান]

সর্দ্দার! [অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া]—এখন সত্যি করে বল দেখি, আমায় নিয়ে তোমর কি করবে?

খারেব। তোমার মুণ্ডপাত করব, তোমার সর্ব্বনাশ করব, তোমায় আগুনে পুড়িয়ে মারব, তোমায় জলে ডুবিয়ে মারব, তোমার মাথা নীচুর দিকে পা দু'টো এই গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে মারব।

সর্দ্দার। বেশ, বেশ।

(জনৈক দস্যুসহ কাকাতুয়ার প্রবেশ)

দস্যু। সর্দ্দার, সর্দ্দার, তুমি বেঁচে আছ?

সর্দ্দার। হাঁ ভাই, আমি বেঁচে আছি। কার সাধ্য আমায় মারে।

দস্যু। ঠিক তো। কার এত বড় সাহস যে তোমায় মারে। এখন একবার হুকুম করতো, এ ব্যাটাদের একেবারে উচ্ছন্ন দিয়ে যাই।

সর্দ্দার! সে এর পরে দেখা যাবে, আজ তোরা যা। আমি বোধ হয় আজ রাত্রেই এখান থেকে বেরুব। আমি গিয়ে তোদের যা যা কর্ত্তে হবে বলে দেব।

দস্যু। ভোর পর্য্যন্ত যদি তুমি না ফিরে যাও তবে আবার সকাল বেলা আমরা আসব। (প্রস্থান)

সর্দ্দার। এইবার তোমরা কোতোয়ালকে খবর পাঠাও।

বুলা। কেন ?

সর্দ্দার। আমায় ধরিয়ে দেবে না ?—আমায় নিয়ে যা হোক একটা কিছু তো করবে।

থারেব। তুমি তোমার লোকগুলিকে বিদায় করে দিলে নাকি ?

সর্দ্দার। দিলুম।

থারেব। কেন, ওর কথা মত আমাদের উচ্ছন্ন দিলে না ?

সর্দ্দার। ভাই আমি ডাকাত। মানুষের যত কিছু দোষ থাকতে পারে সব আমাতে আছে—নেই শুধু বেইমানী। আর তুমি—

থারেব। আমিও এককালে ছিলুম,—তা একরকম ডাকাত বল্লেই হয়। আর এখন হয়েছি,—আমি এখন কি হয়েছি দিদিমণি ?

বুলা। মানুষ।

থারেব। সত্যি ?

বুলা। সত্যি।

থারেব। বেশ, তবে এখন আমরা একে নিয়ে কি করব ? মানুষেরা যে নিজেদের বাড়ীতে খাঁচায় করে ডাকাত পোষে, এতো আমার জানা নেই।

বুলা। আমরা একে ছেড়ে দেব। কিন্তু—

থারেব। ঠিক বলেছ দিদিমণি। ভাই, আমরা তোমায় ছেড়ে দেব। কিন্তু একটা কথা তোমায় স্বীকার কর্ত্তে হবে,—জীবনে আর কখনও ডাকাতি করবে না।

সর্দ্দার। তবে কি করব ?

বুলা চাষ-বাস করবে।

সর্দ্দার। না, সে আমি পারব না। ছেলে বেলা থেকে বল্লম ধর্ত্তে শিখেছি, তাই পারি। লাঙ্গল ধরে চাষ করা, সে আমি পারব না।

বুলা। তবে ?

খারেব। তবে ?

সর্দার। আর শুধুতো আমি নই। আমার অধীনে একশ'টা আড্ডা,—অনেক লোক। সবাই আমার মত। তারাই বা কি করবে? আমিই বা তাদের কি বলব ?

খারেব। ঠিক হয়েছে। তোমার লোকেরা সব যুদ্ধ করতে পারে তো ?

সর্দার। যুদ্ধ করতে পারে তো ?—তাদের মত লড়তে এদেশে কেউ পারে না। নইলে কি মনে কর লোকে সেধে আমাদের টাকা-পায়সা ধন-দৌলত দিয়ে যায় ?

খারেব। তবে আর কি ? এস ভাই, তুমিও মানুষ হও। সেই সঙ্গে তোমার একশ'টা আড্ডার সব লোককে একদিনে মানুষ করে ফেল।

সর্দার। কি কর্ত্তে হবে ?

খারেব। আমি কাফ্রী। তোমরাও কাফ্রী। আমাদের প্রাচীন ইথিওপিয়ায় আমাদের লুপ্ত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে। আজ আমাদের দেশ নেই, ঘর নেই, বাড়ী নেই। আমাদের পুরোণো ভিটের নূতন করে ঘর বাঁধতে হবে। কেমন পারবে ?

সর্দার। আলবৎ পারব। এ একটা কাজের মত কাজ,—যদি করে যেতে পারি তবে একটা নাম থাকবে। আর সেই পুণ্যে হয়তো দস্যুর কলঙ্ক ঢেকে যাবে।

বুলা; খারেব, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে ? তোমার একটু মন কেমন করবে না ?

খারেব। তোমাদের ছাড়ব কেন ? আমাদের নূতন দেশে তোমাদেরও নিয়ে যাব।

বুলা। সে যে অনেক দিনের কথা। কত দিনে হবে কে জানে, হবে কি না তাই বা কে বলতে পারে ?

থারেব। নিশ্চয় হবে। এ দেবতরে কাজ, দেবতা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন,—এ কাজ না হয়ে যায়? এসো ভাই, আমরা কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হবার মন্ত্রণা স্থির করি গে।

ষষ্ঠ দৃশ্য—নীলনদের তীর

(রামেশিস ছদ্মবেশে একাকী পদচারণা করিতেছিলেন)

রামেশিস। আশ্চর্য্য!—এরা দু'জন কোথায় গেল? কাল সকাল থেকে কোন সন্ধান নাই। কোথায় যে গেছে কেউ বলতে পাচ্ছে না। যেথানে যেথানে যাবার সম্ভাবনা সব জায়গায় লোক পাঠালুম, কেউ তাদের খুঁজে পেল না। কে জানে তারা কোথায় গেছে? তার বাপ সেই বৃদ্ধ শয়তান আবনই যত জঞ্জাল ঘটাচ্ছে। বৃদ্ধকে একবার পাই তো এর সাজা দি'। না না, তাকেও ক্ষমা কর্ত্তে পারি, যদি নাহরিণকে পাই। নাহরিণকে আমার চাই—যেথান থেকে হোক তাকে আমার চাই।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। প্রভু, আপনি এথানে, আমরা আপনাকে খুঁজিনি এমন স্থান নেই।

রামেশিস। কি প্রয়োজন?

সৈনিক। সম্রাট সিরিয়া হতে ফিরে এসেছেন, আপনাকে স্মরণ করেছেন! আপনি প্রাসাদে চলুন।

রামেশিস। আচ্ছা তুমি যাও, আমি পশ্চাতে যাচ্ছি। (অনুচরের প্রস্থান) সম্রাট সিরিয়া হতে ফিরে এসেছেন, আর তো দেরী করা চলে না। তাহলে এযাত্রা নাহরিণের সন্ধান স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু—(নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া)—একি আশ্চর্য্য! এই যে বৃদ্ধ আবন এবং নাহরিণ এই দিকেই আসছে—(বংশীধ্বনি করিলেন—দুইজন সৈনিকের

প্রবেশ) ওই যে দেখছ একটা বুড়ো আর একটী স্ত্রীলোক এইদিকে আসছে, ওদের ধরে বন্দী কর্ত্তে হবে। না না, শুধু ওই বুড়োকে—তা'ও আমার সম্মুখে নয়, চল অন্তরালে যাই।

(রামেশিস ও সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান—আবন ও নাহরিণের প্রবেশ।)

নাহরিণ। বাবা, বাবা, আমার জন্য শেষটা তোমার গৃহত্যাগ কর্ত্তে হল, এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না। আমিই তোমার সকল দুর্দ্দশার মূল।

আবন। না নাহরিণ, তোর কোন দোষ নেই। দেবতার ইচ্ছা; আমরা ক্ষুদ্র মানুষ কি কর্ত্তে পারি? আমার গৃহ নাহরিণ? আমার গৃহ কোথায়? এ মিসরীর মিসর, এখানে কাফ্রীর গৃহ থাকতে পারে না,—আমাদের গৃহ ছিল যেদিন আমাদের ইথিওপিয়া ছিল, আমাদের রাজা ছিল, আমাদেরও রাজ্য ছিল, পরাক্রম ছিল। আজ কিছু নেই। যদি আবার সে দিন ফিরে আসে তবেই আমাদের গৃহ হবে, নইলে এত বড় পৃথিবীটার ভেতর কোথাও হীন কাফ্রীর জন্য এতটুকু ঠাঁই নেই।

নাহরিণ। এখন কোথায় যাবে বাবা?

আবন। কোথায় যাব? এ মিসরে এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে গেলে তোকে যুবরাজ রামেশিসের অত্যাচার হতে রক্ষা কর্ত্তে পারব? সে তোর জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তার হিতাহিত বিচার নেই, লোক লজ্জায় ভয় নেই। ক্রমাগত লোকের পর লোক পাঠিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়েছে, প্রলোভন দেখিয়েছে, নানা প্রকারে হস্তগত করবার চেষ্টা করছে। নাহরিণ, যদি লোকচরিত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এইবার সে একবার বল প্রকাশ করে দেখবে।

নাহরিণ। তাইতো বাবা, এখন উপায়?

(সৈনিকগণের পুনঃ প্রবেশ)

১ম সৈনিক। বৃদ্ধ, তুমি আমাদের বন্দী!

আবন। কি অপরাধে আমি তোমাদের বন্দী ?

২য় সৈনিক। আমাদের সঙ্গে চল, যদি ভাগ্যে থাকে জান্‌তে পারবে।

আবন। বুঝেছি। নিয়ে চল কোথায় নিয়ে যাবে। বহুকাল ধরে অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি, আর পারি না। এইবার গা ঢেলে দিয়ে দেখি অদৃষ্ট কোন্ পথে নিয়ে যায়। নাহরিণ, পালা। আর এই নে—(বক্ষবস্ত্র হইতে কবচ বাহির করিয়া নাহরিণের বাহুমূলে বাঁধিয়া দিল)—সাবধান—প্রাণান্তেও এই কবচ হস্তচ্যুত করিস নে। মনে থাকে যেন—পৃথিবীতে তোর পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান এই কবচ, হয়তো এ হতে একদিন তোর জীবন রক্ষা হতে পারে। যা, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করিস নে। আমায় জন্য ভাবিস নে। আমি বুড়ো হয়েছি, আমার মিয়াদ ফুরিয়েছে। তবু যদি বুঝি তুই নিরাপদে আছিস, আমি সুখে মর্ত্তে পারব। না— যা

নাহরিণ। বাবা, বাবা, তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাব ? না বাবা, আমি তোমার মেয়ে, তোমারই শিষ্যা, সম্পদে-বিপদে তোমার চরণতলেই আমার একমাত্র স্থান। তোমায় আমি কিছুতেই ছাড়ব না। (অনেক আলিঙ্গন।)

৩য় সৈনিক। (রূঢ়ভাবে) সরে যা ছুঁড়ী, আমরা আর দেরী কর্ত্তে পাচ্ছি না। চলে এসো বৃদ্ধ (আবনকে আকর্ষণ)।

(অন্তরালে রামেশিসের পুনঃ প্রবেশ)

নাহরিণ। সাবধান বর্ব্বর! এত তেজ,—এত অহঙ্কার ?—আমার কাছ থেকে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যাবি ? সিংহিনীর বুক থেকে স্তন্যপায়ী শিশুকে ছিনিয়ে নিবি ? নিদ্রিত কালফণির শিরে পদাঘাত করবি ? দেখি কার এত ক্ষমতা। কার সাহস আছে আয়। (ছুরিকা উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল।)

রামেশিস। মরি মরি, রূপের লহর বয়ে যাচ্ছে! ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেন ফুৎকারে জ্বলে উঠেছে! বর্ষাপ্লাবিত নীলা যেন আকুল তরঙ্গভঙ্গে দুকূল ছাপিয়ে ছুটে যাচ্ছে! একটা দমকায় যেন মরুভূমির বালুকারাশি জলস্তম্ভের মত উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছে! নাহরিণ! (নাহরিণ চমকিয়া উঠিল)— তোমার পিতার মুক্তি তোমার হাতে। তুমি শুধু আমার কথা রাখ, আমি তোমার পিতাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করে দিচ্ছি।

নাহরিণ। ঐশ্বর্য্য?—কি ঐশ্বর্য্য তোমার আছে?—কতটুকু ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তুমি, যে তোমার কাছে আমাকে মাথা নোয়াতে হবে? মিসরের যুবরাজ রামেশিস! এই কাফ্রীকন্যা নাহরিণের মুখপানে চেয়ে কথা কইতে তুমি লজ্জিত হচ্ছ না? এতটুকু ধিক্কার তোমর প্রাণে আসছে না? তোমার কি বিবেক নেই?—মনুষ্যত্ব নেই? তোমার কি—

রামেশিস। নাহরিণ, তোমার জন্য আমি অনেক সহ্য করেছি, তোমারই জন্য আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছি—আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পার্চ্ছি না। আমার কথা রাখ নাহরিণ, নইলে আমায় বাধ্য হয়ে—বাধ্য হয়ে—

নাহরিণ। কি? বল,—বলতে বলতে থামলে কেন?—বল, বাধ্য হয়ে বল-প্রয়োগ কর্ত্তে হবে? অবলার উপর বল-প্রয়োগ না কর্লে মিসর-রাজ-সিংহাসনের গৌরব বাড়বে কিসে? এমন কথা নইলে মিসরের ভাবী ফারাওয়ের মুখে মানবে কেন? বল,—আদেশ দাও, এই মুহূর্ত্তে এরা আমায় শৃঙ্খলিত করুক? যে হাতে হাত দিয়ে একদিন এই নাহরিণকে মিনতি করেছিলে, সেই হাতে এরা দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাক।

রামেশিস। তবে আমার দোস নেই।—রক্ষিগণ,—

["রেরে রে রে"—বিকট চীৎকার করিতে করিতে দল বল সহ

খারেবের প্রবেশ—তাহারা রামেশিসের ও তদীয় সৈন্যগণের দিকে বল্লম উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল—রামেশিস ও সৈন্যগণ সাশ্চর্যে স্তব্ধ হইয়া রহিল—নাহরিণ যেন রামেশিসকে আবৃত করিবার জন্য তাঁহার এবং খারেবের মধ্যস্থলে আসিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইল]

খারেব। কার সাধ্য আমাদের সম্রাজ্ঞীর কেশ-স্পর্শ করে ?

নাহরিণ। কে খারেব ?

খারেব। হাঁ দিদি, আমি ? আমি ফিরে এসেছি, তোমার হুকুমে মানুষ হয়ে ফিরে এসেছি। ইথিওপিয়ায় আমাদের প্রাচীন রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চলেছি। দেবী ! নবজাগরিত কাফ্রীজাতি আজ তোমাকে ইথিওপিয়ার সম্রাজ্ঞীরূপে বরণ কচ্ছে ! চলো দিদি -

নাহরিণ:- আসছি।

চতুর্থ অঙ্ক

——॰::॰::॰——

প্রথম দৃশ্য—জিনোর বাটীর অভ্যন্তরস্থ কক্ষ

বুলা, জিনো ও কাকাতুয়া

জিনো। তারপর বুলা, তারপর ?—

বুলা। তারপর আর কি, ডাকাত সর্দ্দার ভাল হয়ে উঠল, আমরা তাকে ছেড়ে দিলুম। সে বল্লে—আমরা কি করব ?—আমরা অনেক লোক, একটা কিছু করা ত চাই। অগ্নি খাবেব বল্লে—'তার ভাবনা কি ? আমি মানুষ হয়েছি, তেমেরাও মানুষ হবে চল।' এই বলে ঢাল শড়কি নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ীর বাইরে গিয়ে একবার একটু ফিরেও তাকালে না, এত বড় বেইমান। হ্যাঁ বাবা, মানুষ হ'লেই ঢাল শড়কি নিয়ে বেরু:তে হয়।—না যে বাড়ীতে এদ্দিন থাকা গেল তার দিকে একটু ফিরে তাকালেই মানুষ থেকে সদ্য সদ্য বাঁদর হয়ে যায় ?

জিনো। তা হয়। কিন্তু তাই বলে তুই এমন কচ্ছিস কেন ?

বুলা। আমি এমন করব না ? তুমি বল কি বাবা! যদ্দিন আমাদের বাড়ীতে ছিল, দিদিমণি দিদিমণি বলে ডাকত, আর কি মিষ্টি কথাই কইত। আর যাবার সময়,—ও:, আমার এমন রাগ হচ্ছে তার উপর মুখ্খু চোয়াড়, বেইমান,—একবার দেখা পাই তো গোটাকত কথা শুনিয়ে দি'।

জিনো। ওরে থাম, থাম। যখন তার দেখা পাবি তখন না হয় কথা শোনাস। এখন মিছি মিছি মেহনৎ করে মর্চ্ছিস কেন ?

বুলা। আচ্ছা বাবা, তুমিই বল দেখি, কত বড় বেইমান, একবার ফিরে তাকালে না।

জিনো। তবে তুই একলা একলা বসে বকর বকর কর্, আমি চ:লম। কাকাতুয়া, দেখছিস তোর দিদিমণির ভারি অসুখ করেছে। তুই কাছে থাক, আমি বাইরে যাই।—(স্বগত)—হায় অদৃষ্ট! এ আবার কি নূতন খেলা সুরু কর্লে? তোমার পথ তুমিই জান।

(প্রস্থান)

কাকাতুয়া। দিদিমণির অবস্থা দেখছি নেহাৎই কাহিল। তাইতো, কি উপায় করা যায়? না:, কাকাতুয়া! তোর কিছু মাত্র বুদ্ধিশুদ্ধি নাই!

বুলা। না:, এ যে মহামুস্কিল হল। এমন একটা লোকনাই যার কাছে বসে তাকে মনের সাথে দু'টো গালাগালি দিতে পারি,—যে হাঁ করে বসে বসে কাণ পেতে শোনে আর মাঝে মাঝে সায় দেয়। কি করি? আমার যে গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাই করব নাকি? খানিকটা বাবাগো মাগো করে চেঁচাব? দূর! তাহলে এক্ষুনি রাজ্যের লোক এসে জড় হবে। সে দেখতে ভারি বিশ্রী হবে। তার চেয়ে পা ছড়িয়ে বসে গান গাই।

কাকাতুয়া। তাইতো দিদিমণির চোখ দুটো যে ছল ছল কর্চ্ছে। ও: জলে একেবারে ভরে গেছে। একটু নাড়া পেলেই শীতকালের শিশিরের মত ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়বে। তাইতো, কি করি এখন? একটা কিছু করা যে নেহাৎ দরকার তা বুঝতে পারছি, কিন্তু সেটা যে কি তা কিছুতেই মাথায় আসছে না। এক ঘটি জল এনে চোখে মুখে ছিটিয়ে দেব? না একটা পাখা নিয়ে এসে খানিবটা হাওয়া করব? ওরে বাবা, তাহলে এখুনি তেড়ে মার্ত্তে আসবে। উহুঁ কাকাতুয়ার বুদ্ধিতে কুলুচ্ছে না। দেখি ধারে কোথাও ছটাক খানেক বুদ্ধি মেলে কিনা।

(প্রস্থান)

বুলা । গীত ।

সুখনিশি পোহাইছে দেউটী নিভিছে গো,
ধ্রুবতারা লুকায়েছে মেঘের কোলে—
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে আধ ঘুমঘোরে গো,
হাসিটুকু ধুয়ে গেছে নয়ন জলে ।
অতি অকরুণ বঁধু মরমে বিঁধিছে শেল,
বেদনা দিয়েছে উপহার—
আমার যা কিছু ছিল সকলি লুটিয়া নিছে,
রেখে গেছে শুধু হাহাকার ।
কোথায় পরাণ বঁধু, এসো ফিরে এসগো !
আমার কুটীরে পথ ভুলে,—
প্রেম-কুসুমহার বিফলে শুকায়ে যায়, পর হে পর হে গলে ।

(দুইহাতে মুখ আবৃত করিয়া ফুঁপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল—
একখানি ছবি লইয়া কাকাতুয়ার পুনঃপ্রবেশ)

কাকাতুয়া । দিদিমণি, দিদিমণি, ওঠ, মুখ তোল, দেখ এনেছি—ধরে এনেছি—(বুলা অর্থহীন দৃষ্টিতে কাকাতুয়ার মুখপানে তাকাইল—কাকাতুয়া ছবিখানি বুলার হাতে দিল)—দেখ তোমার নিজের গড়া মানুষের ছবি, তোমার নিজের হাতে আঁকা,—বেশ করে কানমলে দাও দেখি । (বুলা উঠিয়া কাকাতুয়ার গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল—পরে ছবিখানি চুম্বনপূর্ব্বক বুকে লইয়া ঝড়ের মতে বাহির হইয়া গেল)—বাঃ বেশ তো ! পুরস্কার দিলে ভাল । আচ্ছা দিদিমণি সবুর কর,—আগে আসল মানুষটাকে খুঁজে পেতে ধরে আনি তারপর বোঝা যাবে ।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য—পর্ব্বত গহ্বর

নাহরিণ ও খারেব

খারেব। ভগ্নি, এই আমাদের রাজধানী, এই আমাদের দুর্গ, এই আমাদের রাজপ্রাসাদ। যেদিন আবার আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হব, মিসরীরা আর আমাদের নির্য্যাতন কর্ত্তে পারবে না, যেদিন এইখানে আমরা তোমার সিংহাসন স্থাপন করব। এইখানে তুমি রাজদণ্ড ধারণ করে মিসরের সমগ্র কাফ্রিজাতির উপর তোমার ধর্ম্মরাজ্যের অধিকার বিস্তার করবে। ইথিওপিয়ার একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত তোমাকে কর-প্রদান করবে।

নাহরিণ। সেদিন কবে হবে ভাই? সিংহাসনে বসবার অধিকারী আমি নই, রাজদণ্ড ধারণের শক্তি আমার নাই। দীনা ভিখারিণী আমি, ভিখারিণীই থাকব,—কিন্তু তবু ভাই, এমন দিন কবে হবে যেদিন কাফ্রিরা আবার মানুষ বলে গণ্য হবে, তাদের নিজের ঘরে স্বাধীন হয়ে বাস কর্ত্তে পারবে?

খারেব। দেবতার আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই সেদিন আসবে। তুমি শুধু আমায় মানুষ করনি ভগ্নি, তোমার একাগ্র আহ্বানে আজ সমগ্র কাফ্রি-জাতির প্রাণে প্রাণে মনুষ্যত্ব সাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা নিজেদের জাতিকে আপন বলে চিনেছে, ভায়ের জন্য ভাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছে। দলে দলে লোক এসে তোমার পতাকার নীচে আত্মবিসর্জ্জনের মহামন্ত্র গ্রহণ কর্চ্ছে। মিসরের যেখানে যেখানে কাফ্রির বাস আছে, সেইখানে আমাদের লোক ছুটছে, বালকবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলকে মহামন্ত্রে দীক্ষা প্রদান কর্চ্চে। তোমার পিতা নিজে তাদের নেতা। তাঁর দৃষ্টান্তে তাঁর অনুচরগণ প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করে সংকল্প-সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছে। আর সন্দেহের স্থান নেই—ভগ্নি, শীঘ্রই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। দেবতা মুখ তুলে চেয়েছেন, আর ভয় নাই।

নাহরিণ। আমার বাবা কোথায় ভাই ?

খারেব। ঠিক আমি জানি না, তবে রাজধানী কর্ণাকের নিকটেই কোথাও আছেন, সংবাদ পেয়েছি।

নাহরিণ। সে কি ?

খারেব। হাঁ দিদি, তাই। আমি তাঁকে সে প্রদেশে যেতে বারণ করেছিলাম। তিনি শুনলেন না, বল্লেন—'যেখানে বিপদের আশঙ্কা বেশী সেখানে যদি আমি এগিয়ে যেতে সাহস না করি, তবে যারা আমার কথায় বিশ্বাস করে আমার সঙ্গ নিয়েছে তারা সাহস করবে কেন ? এই মহাকার্য্যে কাপুরুষের স্থান নেই।'

নাহরিণ। তাইতো খারেব, বড় চিন্তার বিষয় হল যে। আমি জানতেম তিনি নিকটেই কোথাও আছেন।

খারেব। কোন চিন্তা নেই, দেবতা আমাদের সহায়।

নাহরিণ। হুঁ এদিকে আর কি ব্যবস্থা হয়েছে খারেব ?

খারেব। ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে আছে। আগামী মাসের সপ্তম দিবসে রাজকুমারী সায়ার সঙ্গে যুবরাজ রামেশিসের বিবাহ সেই দিন সমগ্র মিসর আমোদে মত্ত থাকবে, সেই সুযোগে আমাদের কার্য্যোদ্ধার করব।

নাহরিণ। কি বল্লে খারেব—যুবরাজ রামেশিসের বিবাহ ?

খারেব। হাঁ। কেন তুমি শোন নি ? এ সংবাদ তো এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে !

নাহরিণ। যুবরাজ রামেশিসের বিবাহ ?—(চিন্তামগ্ন হইল)

খারেব। কি ভাবছ দিদি ?

নাহরিণ। কৈ, না কিছু ভাবিনি। আগামী মাসে সপ্তম দিবসে যুবরাজ রামেশিসের বিবাহ ? খারেব তুমি ঠিক বলছ ?

খারেব। আমি ঠিক বলেছি ভগ্নি, তোমার কাছে মিথ্যা বলব কেন ?—

(বেগে জনৈক কাফ্রি সৈনিকের প্রবেশ)—কি সংবাদ ভাই ?—

সৈনিক। ভাই সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রভু আবনকে মিসরীরা ধরে নিয়ে গেছে।

থারেব। }
নাহরিণ। } সে কি ?

সৈনিক। আমরা সৈন্য সংগ্রহ কর্ত্তে কর্ত্তে একেবারে কর্ণাক সহরের অতি নিকটে গিয়ে পৌচেছিলেম। আমার প্রভুকে সেদিকে যেতে অনেক বারণ করেছিলেম, তিনি শুনলেন না। তিনি এগিয়ে চল্লেন, আমরাও চল্লুম, তারপর এই বিপদ। সঙ্গে যে যে ছিল সবাই ধরা পড়েছে, আমি শুধু তারই ইঙ্গিতে কোন প্রকারে পালিয়ে তোমাদের সংবাদ দিতে এসেছি।

নাহরিন। তুমি সত্য বলছ, মিশরীরা আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে ?

সৈনিক। হাঁ দেবী—(শির নত-করণ)

নাহরিণ। আচ্ছা, তুমি যাও।—কাফ্রি সৈনিকের প্রস্থান)—থারেব মিসরীরা আমার বাবাকে কি শাস্তি দেবে অনুমান কর্চ্ছ ?

থারেব। স্থির হও দিদি, আমি এই মূহূর্ত্তে তাঁর উদ্ধারে যাত্রা কচ্ছি। তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারি আবার ফিরব, না পারি, আমা হতে তোমার সাম্রাজ্য স্থাপন হল না। হয়তো তোমার সঙ্গে এ জীবনে আমার দেখা শুনা এই পর্য্যন্ত।—(প্রস্থানোদ্যোগ)

নাহরিন। থারেব, দাঁড়াও! তুমি এইখানে থাক, আমি আমার পিতার উদ্ধারে যাব। পারি ভাল, না পারি কারু ক্ষতি নাই।

থারেব। নাহরিণ, দিদি—

নাহরিণ। শোন থারেব, তুমি দেবতার নামে শপথ করে যে মহাব্রত গ্রহণ করেছ তা হতে ভ্রষ্ট হয়ো না। একজনের জন্য একটা জাতির

কল্যাণ, আশা ভরসা সব অতল জলে ডুবিয়ে দিও না। আমার কাছে সমগ্র পৃথিবী একদিকে, আর পিতা অন্য দিকে হলেও তিনিই বড়.— তাঁর সমান আর কিছুই নাই। কিন্তু তোমাদের কাছে তিনি কে?— আর পাঁচজনারই মত একজন।

খারেব। কিন্তু দিদি—

নাহরিণ। এতে কোন কিন্তু নাই খারেব। আমার পিতার উদ্ধার আমিই করব। তোমরা শুধু নিজেদের কাজ করে যাও।

খারেব। তাই হলে তোমায় তো আমরা একলা ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি আমাদের সম্রাজ্ঞী—

নাহরিণ। না, না, খারেব, আমি শুধু আমার বাবার মেয়ে। আমি দীনা ভিখারিণী,—আমায় ছেড়ে দাও ভাই, আমি যাই।

খারেব। তবে অনুমতি কর, তোমার সঙ্গে জনকতক রক্ষক দি'— তারা ছদ্মবেশে তোমার অনুসরণ করবে। তোমার সেই মর্মান্তিক শত্রুর কথা বোধ হয় বিস্মৃত হও নি।

নাহরিণ। খারেব, কথায় কথায় কাল বয়ে যাচ্ছে। আমি চল্লুম। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন আমার সঙ্গে না আসে। তা হলে সব পণ্ড হবে। আর তুমি, তুমিও আমার সঙ্গে এসো না। আমি বারণ কর্চ্ছি— স্মরণ রেখো।

(প্রস্থান)

খারেব। (মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া) না এ হতে পারে না। নাহরিণ! নাহরিণ! ভগ্নি আমার! দেবী আমার? আমি তোমাকে কিছুতেই একলা বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে পারি না। আমি এই একবার তোমার অবাধ্য হব—ছদ্মবেশে তোমার অনুসরণ করব। যে দেবীর করুণায় খারেব আজ মানুষ হয়েছে, জীবন থাকতে খারেব বিপদকে তার কেশাগ্রও স্পর্শ কর্ত্তে দেবে না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—গ্রাম্য পথ

বিরহিণীগণ।

গীত

সমরিয়া বেদরদা। তোরি নাহিরে বিচার—
সুরত দিখায় মুঝে দিবানী রে
অরমুঝে রোলাও বেকার।
ঝুর ঝুর নয়না কাজর পথারি যায়
নিঁদিঁয়া না আবে সারি রাতিয়া
বাঁট নিরখত দিহুয়াঁ গুজরি যায় পিয়াস জলাবে
মেরি ছাতিয়া—
আগো সমরিয়া বেদরদা পিয়া হিয়া মেরি করত ফুকার।

চতুর্থ দৃশ্য—রাজপথ

গোলমাল করিতে করিতে কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

প্রথম। চল হে চল, ছুটে চল। দেরী হলে আর মন্দিরে ঢুকতে পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়। তা তো বটেই, তা তো বটেই। যুবরাজের বে' রাজকন্যার সঙ্গে, এ কি একটা যে সে ব্যাপার? আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ, নাচগানের একেবারে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত।

তৃতীয়। তা আর হবে না? দেখেছ ভিড় হয়েছে কি রকম! পুরুষ, মেয়ে, ছেলে, বুড়া যে যেখানে ছিল সবাই একেবারে চারিদিক থেকে ভেঙে পড়েছে। ~~ও, কাতারে কাতারে লোক চলেছে কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর—এদের যেন আর শেষ নেই!~~

প্রথম। চল হে চল চল। দেরী করো না, দেরী করো না।

দ্বিতীয়। হাঁ চল চল।

(নাগরিকগণের প্রস্থান—ছদ্মবেশে কাকাতুয়ার প্রবেশ)

কাকাতুয়া। তাইতো, খাবেবকে যে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। এদিকে তাকে না পেলে দিদিমণি প্রাণে বাঁচবে না, অতএব তাকে চাই-ই। কিন্তু কোথায় পাই? আহা তা যদি জানতুমই তো মিছে মিছে এতটা রাস্তা হেঁটে মচ্ছি কেন? সে যেখানে আছে ঠিক সেইখানেই গিয়ে ধরতুম, আর কানে পাক দিতে দিতে—থুড়ি কাঁদে করে নিয়ে একেবারে দিদি-মণির পায়ের তলায় হাজির করে দিতুত। না, পা দু'খানি আর চলছে না। ওইখানে গাছতলায় বসে একটু জিরিয়ে নি।

(গোলমাল করিতে করিতে কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক। ওঃ, দেশে এত লোকও আছে! শালারা বাড়ীতে কেউ খেতে পায় না, তাই একদিন নেমন্তন্নের গন্ধ পেয়ে একেবারে াপ পড়ের সারের মত চলেছে।

২য় সৈনিক। ঠিক বলেছিস ভাই, শালাদের জ্বালায় ভদ্রলোকের পথ চলবার যো নাই। দেখছিস ওই এক শালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হা করে ভাবছে। (কাকাতুয়ার প্রতি)—এই, তুই কে?

১ম সৈনিক। তোমার নাম কি?

২য় সৈনিক। কোত্থেকে আসছিস?

১ম সৈনিক। কোথায় যাবি?

কাকাতুয়া। ওঃ খাতির দেখছ!

২য় সৈনিক। কি, চুপ করে রইলি যে? বল।

১ম সৈনিক চট্ পট্।

২য় সৈনিক। শীগ্‌গির।

১ম সৈনিক। জলদী।

কাকাতুয়া। কি বলব ?

২য় সৈনিক। আগে বল কোত্থেকে আসছিস্ ?

১ম সৈনিক। আর কোথায় যাবি ?

কাকাতুয়া। আমি কাদেশ থেকে আসছি, যাব আমন দেবের মন্দিরে। গুরু সামন্দেশের কাছে চিঠি আছে।

১ম সৈনিক। চিঠি আছে ?

২য় সৈনিক। তবে যা যা।

১ম সৈনিক। হাঁ তবে যা।

কাকাতুয়া। যে আজ্ঞে, বাধিত হলেম।

(কাকাতুয়ার প্রস্থান)

২য় সৈনিক। চল ভাই, বেলা হল, আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে ? আর দেরী কর্লে হয়তো বে' দেখা হবে না।

১ম সৈনিক। আরে না না। বে'র এখনো দেরী আছে। কত রং বেরংয়ের লোক অসছে, এই কি একটা কম দেখবার জিনিষ ? এই না হয় একটু দেখে যাই।

(ছদ্মবেশে খারেবের প্রবেশ)

খারেব। তাইতো, নাহরিণ কোন্ দিকে গেল ? আমি বরাবর তার পেছু পেছু আসছি, এইখানে এসে ভিড়ের মধ্যে তাকে হারিয়ে ফেল্লুম। হায় উন্মাদিনী! দিশেহারার মত কোথায় চলেছ ? কোনদিকে দৃকপাত নেই, শুধু চলেছ, আর চলেছ।

(অনৈক সৈনিকের প্রবেশ—খারেবের সহিত সাক্ষা লাগিল—উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিল)

৩য় সৈনিক। তুমি কে হে, দিন দুপুরে পথ দেখতে পাও না ? তাইতো, মুখখানি যেন চেনা চেনা। হাঁা, কোথায় যেন দেখেছি, কিন্তু ঠাওর হচ্ছে না। দেখি দেখি (কৃত্রিম দাড়ি ধরিয়া টানিলে উহা খসিয়া

আসিল)—আঁ! (ক্রমশঃ ছদ্মবেশ মোচন)—অ্যাঁ তুমি!—ওরে ভাই, ধর ধর—অনেক দিনের ফেরার লোক—ধর—(সকলে খারেবকে ধরিল) – তাইতো বলি, শালাকে এমন চেনা চেনা বোধ হচ্ছিল কেন!

খারেব। (স্বগতঃ) না, আর বাধা দিতে চেষ্টা করা বৃথা।

৩য় সৈনিক। চল শালা, চল চল। আজ প্রভু সামন্দেশের কাছে প্রচুর পারিতোষিক পাওয়া যাবে।

(খারেবকে লইয়া সকলের প্রস্থান—কাকাতুয়ার পুনঃ প্রবেশ)

কাকাতুয়া—(বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)—কোঁ।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—আমনদেবের মন্দির প্রাঙ্গণ

সামন্দেশ। আর কত সয়? একটা মানুষের বুক, তাতে কত জ্বালার ঠাঁই হবে। আমি আর যে সইতে পাচ্ছি না। আমনদেব, তুমি তো সব দেখছ, সবই জানছ, তবে এর প্রতিকার কর্চ্ছ না কেন? একদিন যারা আমার জীবন মধুময় করেছিল, সুদূর অতীতের সেই শান্ত প্রভাতে স্বপ্নজাগরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার আধ-ঘুমন্ত চো'খের সম্মুখে এই চিরপুরাতন ধরণীকে নূতন সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল, কোথায় তারা আজ?—কত দূরে? বলে দাও প্রভু, কবে তাদের দেখা পাব, আমার এই দীর্ঘ মেয়াদ কবে ফুরোবে, আমার এই ভ্রান্ত ভ্রমণের শেষ কবে হবে?—(নেপথ্যে গীতধ্বনি)—ঐ যুবরাজের বিবাহের শোভাযাত্রা আসছে। এখনই প্রাণের জ্বালা প্রাণে চেপে রেখে পৃথিবীর কাজে যোগদান কর্ত্তে হবে। হায়, তাদের কথা যে নির্ব্বিঘ্নে একটু চিন্তা করব তারও অবকাশ নেই।

(সামন্দেশ অগ্রসর হইয়া সমাগতদিগকে প্রত্যুদগমন করিতে গেলেন

—গাহিতে গাহিতে নারীগণের প্রবেশ—তৎপশ্চাৎ বিবাহের শোভাযাত্রা —সর্ব্বশেষে হারেমহেব, সায়া ও রামেশিস—তৎপশ্চাৎ জনসঙ্ঘ—সঙ্গে নাহরিণ)।

নারীগণ।　　গীত

আমার ভরা কলসী বঁধু খালি করো না—
খালি করো না, খালি করো না, আমার নূতন সোহাগ বারি গড়িও না!
ওপারে তুফান বঁধু সাঁ সাঁ সাঁ, এ' পারে মিঠি হাওয়া বাহবা বা!
ওপারে উঠুক ঢেউ বারণ করোনা কেউ, এ বঁধুয়া জলে ঢেউ দিওনা—
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না, মাঝদরিয়ার তরি ডুবিও না!
এ পারে উঠে গান, গুন্ গুন্, মৃদু তান, চিড়িয়া মিঠি বোলে
বঁধু বাধা দিওনা, বাধা দিওনা॥

নাহরিণ। (স্বগত) আমি এখানে এলুম কেন? যে কোন পশ্চাৎ হতে তাড়না কর্ত্তে কর্ত্তে আমায় এইখানে নিয়ে এলো। আমি পিতার উদ্ধারের চেষ্টায় বেরিয়েছি,—কিন্তু এত উৎসব ক্ষেত্র, এখানে বেদনার স্থান কোথায়? অশান্ত প্রাণ! স্থির হও। আকাশের দেবতাগণ! কিছু-ক্ষণের জন্য নাহরিণের কণ্ঠরোধ করে দাও,—যেন কেউ তার ব্যথিত হৃদয়কে সহস্র তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ কর্লেও সে কথাটী কইতে না পারে। আজ সবাই আনন্দে মগ্ন, কারু কথা কেউ শুনছে না। সুতরাং এ আমোদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা কর্ত্তেই হবে।

হারেমহেব। বৎস রামেশিস! মা সায়া! আজ তোমাদের জীবনের এক মহা শুভদিন! যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে ততদিন তোমাদের সকল সুখ সকল আশা সকল কার্য্যের মধ্য দিয়ে এই দিনের মঙ্গল-বাদ্য বেজে উঠবে, এই শুভদিনের পুণ্যস্মৃতি জেগে উঠবে উষার প্রথম অরুণরাগের মত, এক রঙ্গীন আলো তোমাদের মুখে ছড়িয়ে পড়ে নূতন জ্যোতিঃতে তোমাদের ভূষিত করে দেবে। মনে রেখো, আজ

তোমাদের মিসরই সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকে ধরণীর অন্ধকার ঘুচিয়ে দিচ্ছে। ব্যাবিলন, সিরিয়া ফিনিসিয়া—তোমাদেরই আলোকে উদ্ভাসিত। আজ তোমাদের গৌরবমুকুটের মধ্যমণি মেম্‌ফিস্ অন্ধকার, থিবিস্ জনশূন্য, নীলার তীরে আইসিসের পবিত্র মন্দির ধ্বংসপ্রায়। সকলের স্থান অধিকার করে আছে তোমাদের এই রাজধানী কর্ণাক। এই গৌরবে তোমাদের গৌরব, মিসরের গৌরব, জগতের গৌরব। আমি আর কি বলব, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও, আমরণ সুখে থাক। দিনে দিনে তোমাদের গৌরব বর্দ্ধিত হোক।

নারীগণ। গীত

মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক মিলন
জীব জীব জীব—নিত্য অটুট হোক বন্ধন।
পুণ্য-সুখ-শান্তি-তৃপ্তি-বিরাজিত ভবনে
শুভ্র জীবন করহ যাপন পুলক মন্দ পবনে—
চরণতলে রহুক বদ্ধ প্রণত ধন্য ধরণী
সন্ততিকুল হউক পূজ্য বিশ্বমুকুটমণি ॥

হারেমহেব। (সামন্দেশের প্রতি)—প্রভু, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন এবং আমনদেবকে সাক্ষী করে এদের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করুন।

সামন্দেশ। আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি, বিশ্বদেবতা আমনদেবের কৃপায় তোমরা চিরসুখী হও, চিরজয়ী হও, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে জগতের পূজ্য হও।

নাহরিণ। (স্বগত) নাহরিণ! মন্দির দুয়ারে কুক্কুরী! চুপ কর, চুপ কর। পালিনি? তবে এখান থেকে দূর হয়ে যা। তবু?—তবু—তবে দাঁড়া—(দুই হস্তে নিজ কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল)—

সামন্দেশ। রামেশিস! সায়া। এসে হাতে হাত দাও। আজ হতে—

নাহরিণ। না না, ক্ষান্ত হও, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। যদি এ

বিশ্রুত ফারাও হারেমহেবের অধিকার হয়, যদি এই মহামান্য ফারাওয়ের সিংহাসনতলে বড় ছোট সকলের সমানভাবে সুবিচার পাবার প্রত্যাশা থাকে, তবে যতক্ষণ না ক্ষুদ্র কাফ্রি-বালিকার এক গুরুতর অভিযোগের মীমাংসা হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

রামেশিস। (স্বগত)—নাহরিণ!—কি সর্ব্বনাশ! আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর্ত্তে এসেছে,—আর রক্ষা নেই!

হারেমহেব। কে তুমি বালিকা? মিসরের ফারাও হারেমহেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এমন অসমসাহসিক উদ্ধত বাক্য উচ্চারণ কর? কি এমন গুরুতর তোমার অভিযোগ যে তোমার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব সহ্য হয় না—যার জন্য তুমি আমার অভীপ্সিত শুভকার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হও।

নাহরিণ। সম্রাট, আমার অভিযোগ অতি গুরুতর। কিন্তু তা প্রকাশ করবার আগে আমায় অভয় দিন যে সুবিচার পাব। প্রভু, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা হয়, আমি বরাবর অবিচারই পেয়ে আসছি, অবিচার অত্যাচারেই আমি অভ্যস্ত। তাই আজ সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়িয়েও আমার আতঙ্ক দূর হচ্ছে না।

সামন্দেশ। সম্রাট, এ কি? মিসরের সর্ব্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা ঘৃণিতা কাফ্রি-বালিকা আমাদের শুভকার্য্যে বাধা দিতে সাহস করে, আর তুমি তাকে প্রশ্রয় দিতে পার,—এ যে আমার ধারণার অতীত। সম্রাট, শুভকার্য্যে এ অমঙ্গল অসহ্য। যদি আমার সদুপদেশ শোন, তবে এই মুহূর্ত্তে এই অলক্ষণ-কাফ্রি বালিকাকে দূর করে দাও।

হারেমহেব। না প্রভু, এ কাফ্রি-বালিকা নয়। একটা বালিকার রূপধরে আমার অসংখ্য কাফ্রি-প্রজা আমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার সুবিচারে সন্দেহ প্রকাশ কচ্ছে, আমার গর্ব্বে আঘাত দিয়েছে,—আমি সত্যই ফারাও হারেমহেব কিনা তাই প্রশ্ন কচ্ছে। মঙ্গল হোক, অমঙ্গল

হোক, আমি এর অনুযোগ শুনব এবং বিচার করব। বালিকা, আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি। তোমার কি অভিযোগ নির্ভয়ে বল। আমি এই আমনদেবের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আমি সুবিচার করব।

নাহরিণ। তবে বলুন সম্রাট, যদি কেউ এক সংসার-জ্ঞানহীনা সরলা বালিকাকে প্রেমের প্রলোভনে স্বর্গে তুলে দিয়ে, তার মনঃপ্রাণ উচ্ছিষ্ট করে, তারপর তাকে কলঙ্কের নরকে নিক্ষেপ করে, তবে তার কি সাজা? যদি কোন চক্ষুষ্মাণ পুরুষ এক অন্ধ নারীকে অমৃতের লোভ দেখিয়ে তার মুখে হলাহল তুলে দেয়, তবে তার কি সাজা?

হারেমহেব। বালিকা, স্পষ্ট কথায় বল, কি তোমার অভিযোগ? কার বিরুদ্ধে অভিযোগ?

নাহরিণ। সম্রাট, বলব,—কিন্তু বিচার হবে কি?

হারেমহেব। বিচার, বিচার, বিচার,—আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আমি বিচার করব। এমন কি, যদি, এই যুবরাজ রামেশিস অপরাধী বলে প্রমাণ হয় তবু তুমি সুবিচার পাবে। বল, কি তোমার অভিযোগ?—কার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ?

নাহরিণ। তবে যা বলেছি তাই আমার অভিযোগ, আর এই যুবরাজ রামেশিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

সামন্দেশ। চুপ কর্ ঘৃণিত কুক্কুরী। এ বিবাহ-সভা, এ বাতুলাগার নয়। সম্রাট, তুমি কি আরও শুনতে চাও?

হারেমহেব। বালিকা, তুমি কি বলছ? যুবরাজ রামেশিস অপরাধী?

নাহরিণ। হ্যাঁ সম্রাট, আমি সত্য বলছি, যুবরাজ রামেশিস অপরাধী। আমার—এই দরিদ্র কাফ্রি-বালিকার—শত দুঃখ শত অশান্তির মধ্যে এতটুকু ক্ষুদ্র সুখ অসহ্য হয়েছিল কার?—এ'র। এই পবিত্রা কুমারীর শুভ্র অন্তঃকরণে চিরদিনের মত কালী মাখিয়ে দিয়েছে কে? ইনি। আমার সুখ-স্বপ্নের মহান্ স্বর্গকে পদদলিত করে এই কোমল-বক্ষে নৃশংস ঘাতকের মত ছুরি বসিয়েছে কে?—ইনি। কি সম্রাট, চুপ করে

রইলেন যে? আপনি যদি সত্যই ফারাও হারেমহেব হন, তবে আপনার শপথ রক্ষা করুন, সুবিচার করুন।

সায়া। এ অসম্ভব, মিথ্যা কথা। কাফ্রি-কুমারী, তুমি কি জান না সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুবরাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ কর্লে কি হয়?

নাহরিণ। জানি—তবু বলছি। সম্রাট-নন্দিনী আপনার যদি চোখ থাকে দেখুন, যদি কান থাকে শুনুন, যদি হৃদয় থাকে ভাবুন। যে, স্বার্থপর এক নারীর বিশ্বাস রাখে নি, সে অন্য নারীর বিশ্বাস রাখবে কেন? যে একের ব্যথা বোঝে নি, সে অপরের বুঝবে কেন?

হারেমহেব। রামেশিস, নতশিরে চুপ করে রইলে যে? এ কথার উত্তরে তোমার কি বলবার আছে বল।

নাহরিণ। বল—এই আমনদেবের মূর্ত্তির দিকে চেয়ে বল, নিজের বুকে হাত দিয়ে বল, আমার মুখপানে তাকিয়ে বল,—তোমার কি বলবার আছে?

হারেমহেব। কি, তবু চুপ করে রইলে? রামেশিস, রামেশিস, তুমি যদি মনে করে থাক যে চুপ করে থেকে আমার বিচার হতে অব্যাহতি পাবে, তবে তুমি ভুল বুঝেছ।

সায়া। বল প্রিয়তম, কি এত ভাবছ? বল, বল এ অভিযোগ মিথ্যা।

সামন্দেশ। সম্রাট, যুবরাজ ছেলে মানুষ, তোমার ক্রোধ দেখে ভীত হয়েছে, তাই কিছু বলতে পাচ্ছে না। তুমি একে আমার কাছে রেখে যাও,—এ আমার কাছে নিশ্চয়ই সত্য কথা বলবে।

নাহরিণ। কি সম্রাট, বিচার করুন। আপনি শপথ করেছেন, শপথ রক্ষা করুন।

হারেমহেব। রামেশিস, আমার নিকটে এসো। (রামেশিস আদেশ পালন করিল।) রামেশিস, আমি তোমায় এই শেষবার প্রশ্ন কচ্ছি, উত্তর দাও। যদি না দাও তবে এই তরবার দেখছ, এই মুহূর্ত্তে তোমার বুকে আমূল বিদ্ধ হবে। বল, এ বালিকার অভিযোগের বিরুদ্ধে তোমার কি বলবার আছে? কি, তবু চুপ করে রইলে? তবে রে দুর্ব্বৃত্ত,— (তরবারি উত্তোলন)

(সায়া ও নাহরিণ ছুটিয়া আসিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল)

নাহরিণ। সম্রাট, বিচার করুন হত্যা করবেন না।

সায়া। বাবা, বাবা, দয়া করুন, রক্ষা করুন।

হারেমহেব। সায়া, যদি এই পামরের জন্য দয়া ভিক্ষা কর্ত্তে হয় তবে এই কাফ্রি-বালিকার পায়ে ধরে দয়া ভিক্ষা কর। আমি বুঝেছি এর প্রাণে দয়া আছে। এ যদি ক্ষমা করে তবেই আমি ক্ষমা করব। নইলে আমার ক্ষমা করবার অধিকার নেই।

সামন্দেশ। সম্রাট তুমি জ্ঞান হারিয়েছ, কি কচ্ছ বুঝতে পাচ্ছ না।

হারেমহেব। দেখছি তোমরা সকলেই আমার কর্ত্তব্য পথের অন্তরায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা তোমাদের। তোমরা কিছুতেই আমায় বিচলিত কর্ত্তে পারবে না। আমি সর্ব্বসমক্ষে দেবতার নামে শপথ করেছি। মিসরের ফারাও হারামহেব কদাচ শপথ ভঙ্গ করে না। রামেশিস, আমি তোমায় আর তিন দিন সময় দিলেম। আজ হতে তৃতীয় দিবসে যদি ধর্ম্মাধিকরণের সমক্ষ তোমার দোষ স্খলন কর্ত্তে না পার তবে তোমার প্রাণদণ্ড হবে, মনে থাকে যেন।

সামন্দেশ। সম্রাট, মিশরের প্রধান ধর্ম্মাধিকার আমি। আমার সম্মুখে এই অভিযোগের বিচার হবে। তৎপূর্ব্বে যুবরাজের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করবার তোমার অধিকার নেই।

হারেমহেব। উত্তম। কিন্তু প্রভু, স্মরণ রাখবেন বিচারকের চক্ষে মিসরের যুবরাজ আর এক দীন কাফ্রী উভয়ই সমান। সুতরাং দেবতার দিকে চেয়ে ধর্ম্মের দিকে চেয়ে সুবিচার করবেন। রামেশিস, মনে থাকে যেন আর তিন দিন মাত্র সময়। রক্ষিগণ, এই দুর্বৃত্তকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাও।

(দুইজন রক্ষী আদেশ মাত্র উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রামেশিসের দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।)

———

পঞ্চম অঙ্ক

——০:*:০——

প্রথম দৃশ্য—নদীতীর।

বুলা ও কাকাতুয়া।

বুলা। আমি যে কিছুই বুঝতে পার্ছি না কাকাতুয়া। এই একখানি ছবির মধ্যে এমন কি আছে,, যা দেখে সামন্দেশ তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগা লক্ষীছাড়াটাকে ছেড়ে দেবে? বাবা তো তাঁর কত কালের প্যাটরা আর তোরঙ্গ খুঁজে খুঁজে এই ছবিখানি বার কর্লেন। কি যত্নেই একে রেখেছিলেন। বাকলের পর বাকল, তারপর পঁচিশ পরত কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে থেকে যখন একে বার কর্লেন, আমি মনে কর্লুম না জানি কি!

কাকাতুয়া। তাইতো দিদিমণি, ব্যাপারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে। কিন্তু বুঝতে বড় একটা আমিও পাচ্ছি না। তা' বুঝ শুঝে আর কি হবে? বাবা যেমন যেমন বলে দিয়েছেন তেমনি তেমনি করা যাক, পিছে দেখ্ লেঙ্গে। ছবিখানা একবার আমার হাতে দাওতো, একবার বেশ করে হাল মালুম করে নি'।—(ছবি লইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল)

বুলা। কিন্তু বাবা নিজে এলেন না কেন? এত করে তাঁকে বল্লুম, তিনি কিছুতেই গুরু সামন্দেশের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন না। কেন, সেওতো একটা মানুষ, ধরে তো আর আস্তই গিলে ফেলতো না। নাঃ, আমার বাবার উপরও বড্ড রাগ হচ্ছে।

কাকাতুয়া। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

বুলা। কি রে, হঠাৎ ক্ষেপে গেলি নাকি?

কাকাতুয়া। (অঙ্গুলীদ্বারা চিত্রের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) কৌ অর্থাৎ চেয়ে দেখ। ওঃ এই ভূতুড়ে মাগীটাকে দেখছ?—কি কালো!

আমার চাইতেও কয়েক পোঁছ বেশী। কিন্তু তার কোলে এই লাল টুকটুকে ছেলেটা দেখেছ?—ওটা নয়, ও তো ছেকলে বাঁধা একটা বাঁদর—এইটে—হাঁ, দেখছ?—যেন একেবারে অমাবস্যার আকাশে এক টুকরা চাঁদ। এর মানেটা হচ্ছে কি দিদিমণি। আর এর সঙ্গে গুরু সামন্দেশের সম্পর্কটাই বা কি ?

বুলা। মানে চুলোর ছাই, আর সম্পর্ক ঘোড়ার ডিম। বুড়ো বয়সে বাবার ভীমরতি ধরেছে। নইলে মানুষ নাকি আবার একটা ছবি দেখে ভয় পায় ?

কাকাতুয়া। এ মাগীটা দাই কক্ষণো নয়। তা হলে এমন করে ছেলের মাথায় হাত বুলোতে পার্ত্তনা। নিশ্চয়ই এ ছেলেটার মা। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, কালো মায়ের গোরা ছেলে। গুরু সামন্দশের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? অ্যাঁ তাই কি? এই যে ছেলেটার কপালে একটা আঁচিল—বেশ করে মিলিয়ে নিতে হবে। তা যদি হয় তবে তো ব্যাস, কাম ফতে। দিদিমণি, কৌ,—অর্থাৎ বুঝে নিয়েছি।

বুলা। কি রে, কি বুঝে নিয়েছিস ?

কাকাতুয়া। সে এখন বলবার সময় নেই। তার আসবার সময় হয়েছে, এখুনি সে সূর্য্য প্রণাম করতে আসবে। তুমি সুরু করে দাও। ওই আসছে—এসে পড়লো যে। বসে পড়—আঃ সব মাটি কর্লে—কৌ।

(সামন্দেশের প্রবেশ)

বুলা। লক্ষ্মী আমার, দাদা আমার, ভাই আমার, ছবিখানি দে। আজকে একদিন না খেলে কিছু এসে যাবে না, এমন তো কতদিন না খেয়ে কেটে গেছে, তবু তো আমরা আজও বেঁচে আছি। কিন্তু ও ছবি গেলে, যার জন্য আমরা এত কষ্ট করে এতদূর এসেছি, তার কিনারা হবেনা।

সামন্দেশ। কতকাল—আরও কতকাল দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে

হবে। আশা নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই—আছে শুধু একটা আশঙ্কা—এই নিয়ে তবু আমায় দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হবে। পিতার গণনা অভ্রান্ত। তিনি বলেছিলেন, অশীতিবর্ষ বয়সে আমার ছদ্মবেশ মোচন হবে, স্বরূপ প্রকাশিত হবে। এতদিন এ কথার অর্থ বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বুঝছি। যত দিন যাচ্ছে ততই এ কথার অর্থ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। কে কোথা হতে এসে আমার জন্মবৃত্তান্ত, আমার কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশ করে দিয়ে আমার গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখর হতে নরকের অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করবে।—কে সে? আমার এমন মর্ম্মান্তক শত্রু কে আছে? তার কথা কে বিশ্বাস করবে? তার একমাত্র প্রমাণ সেই মূক চিত্র। তা কি আজও তেমনি উজ্জ্বল আছে, না কালের অমোঘ তুলিকাপাতে তার কালিমা রেখা মুছে গেছে?

কাকাতুয়া। ঠিক হয়েছে—আঁচিলটি ঠিক জায়গায় আছে! আর যায় কোথা? কৌ!—ওরে পোড়ামুখী, আজ যদি না খেয়ে মরি, তবে কাল এ ছবি কার হাতে গেল না গেল তাতে আমাদের কি বয়ে গেল? দে আমায় ছবি, বাজারে গিয়ে বেচে আসি। দু'চার পয়সা যা পাই আজ তো খেয়ে বাঁচি,—কাল তখন কিছু পাই, না হয় আবার গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।

সামন্দেশ। কারা এঁরা? কি এ ছবি? এ কি, আমার বুকের ভিতর সহসা এমন করে উঠল কেন? না, দেখতে হল। বালিকা তোমার হাতে ও ছবিখানি কি? একবার দেখতে পাই কি?

বুনা। হ্যা, কিন্তু দূর থেকে। কারু হাতে আমি এ ছবি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দিতে পারব না। এই দেখ।—

সামন্দেশ। (স্বগতঃ) সেই চিত্র!—আজও তেমনি উজ্জ্বল রয়েছে!—দেবতা জুটিয়ে দিয়েছেন। যখন একবার সন্ধান পেয়েছি, তখন আর ছাড়া হবে না। আঃ বাঁচলেম! বালিকা, ছবিখানি আমাকে দাও, আমি তোমাদের প্রচুর পুরস্কার দেব।

কাকাতুয়া। (স্বগত)—এই হে ওষুধ ধরেছে।—(প্রকাশ্যে)—এই, দিয়ে ফেল্ ছবিখানা। দিবি না? না, তুই ভাল কথার লোক নোস—(ছিনাইয়া আনিতে গেল)—

বুলা। (চীৎকার করিয়া)—ওগো দোহাই তোমাদের, আমার ছবিখানি নিও না। আমি দেব না, কিছুতেই দেব না, প্রাণ গেলেও না—কাকাতুয়ার হাত কামড়াইয়া দিল)—

কাকাতুয়া। উঃ হুঃ হুঃ। রাক্ষসীর দাঁতে যেন কেউটের বিষ!

সামন্দেশ। বালিকা, তুমি এ ছবির বিনিময়ে কি চাও? যত টাকা চাও আমি তোমায় দেব। বল, তুমি কত টাকা চাও?

বুলা। লাখ টাকা দিলেও না।

সামন্দেশ। বেশ, আমি দু'লাখ দিচ্ছি।

বুলা। দশ লাখেও না—ক্রোড় টাকাতেও না। টাকা দিয়ে এ ছবি দুনিয়ার কেউ কিনতে পারবে না।

সামন্দেশ। তবে?

কাকাতুয়া। ওরে হতভাগী মুখপুড়ী, এখনো দিয়ে ফেল! লাখ টাকা কি মুখের কথা? হাজার গণ্ডায় এক লাখ হয়,—একদিনে আমরা বড় লোক হয়ে যাব। কি হবে ও ছাই ছবি নিয়ে? আমি তো ও রকম ছবি পাঁচ পয়সা দিয়েও কিনি না।

সামন্দেশ। বালিকা, বল কি হলে তুমি ও ছবি দেবে?

কাকাতুয়া। মশাই, আপনি ও পাগলীর সঙ্গে আর মিছে বকে বকে মেজাজ খারাপ করবেন না। আপনি আমার সঙ্গে বাজারে চলুন, আমি ওর চেয়ে ঢের ভাল ছবি পাঁচ সিকেয় কিনে দিচ্ছি।

সামন্দেশ। চুপ কর। বালিকা তুমি ও ছবির বিনিময়ে কি চাও?

বুলা। আমি চাই—আমার একজন বড় আপনার জন হারিয়ে গেছে, সে এই সহরের দিকে এসেছিল আর ফিরে যায়নি। আপনি

দয়া করে এই ছবিখানির বদলে তাকে খুঁজে এনে দিন। আমি শুনেছি, পৃথিবীতে এমন একজন আছে, যার এই ছবিখানি ভারি দরকার। আপনি যদি সেই লোক হন, তবে দয়া করে আমার এই উপকার করুন। আর যদি আপনি সে লোক না হন, তবে নিজের কাজে যান,—আপনি এ ছবি কিনতে পারবেন না।

সামন্দেশ। আশ্চর্য্য! বালিকা, এ কথা তোমায় কে বল্লে?

বুন্না। আমার বাবা বলেছেন। তিনি যে সওদাগরের কাছে এ ছবি কিনেছিলেন, সে তাঁকে বলে দিয়েছিল।

সামন্দেশ। সওদাগর? সওদাগর? সে কোথায় থাকে?

বুন্না। জানি না। তবে শুনেছি অনেকদিন আগে সিরিয়া দেশে তার সঙ্গে বাবার দেখা হয়েছিল।

সামন্দেশ। তোমার বাবা কোথায়?

বুন্না। তিনি রুগ্ন, বাড়ীতেই আছেন।

সামন্দেশ। (স্বগত) দেখতে হল, খুজে দেখতে হল! সমগ্র সিরিয়া পাতি পাতি করে খুজে দেখব সে আজো বেঁচে আছে কি না। বালিকা, আমি সেই লোক যার এ ছবিখানি দরকার। বল তুমি কা'কে হারিয়েছ, তার নাম কি, আমি খুজে দেখি যদি তাকে কোথাও পাই।

বুন্না। তার নাম থাবেব।

সামন্দেশ। কাফ্রি থাবেব!

বুন্না। হাঁ সেই।

সামন্দেশ। বালিকা, সে আমার কাছেই আছে। তোমরা আমার সঙ্গে চল, আমি তোমার কথিত মূলেই এ ছবি কিনব। তোমার হাতে থাবেবকে সমর্পণ করে এ চিত্র আমি গ্রহণ করব।

বুন্না। সত্য বলছেন?—মহাশয়, আপনার বড় দয়া। দেবতা আপনাকে আরো অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখুন, যেন আপনি আমার মত

অনেক ভিখারিণী প্রাণ বাঁচাতে পারেন।

কাকাতুয়া। (জনান্তিকে) কৌ! (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আবনের পরিত্যক্ত গৃহের সন্নিকটস্থ পার্বত্য-ভূমি পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছে।

নাহরিণ। এই খানে—এই খানে সেদিন আমার কাফ্রি-জীবনের প্রথম সুপ্রভাত হয়েছিল, আমার জন্মজন্মান্তরের আরাধ্য দেবতা মেঘান্তে নবশারদপ্রভাতের রাঙ্গা রবির মত নবরাগে রঞ্জিত এক নূতন ভবিষ্যত নিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এখনো যেন স্পষ্ট দেখছি—এইখানে আমি মৃদুমলয়-তাড়িতা বল্লরীর মত নবযৌবন-ভরে মৃদু মৃদু কাঁপছিলেম, আর তিনি করে কর ধরে একদৃষ্টে আমার মুখপানে তাকিয়ে বলেছিলেন—'ভালবাসি…ভালবাসি…ভালবাসি'—যেন একটা স্বপ্ন। আমার সে স্বপ্ন আজ ভেঙে গেছে। যাক্ তবু এই আমার স্বর্গ। শুনেছি মরুভূমির মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিক মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে তার ভ্রান্তির প্রথম স্থানে ফিরে আসে। আমিও আজ তেমি এইখানে এসেছি। আমার মরবার সময় হয়েছে, তাই এই ভূমির একটা মাদক আহ্বান আমার প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত হয়ে আমায় চুম্বকের মত এইখানে টেনে এনেছে। রামেশিস। রামেশিস! জানিনা তুমি নাহরিণকে আজ কি মনে কর্চ্ছ। যাই মনে কর, কিছু আসে যায় না। কাল প্রকাশ্য বিচারালয়ে যখন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর্ত্তে কেউ বেঁচে থাকবে না, যখন নিলজ্জার মত কেউ চীৎকার করে বলবে না—'সম্রাট, বিচার কর, —বিচার কর',—তখন বুঝি তুমি আমায়

ঠিক চিনবে! তখন বুঝবে—আমি তোমায় কত ভালবাসি। তখন প্রিয়তম, একবার এসে এইখানে দাঁড়িও, এই ভূমির উপর পা রেখে আকাশকে সম্বোধন করে তারস্বরে বলো—'নাহরিণ! আমি তোমায় ভালবাসি'—শুধু একবার—তাতেই আমি তৃপ্তিলাভ করব—আমার ব্যাকুল আত্মা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। আর কেন?—এইবার সব শেষ হোক! বাবা! আমি তোমার অভাগিনী কন্যা, তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পার্লেম না। আমার বুক ভেঙ্গে গেছে, এ ভগ্ন প্রাণে আর শক্তি নেই। আমায় ক্ষমা করো বাবা, আমি যাই—

(নাহরিণ জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল—সায়ার প্রবেশ)

সায়া। নাহরিণ, নাহরিণ—এ কি। (হাত ধরিয়া নিরস্ত করিল)

নাহরিণ। কে তুমি?—কে তুমি এমন করে পিছু ডেকে আমায় পথ ভুলিয়ে দিলে?

সায়া। নাহরিণ, আমি তোমার কাছে এসেছি, একটা কথা বলতে এসেছি!

নাহরিণ। তুমি!—সম্রাটনন্দিনী সায়া!—তুমি আমার কাছে একটা কথা বলতে এসেছ!

সায়া। নাহরিণ। তুমি মর্ত্তে যাচ্ছিলে কেন?

নাহরিণ। সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? আমি মর্ত্তে যাচ্ছিলুম কেন তা শুধু আমি জানি। আর কে তা জানবে, কেই বা বুঝবে? যাক্, তুমি কি বলতে আমার কাছে এসেছিলে তাই বল, আমার বেশী অবকাশ নেই।

সায়া। নাহরিণ, তুমি যুবরাজকে ক্ষমা কর, তার নামে তুমি যে অভিযোগ করেছ তা' প্রত্যাহার কর,—তাঁকে বাঁচতে দাও।

নাহরিণ। এই কথা? এই কথা বলতে তুমি আমার কাছে এসেছ? কি প্রয়োজন ছিল তোমার এত কষ্ট করে খুঁজে খুঁজে আমার

কাছে আসবার? এই তো আমি তার উপায় কর্ত্তে যাচ্ছিলেম,—আমার এই বক্ষ-পিঞ্জর হতে অবরুদ্ধ প্রাণবায়ুকে ঝড়ের মতন বহিয়ে দিয়ে তাঁর পথের ধুলি কাঁকরকে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেম,—তুমি এসেই তো সব গুলিয়ে দিলে।

সায়া। সে কি! সে কি! সে যে আত্মহত্যা।

নাহরিণ। হত্যা নয়, বলি। একে আত্মহত্যা বল সম্রাট-কন্যা? ওই আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, দিবাশেষে শ্রান্ত সবিতা পাটে বসেছে, কি গাঢ় রক্তিম রাগ সে প্রতীচির উন্নত সীমন্তে পরিয়ে দিয়েছে! ঐ সূর্য্য ডুবে গেলে অমন সুন্দর মুখখানি ম্লান হয়ে যাবে, এই দুঃখে কমলিনী যদি নিজের বুক চিরে রক্ত দিয়ে তার ললাটখানি রাঙা করে রাখতে চায়, তাকে তুমি আত্মহত্যা বলো না সম্রাট-কন্যা।

সায়া। কিন্তু, কিন্তু আমি এ যে বুঝতে পাচ্ছি না—তুমি যুবরাজকে এত ভালবাস অথচ তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছ?

নাহরিণ। আমার অবস্থা তুমি কেমন করে বুঝবে? এ আমি তোমায় বোঝাতে পারব না,—আমি নিজেকেই ভাল করে বোঝাতে পারিনি, তবে এটুকু স্থির বুঝেছি যে, আমি না মর্লে যুবরাজের প্রাণ রক্ষা হবে না।

সায়া। কেন তুমি তাকে ক্ষমা করবে। কাল ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে বলবে, তাঁর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ নেই।

নাহরিণ। না, আমি তা পারব না! তার চেয়ে এ ঢের সোজা। আমি মন ঠিক করেছি। তুমি যাও সম্রাট-কন্যা, আমায় মর্ত্তে দাও, এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করো না।

সায়া। না, আমি কিছুতেই তোমায় একলা ফেলে যাব না—তোমায় মর্ত্তে দেব না।

নাহরিণ। তবে আমার দোষ নেই। আমি তোমায় এই শেষবার

বলছি, হয় তুমি এই মুহূর্ত্তে এই স্থান পরিত্যাগ করবে নতুবা যুবরাজের উষ্ণ শোণিতে কাল বাধ্যভূমি রঞ্জিত হবে! মনে রেখো, এ বর্ব্বরের প্রলাপ নয়—যা অ যার ভাগ্যে হয় নি তা তোমারও ভাগ্যে হবে না।

সায়া। (স্বগত) এ বিষম সমস্যা। একদিকে মিশরের ভবিষ্যৎ কারাও, আমার ইহপরকাল রামেশিস, অন্যদিকে এই প্রাণময়ী কাফ্রি-বালিকা। আমি যদি এখান থেকে চলে যাই তবে এ আত্মহত্যা করবে,—যদি না যাই তবে সে প্রাণ দেবে। এখন আমি কি করি? কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না, কে আমায় বলে দেবে এখন আমার কর্ত্তব্য কি? ইষ্টদেব! তুমি স্বর্গ হতে আমায় বলে দাও এখন আমি কি করব?

নাহরিণ। কি, এখনো দাঁড়িয়ে রইলে? আর এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ের মধ্যে বেছে নাও, যাবে কি থাকবে—যুবরাজ রামেশিস মরবে কি কাফ্রিকন্যা নাহরিণ মরবে? তবু দাঁড়িয়ে রইলে? তবে থাক, আমি চল্লুম। কাল যুবরাজ রামেশিস মরবে, কিন্তু সে দোষ আমার নয়, সে পাপ তোমার। (নাহরিণ চলিয়া যাইতেছিল—সায়া ডাকিল)

সায়া। নাহরিণ, নাহরিণ যেও না, একটা কথা শোন। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) নাহরিণ, দয়া কর, যুবরাজকে ক্ষমা কর, তাঁর প্রাণভিক্ষা দাও।

নাহরিণ। দয়া, ক্ষমা, প্রাণভিক্ষা—এ সব কি তোমরা আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছ? না আমি দিতে পারব না। এ সব আমার নেই। আমি দীনা হীনা কাঙ্গালিনী, মিসরের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর-শাবক, এ সব বড় বড় দামী জিনিষ আমি কোথায় পাব? তুমি মিসরের রাজকন্যা তোমার প্রসাদে খোঁজ, তোমার অসংখ্য মণিমাণিক্য-খচিত রত্নালঙ্কারের মধ্যে খোঁজ,—হয়ত ওসব জিনিষ পেলেও পেতে পার। আমার ঘরে, দীন কাফ্রির ঘরে এসব কেউ কখনো খোঁজে নি, দেখে নি, চায় নি, পায় নি। তুমিও চেও না—পাবে না। (নাহরিণ প্রস্থানোদ্যতা—সায়া তাহার পদতলে পড়িয়া গতিরোধ করিল)

সায়া। কেন পাব না বহিন? আমি যে তোমার ছোট বোন। তোমার স্নেহ, তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, এ যে তোমার কাছে আমার প্রাপ্য। এ হতে তুমি আমায় বঞ্চিত কর্ত্তে চাও? নাহরিণ! দেবী! দিদি আমার! তোমার মত বড় বোনের আশ্রয়ে এসে ছোট বোনটী তোমার ক্ষুণ্ণমনে ফিরে যাবে? একটা আব্দার করে তা পাবে না? এতো রীতি নয়। তোমায় দি:তে হবে। বল দেবে?

নাহরিণ। আর পার্লেম না। আমার সঙ্কল্প বানের জলে কুটোর মত ভেসে গেল। রাজকুমারী, ওঠ। আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার কর্চ্ছি। দেবতা তোমার স্বামীকে চিরজীবী করুন! তাঁকে বলো, নাহরিণের প্রাণের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। আর—

সায়া। আর কি বহিন?

নাহরিণ। আর পার যদি, আমার বাবাকে রক্ষা করো। ~~তিনি রাজাদেশে বন্দী হয়েছেন। তোমার পিতার কাছে তাঁর প্রাণভিক্ষা মেগে নিও।~~

সায়া। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তাঁর প্রাণরক্ষার ভার গ্রহণ কর্লেম।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগৃহের কক্ষ

থারেব নিমীলিত নয়নে ভূমিতলে উপবিষ্ট

(সামন্দেশ ও বালকবেশধারিণী বুলার প্রবেশ)

সামন্দেশ। আমি এর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেম, কাল প্রভাতে এর জীবলীলা শেষ হত। দেবতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই তুমি এসে মাঝখানে দাঁড়ালে! এ এখন তোমার—তুমি একে নি:য় যা খুসি কর্ত্তে পার।

(সামন্দেশের প্রস্থান)

থারেব। কোথায় চলেছ উন্মাদিনী? আলুথালু কেশ, আলুথালু বেশ, প্রোজ্জ্বল নয়নে স্নেহের দীপ্ত হুতাশন জেগে উঠেছে, কণ্ঠে ভাষা নেই, দেহে অনুভূতি নেই, হৃদয়ে স্পন্দন নেই, শুধু এক জাগ্রত মহাস্বপ্নের ধ্যানে তন্ময় হয়ে ছুটে চলেছ! একটু দাঁড়াও, একবার ফিরে চাও, একবার প্রাণভরে দেখে নি, জীবন সফল করে নি'—

বুলা। থারেব! থারেব!

থারেব। আর কতদূর যাবে? আমি যে তোমার বহু পশ্চাতে পড়ে আছি। নাগাল পাব না তা জানি, তবু দৃষ্টির বাইরে চলে যাও কেন? দয়া কর দেবী, একটু দাঁড়াও—

বুলা। থারেব, থারেব, কার ধ্যানে ডুবে রয়েছ? কে সে দেবী?

থারেব। আজ নয়তো আর কবে হবে? আর তো সময় নেই। আমার যে খেলা ফুরুল। কাল প্রভাতে এই দেহ ধুলায় লুটোবে, এ প্রাণ কোথায় থাকবে তাতো জানি না।

বুলা। থারেব! থারেব!—(পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা দিল)

থারেব। কে তুমি? কি চাও? আমি বেশ আছি, আমায় বিরক্ত করো না। যাও।

বুলা। আমি তোমার কারা-রক্ষক। কাল প্রভাতে গুরু সামন্দেশের আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। আমি জানতে এসেছি আজ তোমার কিছু বলবার আছে কিনা। যদি কিছু প্রার্থনীয় থাকে আমায় বল, আমি তা পূর্ণ কর্ত্তে চেষ্টা করব

থারেব। তুমি?—আমার কারা-রক্ষক?—তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবে?

বুলা। হাঁ, আশ্চর্য্য হচ্ছ যে?

থারেব। না কিছু না। কর ভাই, আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর—

আমায় দেবী দর্শন করাও—মরবার আগে তাঁর চরণে বর মেগে নি, যেন আবার আমি মানুষ হয়ে জন্মাই, যেন পরজন্মে তাঁর দেখা পাই, যেন তাঁর সেবা কর্ত্তে পাই ।

বুলা। দুত্তোর তোর দেবী! বলি কপ্‌চাচ্ছতো খুব। একবার তোমার দেবীর ঠিকানাটা আমায় দিতে পার, তার নাক-কান কেটে খেংরা মার্ত্তে মার্ত্তে দেশের বার করে দি'।

খারেব। (লম্ফ দিয়া উঠিয়া বুলার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল)—তবে রে বর্ব্বর,—

বুলা। আহা, ছাড়—ছাড়—বড্ড লাগছে—ছাড়—আমি—ওগো আমি—

খারেব। কে তুই?—(সহসা বুলার বেশ পরিবর্ত্তন)—একি, ইন্দ্রজাল না স্বপ্ন?—বুলা?

বুলা। আর সোহাগে কাজ কি? আমি তো আর দেবী নই যে তোমার পশুত্বটাকে বেমালুম হজম করে ফেলব। মরণ-দশা আমার যে, তোমার মত কাটখোট্টার সঙ্গে পীড়িত কর্ত্তে গেছি।

খারেব। আমি না জেনে অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি তো চলেছি, আর রাগ কেন? তুমি আমায় ক্ষমা কর, আর আমার বাবাকে বলো—

বুলা। ওঃ, চলেছেন?—তল্পিতল্পা বেঁধে কোথায় চলেছেন আপনি? চলাটা যেন অগ্নি পড়ে রয়েছে আর কি?

খারেব। তুমি তো জাননা, গুরু সামন্দেশ আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন!—কাল প্রভাতে—

বুলা। আর কাল প্রভাতে নয়, আজ রাত্রিতেই। তোমার প্রাণটা নেবার ভার আমার উপরে পড়েছে কি না, তাই আমি 'আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক' কর্ত্তে এসেছি। কাকাতুয়া!—

(আলোকহস্তে কাকাতুয়ার প্রবেশ)

কাকাতুয়া। কোঁ!

বুদ্দা। বেঁধে নিয়ে চলতো। ওকি, তোর হাতে যে আবার একটা আলো! আঃ মলো যা, বাঁধবি কি করে?

কাকাতুয়া। আলো নইলে প্রাণদণ্ড হবে কি করে? অন্ধকারে গলায় ফাঁশি পরাতে গিয়ে যদি পা'দুখানি জড়িয়ে ধর?

বুদ্দা। (চড় মারিতে গেল—কাকাতুয়া চড় এড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল)—তবে রে মুখপোড়া,—নে মস্কারা কর্ত্তে হবে না। চল্, আলো দেখা। (থারেবের প্রতি) চল হে চল, তোমার প্রাণদণ্ডের সময় হয়েছে।

থারেব। তুমি কি বলছ?—আমি যে কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না—

বুদ্দা। আহা চল না—(গলাধাক্কা)—আর বুঝে কাজ কি? চল্ না। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—বিচারালয়

বিচারকের আসনে শামন্দেশ—একপার্শ্বে নাহরিণ দণ্ডায়মান—
অপরপার্শ্বে রামেশিস উপবিষ্ট—রক্ষিগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান।

শামন্দেশ। নাহরিণ,—সম্রাট তোমার পিতাকে ক্ষমা করেছেন।—(শৃঙ্খলাবদ্ধ আবনকে লইয়া জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)—রক্ষী, এর শৃঙ্খল মোচন করে দাও!—(রক্ষী আদেশ পালন করিল)—আবন তুমি মুক্ত। সম্রাট তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীগণকে ক্ষমা করেছেন।

নাহরিণ: সম্রাটের জয় হোক, দেবতা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।—

(আবন নাহরিণের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল)

আবন। নাহরিণ, আমি বুঝতে পার্চ্ছি না, তুই কি আমাদের

উদ্ধার সাধন করেছিস ?

নাহরিণ। দেবতা করেছেন বাবা।

সামন্দেশ। নাহরিণ এইবার তোমার অভিযোগের বিচার হবে।

নাহরিণ। প্রভু, আমি আমার অভিযোগ প্রত্যাহার কর্চ্ছি। আপনার জয় জয়কার হোক, সম্রাটের গৌরব বর্দ্ধিত হোক, যুবরাজ দীর্ঘজীবী হোক, আমার কোন অভিযোগ নেই।

আবন। কিসের অভিযোগ নাহরিণ, কিসের প্রত্যাহার ? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

নাহরিণ। বাবা, আমি সম্রাটের কাছে যুবরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম—(মুখ নত করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল)

আবন। বুঝেছি—কিন্তু এখন তুই এ কি বলছিস ?

সামন্দেশ। নাহরিণ, বেশ করে ভেবে বল, তুমি কি সত্যই তোমার অভিযোগ প্রত্যাহার কচ্ছ ? কোন সন্দেহ নেই ? এ ধর্ম্মাধিকরণ, এখানে যা তা বলা চলে না। যা বলবার ধীরচিত্তে ভেবে বল।

আবন। নাহরিণ, নাহরিণ, এখনও সময় আছে, এখনো বুঝে দেখ। আমার বোধ হয়, তোর মতিভ্রম ঘটেছে, যা বলছিস তার অর্থবোধ কর্ত্তে পাচ্ছিস না।

নাহরিণ। আমি সত্যই যুবরাজের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ প্রত্যাহার কর্চ্ছি, কোন সন্দেহ নেই।

আবন। হায়, তোকে নিয়ে আমি কি করব! কি জানি কে তোকে যাদু করেছে, তুই একেবারে নিজের সর্ব্বনাশে বদ্ধপরিকর হয়েছিস। বিচারপতি, আমার কন্যা অসুস্থ। এর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। এর কথা গ্রাহ্য নয়। এর হয়ে আমি বলছি, যুবরাজ অপরাধী। তাঁর যদি নিজ পক্ষ সমর্থনে কিছু বলবার থাকে তিনি বলুন, নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করুন।

সামন্দেশ। নাহরিণ, আমার কথার উত্তর দাও।

নাহরিণ। বিচারপতি, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার মস্তিষ্কের কোন বিকার ঘটেনি। আমি আমার অভিযোগ প্রত্যাহার কচ্ছি।

সামন্দেশ। তবে তুমি বলতে চাও যুবরাজ নিরপরাধ?

নাহরিণ। আমি আমার অভিযোগ প্রত্যাহার করছি,—এতে আপনি যা বুঝুন, আমার আপত্তি নেই।

(সামন্দেশ এক মনে কি লিখিতে লাগিলেন)

আবন। নাহরিণ, বুঝলেম তোর উদ্ধার সাধন দেবতারও দুঃসাধ্য। আমার নিজের জন্য আমার দুঃখ নাই, দুঃখ তোর জন্য। দুঃখ এই যে তুই বুদ্ধিমতী হয়েও নিজের ফাঁদে নিজে গলা বাড়িয়ে দিলি। আজ বুঝলেম, দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

নাহরিণ। বাবা, বাবা, সমগ্র পৃথিবী আমায় ত্যাগ করে করুক, বিশ্বজগৎ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াক, তবু তুমি আমার উপর রাগ করো না, তুমি আমায় ত্যাগ করো না।

সামন্দেশ। নাহরিণ, আমি তোমায় সম্রাটের সমক্ষে যুবরাজের নামে মিথ্যা অভিযোগ করবার অপরাধে অভিযুক্ত কচ্ছি। আর আবন, এর সমর্থন করেছ, তুমিও অপরাধী। তুমি রাজাদেশে মুক্ত হলেও আমি তোমাকে পুনরায় অভিযুক্ত কচ্ছি। তোমাদের অপরাধ যেমন গুরুতর, আমার বিচারে তোমাদের দণ্ডও তেমনি গুরুতর হবে। তোমরা মহামান্য ফারাওয়ের সামান্য কাফ্রি-প্রজা হয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ রামেশিসের জীবনের প্রতি হিংসা করেছ, ধর্মাধিকরণের সমক্ষে মিথ্যা বলেছ। এই অপরাধে তোমাদের উভয়কে জীবন্ত তপ্ততৈল-কটাহে নিক্ষেপ করা হবে।

রামেশিস। না, না প্রভু, আমি অপরাধী। আমি অপরাধ স্বীকার কচ্ছি।

সামন্দেশ। যুবরাজ তুমি মুক্ত। তুমি এই মুহূর্ত্তে এই স্থান ত্যাগ কর্ত্তে পার।

নাহরিণ। না, না অপরাধ আমি করেছি, আমার শাস্তি হোক। আমার পিতা সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তাকে কেন দণ্ড দেবে?

রামেশিস। ওঃ কি সর্ব্বনাশ করেছি! আমিই এদের মৃত্যুর কারণ! পাপের বোঝা আমার মাথায়ই এসে পড়েছে। নিরপরাধিনী সরলা বালিকা এই আইনের কূট তর্ক কি বুঝবে? ধর্ম্মতঃ আমিই এর স্বামী। আমি কেন একে সময় থাকতে সতর্ক করে দিলাম না?—প্রভু,—

সামন্দেশ। যুবরাজ, তুমি কি আমার আদেশ শুনতে পাও নি? তুমি মুক্ত, ইচ্ছা কর্লে এস্থান ত্যাগ কর্ত্তে পার কিম্বা এখানে থাকতে পার। কিন্তু সাবধান···তুমি যদি অসংযত ভাবে কথা কও তবে আমি তোমাকে বিচারালয় ত্যাগ করতে বাধ্য করব।

আবন। সামন্দেশ, আমি কখনো তোমার কাছে দয়া ভিক্ষা করিনি, দয়ার প্রত্যাশাও করিনি। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে প্রথমবার এই পক্ককেশযুক্ত শির তোমার কাছে নত কর্চ্ছি। সামন্দেশ, দয়া করে আমায় শাস্তি দাও, এ অবোধ বালিকাকে ক্ষমা কর! এ বালিকা, এর প্রতি নির্দ্দয় হয়ো না, মনে রেখ একদিন দয়ার প্রয়োজন তোমারও হবে।

সামন্দেশ। আজ এ বালিকা। সেদিন যখন দেবতার সমক্ষে, সম্রাটের সমক্ষে, সমগ্র মিসরের সমক্ষে নির্লজ্জের মত নিজের মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করেছিস, তখন এ বৃদ্ধা ছিল আজ তুমি দয়া ভিক্ষা কচ্ছ, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি এর অভিযোগ সপ্রমাণ হলে যুবরাজের কি শাস্তি হত।

নাহরিণ। বিচারপতি, আবনের কন্যা নাহরিণ কলঙ্কিনী নয়।

কিন্তু সে কথা তোমায় বলে ফল নাই। তুমি বৃদ্ধ, শত নিদাঘের অনল ধারায় তোমার কেশ শুক্ল হয়েছে, তোমার বক্ষঃ-বিলম্বিত শ্মশ্রু তোমার পরিণত বয়সের পরিচয় প্রদান কর্চ্ছে। তুমি বার্দ্ধক্যের সম্মান কর, আমার পিতাকে তুমি বাঁচাও। নাহরিণ তোমার আদেশে হাসিমুখে ভীষণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে; মৃত্যুকালে দেবতার কাছে তোমার ইহপরকালের মঙ্গল প্রার্থনা করবে।

সামন্দেশ। তোমরা বৃথা পরস্পরের জন্য ভিক্ষা কর্চ্ছ। মিসরে কাফ্রির জন্য দয়া এত সুলভ নয়। তোমাদের উভয়কে শাস্তি গ্রহণ কর্ত্তে হবে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের উভয়কে দণ্ড প্রদান করব,—যেন কোন সন্দেহ না থাকে।

নাহরিণ। না না, এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পারবে না। তুমি বিচারক হলেও রক্তমাংসের মানুষ তো বটে। তোমার প্রাণে একেবারে দয়া নাই এ কথনও সম্ভব নয়। দেখ, সিংহের চেয়ে শোণিত লোলুপ নির্দ্দয় পশু পৃথিবীতে আর নাই। তারাও শিকারকে বৃদ্ধ, দুর্ব্বল কিম্বা রুগ্ন দেখলে দয়া করে পরিত্যাগ করে। তুমি কি তাও করবে না? পাহাড়ের গায়েও ঝর্ণা থাকে, মরুভূমির বুকে ওয়েশিস থাকে,—তোমার বুকে দয়া নাই এ হতে পারে না। ভেবে দেখ, তোমার যদি এমনি একটী মেয়ে থাকত, সে যদি তোমার জন্য অপরের পায়ে এম্নি করে মাথা খুঁড়ত, তোমার বাঁচবার জন্য এমনি আকুলি বিকুলি কর্ত্ত, তবে সে যতই নিষ্ঠুর হোক, সে কি দয়া না করে থাকতে পার্ত্ত? তবে তুমি কেন দয়া করবে না?

সামন্দেশ। আমার মেয়ে—আমার মেয়ে—না না, আমি এ কি বলছি! নাহরিণ, আমার মেয়ে নেই, ছেলে নেই, কেউ নেই,—আমার দয়ামায়াও নেই। আমি জানি না, আমার মেয়ে থাকলে সে এমন অবস্থায় আমার জন্য কি কর্ত্ত, তার প্রাণের ভিতর কি হত। আমি

সিংহের চেয়ে নির্দ্দয়, সর্পের চেয়েও ক্রুর, মরুভূমির চেয়েও নীরস, পাহাড়ের চেয়েও কঠিন। আমার কাছে দয়ার প্রত্যাশা করো না, পাবে না! যার নিজের মেয়ে নাই সে অপরের মেয়ের ব্যথা কেমন করে বুঝবে? আমি দয়া করব না!

নাহরিণ। করবে না? বেশ। এই আমি তোমার পায়ের তলায় পড়ে রইলুম, তোমার পা দু'খানি আমার বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে রাখলুম, দেখি কেমন করে তুমি দয়া না করে থাকতে পার। দেখি কেমন করে তুমি আমায় প্রত্যাখান কর।

সামন্দেশ। আবন, তোমার কন্যাকে তুলে নাও,—এই মুহূর্ত্তে তুলে নাও।

আবন। (নাহরিণকে তুলিয়া) নাহরিণ, ওঠ্। এ মরুভূমিতে ওয়েশিস নাই, এখানে জল চাইলে কোথায় পাবি? বৃথা চেয়ে কেন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিস?

নাহরিণ। বাবা আমিই তোমার দুর্দ্দশার কারণ—

(আবনের বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—আবন তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল)

রামেশিস। প্রভু, আমি মিসরের ভাবি ফারাও, আপনার কাছে এদের জীবন ভিক্ষা চাই।

সামন্দেশ। সে কি যুবরাজ? তোমারও কি মতিভ্রম ঘটল? এ ঘৃণ্য কাফ্রি—তোমার জীবন বিপন্ন করেছিল। এরা বেঁচে থাকলে আবার হয় তো কোন্ দিন কি করে বসবে। এদের কিছুতেই ক্ষমা করা যেতে পারে না।

রামেশিস। হোক্ কাফ্রি, হোক্ আমার জীবনের অন্তরায়, তবু এদের ক্ষমা করুন।

সামন্দেশ। না তা হতে পারে না। আমি বিচার করে এদের

দণ্ড দিয়েছি। আমার আদেশ অমান্য করবার অধিকার আমার নিজেরই নাই!

রামেশিস। এ শুধু কথার কথা। আপনি ইচ্ছা করলে সবই হয়।

সামন্দেশ। (ভাবিয়া) আচ্ছা তুমি যাও।

রামেশিস। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি আপনার কাছে এ দুটী জীবন গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

সামন্দেশ। আবন, নাহরিণ, আমি এক শর্ত্তে তোমাদের জীবন ভিক্ষা দিতে পারি।

আবন। তুমি?—এক শর্ত্তে আমাদের জীবন ভিক্ষা দিতে পার? নিশ্চয় সে শর্ত্ত পালন আমাদের সাধ্যাতীত।

সামন্দেশ। না তা নয়। তোমরা ইচ্ছা করলেই তা করতে পার। সে কার্য্য অতি সহজ।

নাহরিণ। কি?

সামন্দেশ। তোমরা তোমাদের ধর্ম্ম ত্যাগ করে আমাদের ধর্ম্ম আশ্রয় কর। ঘৃণিত দেবতা শেবেককে ত্যাগ করে আমনদেবের শরণাগত হও, তোমাদের জীবন নিরাপদ হবে।

আবন। সামন্দেশ, তুমি কি এই পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধকে এতই কোমল মনে কর? না সামন্দেশ, এ কণ্ঠার জীবনে আমার প্রয়োজন নেই।

সামন্দেশ। উত্তম! রক্ষিগণ, নিয়ে চল।

———

পঞ্চম দৃশ্য—উদ্যান

গাহিতে গাহিতে বুলার প্রবেশ।

বুলা।   গীত।

পরাণ ভাঙ্গিয়া গেছে, ভেঙ্গে যায় মিছে হাসি খেলা—

ধীরে ধীরে আঁধার নামিয়া আসে, ফুরায়ে যায় যে বেলা।

প্রভাতে নয়ন মেলি নিরখিনু তরুণ তপন,
অমনি আপনা ভুলে হৃদয়-দুয়ার খুলে পুলকে করিনু বরণ—
শুনিনু আশার গান, বিলাইয়া দিনু প্রাণ—সে তো হায়
হলোনা আপন !
তবু ওই দূরে শুনি তার আবাহন বাণী, কেমনে করিগো
তা'রে হেলা !

(খারেবের প্রবেশ)

খারেব। বুলা !—

বুলা। চুপ! আমার হাতে তোমার প্রাণদণ্ড হয়েছে। তুমি এখন কন্ধকাটা, অতএব তোমার কথা কইবার অধিকার নাই।

খারেব। বুলা, পরিহাস নয়, আমি সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ, দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও। যে ধ্রুবতারা আমার অন্ধকারময় জীবনপথ আলোকিত করে আমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল, যাকে লক্ষ্য করে আমি এই বিপদসঙ্কুল রাজধানীতে এসে নিজেকে বিপন্ন করেছি, তাঁকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমায় অনুমতি দাও, আমি আবার তাঁর সন্ধানে যাই।

বুলা। সে কে গা ? সেই দেবী নয়তো ?

খারেব। তাকে নিয়ে রহস্য করো না। সত্যই সে দেবী। যদি তুমি তাকে একবার দেখতে—

বুলা। আমারও তো ছাই ঐ দুঃখু, একবার যে দেখতে পেলুম না—

খারেব। (ক্রুদ্ধভাবে) দেখতে পেলে কি কর্ত্তে ?

বুলা। আহা চটো কেন ? দেখতে পেলে পূজো কর্ত্তুম। আর কি কর্ত্তুম ?—(খারেব অসন্তুষ্ট ভাবে চুপ করিয়া রহিল)—আচ্ছা দেখ একটা কথা আমায় বুঝিয়ে বলতে পার ?

খারেব। কি ?

বুলা। তুমি তো সেই দলবল নিয়ে—'মানুষ হয়েছি মানুষ হয়েছি' —বলে চিৎকার করে বেরিয়ে পড়লে,—তারপর এই দেবীটি এসে জুটলেন কবে থেকে? ইনি কি আগে থেকেই স্কন্ধে চেপেছিলেন, না রাস্তার মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন? আর তখন যে সব লম্বা লম্বা কথা কইতে—'ইথিওপিয়া'—'স্বাধীনতা'—'প্রাচীন সাম্রাজ্য'—সে সবই বা গেল কোথায়? দেবী কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকেও বেমালুম হজম করে ফেলেছেন নাকি?

খারেব। তাঁর উপদেশে আমি মানুষ হয়েছিলেম, তাঁরই উপদেশে ইথিওপিয়ায় আমাদের প্রাচীন স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে যাচ্ছিলেম। হঠাৎ তাঁর পিতার বিপদের সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর উদ্ধারের চেষ্টায় চলে গেলেন,—

বুলা। আর অম্নি তুমি লাঠিগাছটা কাঁধে ফেলে দেবসেবার ফিকিরে বেরিয়ে পড়লে—কেমন এই তো? সেতো বেশেই করেছিলে, তাই বলে এখন অমন তিড়িং মিড়িং কর্চ্ছ কেন বলতো? এখন আমাদের কাছে দু'দিন থাক, নিশ্চিন্ত হয়ে দু'দিন খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর করে নাও, তার পরে না হয় আবার তার খোঁজে বেরিও।

(জিনোর প্রবেশ)

জিনো। খারেব, তুমি সত্য সত্যই মানুষ হয়ে, গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার মাথায় নিয়েছ। সে কর্ত্তব্য হতে আমরা কেউ তোমায় বিরত করব না। কিন্তু তুমি একা,—দুঃখে সান্ত্বনা দিতে, বিপদে সাহস দিতে, সম্পদে সুখী কর্ত্তে তোমার কেউ নাই। তোমার যে একটী সাথী চাই।

(কাকাতুয়ার প্রবেশ)

কাকাতুয়া। কৌ! অর্থাৎ ঠিক কথা।

খারেব। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমায় বলে দিন কি করব।

জিনো। এই বালিকাকে তুমি বিবাহ কর।

~~বুলা। ইশ! বিবাহটা অমি সস্তা কি না।~~

থারেব। (চমকিয়া) বিবাহ!

কাকাতুয়া। কি দাদামণি, আঁতকে উঠলে যে? তোমায় তো কোদাল পাড়তে বলা হচ্ছে না, কাঠ কাটতেও বলা হচ্ছে না, শুধু একটী বি—বা—হ, তা এর আর শক্তটা কোনখানে? কোনমতে চোখ কান বুজে কোঁৎ করে গিলে ফেলবে বইতো নয়।

বুলা। আঃ কাকাতুয়া থাম্‌না। না গো তোমায় সে সব কিছুই কর্ত্তে হবে না। তুমি যেথায় ইচ্ছা যেতে পার।—(হাই তুলিয়া)—আঃ আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি যাই একটু শুইগে।

জিনো। বুলা, দাঁড়া। থারেব, এই বালিকা—

বুলা। বালিকা? বালিকা আবার কে? এখানে বালিকা টালিকা কেউ নাই। এসো বাবা, তোমার খাবার সময় হয়েছে। (টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল)

থারেব। এখন আমি কেমন করে বিবাহ করব?

কাকাতুয়া। যেমন করে সকলে করে।

থারেব। বিবাহ শুধু বন্ধন। আমার এখন সোনার শৃঙ্খল পরবার অবকাশ নাই। পদে পদে আমার জীবনের আশঙ্কা বর্ত্তমান। তার উপর স্বেচ্ছায় যে ভার মাথায় নিয়েছি, তাই বহন কর্ত্তে আমার সবটুকু শক্তির প্রয়োজন। তার উপর আর একটা বোঝা চাপিয়ে দিলে পেরে উঠব কেন?

জিনো। বোঝা নয় থারেব, আমি তোমায় নূতন শক্তি দিচ্ছি। তুমি স্থির জেনো, আমার কন্যা তোমার কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করবে —কখনো অন্তরায় হবে না।

থারেব। এ যে অবলা—

কাকাতুয়া। বিবাহটা সাধারণতঃ অবলাদের সঙ্গেই হয়ে থাকে। তা'তে আর এমন কি অসুবিধা দাদামণি ?

জিনো। ভেবে দেখ, খারেব, যাকে তুমি দেবী বলে পূজা কর সেও নারী।

কাকাতুয়া। না, আমার ভাল লাগছে না। এইসব বকর বকর বাজে কথা, এর না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। এ সব বলে লাভ কি ?—শোন দাদামণি, এদিকে এস। (টানিয়া বুলার কাছে লইয়া আসিল)—আমি তোমায় একটা সোজা রাসস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখি দিদিমণি,—(হাত টানিয়া লইয়া খারেবের সঙ্গে হাত মিলাইয়া দিল)—কৌ—ব্যাস—এখন খোল তো বাঁধন কার কত জোর !

(বুলা ও খারেব উভয়ে নিরুত্তর হইয়া নতশিরে রহিল)

জিনো। আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হও, সুখী হও, পরস্পরের সহায় হও। এস দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে উভয়ে গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। (সকলের প্রস্থান)

কাকাতুয়া। কৌ !

ষষ্ঠ দৃশ্য—বধ্য ভূমি।

একটী বৃহৎ চুল্লির উপর একটী সুবৃহৎ কটাহে তপ্ততৈল ফুটিতেছিল। রক্ষীগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান।

(সামন্দেশ, তৎপশ্চাৎ রক্ষী-বেষ্টিত আবন ও নাহরিণের প্রবেশ)

সামন্দেশ। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত ?

১ম রক্ষী। হাঁ প্রভু, সবই প্রস্তুত।

আবন। সামন্দেশ, তোমার কাছে আমি একবার দয়া ভিক্ষা করেছি, আর করব না। কারণ যা তোমার কাছে নাই তা চাওয়া

বৃথা। কিন্তু একটু শিষ্টাচার বোধ হয় তোমার কাছে প্রত্যাশা কর্ত্তে পারি ?

সামন্দেশ। না আমার কাছে কিছুই নাই।—আচ্ছা তুমি কি চাও বল।

আবন। পৃথিবীতে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে একটা প্রথা আছে যে, যার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয় তার শেষ বাসনা অপূর্ণ থাকে না। ~~তুমি কি আমার শেষ বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত আছ~~।

সামন্দেশ। তোমার শেষ ইচ্ছা কি ?

আবন। সামন্দেশ, তুমি সন্তানের পিতা। অপত্য স্নেহ কি তা তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে জান। তোমার মেয়ে যদি আজ তোমার বুক জুড়ে থাকত, তবে তুমি সে স্নেহ যেমন অনুভব কর্ত্তে,—আজ সে নাই, বোধ হয় তা আরও তীব্রভাবে অনুভব কর্চ্ছ।

সামন্দেশ। তুমি কি করে জানলে আমি সন্তানের পিতা ? কোথায় কে বলেছে যে আমার কোন কালে সন্তান ছিল ?

আমন। আমি জানি। যে করেই হোক আমি জানি। সামন্দেশ, তুমি আমায় জান না, কিন্তু আমি তোমায় বহুকাল ধরে জানি।

সামন্দেশ। কি জান ? তুমি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জান ?

আবন। যতটুকুই হোক জানি। এখন তা বলা নিষ্প্রয়োজন। শোন আমি যা বলছিলেম। আমার শেষ বাসনা পূর্ণ কর। আমার দুটী বাসনা আছে, তার একটী পূর্ণ হলেই আমি সুখে মর্ত্তে পারি।

সামন্দেশ। বল।

আবন। তুমি জ্ঞানে অজ্ঞানে অমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করেছ। মৃত্যুকালে কেন আর একটা দাগা দেবে! আমাকে আর কন্যার মৃত্যু দেখিও না। হয় আমাদের এক সঙ্গে ওই তৈল-কটাহে নিক্ষেপ কর, না হয় পৃথক স্থানে আমাদের দণ্ডের ব্যবস্থা কর,—যেন কারু যাতনা

কাউকে শুনতে না হয়। আমরা তোমায় আশীর্ব্বাদ করে মরব।

সামন্দেশ। বেশ। কিন্তু আগে বল তুমি আমার জীবনের কি জান?

আবন। আমি বলব না।

সামন্দেশ। বেশ, আমিও তোমার বাসনা পূর্ণ করব না।

আবন। বেশ, তবে আমার দ্বিতীয় বাসনা শোন। আমি মৃত্যুকালে তোমার কিছু উপকার করে যেতে চাই।

সামন্দেশ। আমার উপকার? তুমি করবে?

আবন। হাঁ তোমার উপকার আমি করব। আশ্চর্য্য হচ্ছ যে?

সামন্দেশ। ধন্যবাদ। আমি তোমার কাছে কোন উপকার প্রত্যাশা করি না। পৃথিবীতে আমার কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

আবন। সামন্দেশ,—ভেবে দেখ, বেশ করে চিন্তা কর, পৃথিবীতে কিছুই কি তোমার প্রার্থনীয় নাই? এমন কি কিছুই নাই, যা পেলে হাতে স্বর্গ পাও।

সামন্দেশ। যা পেলে আমি হাতে স্বর্গ পাই?—তাই তুমি,—তুমি কি—না—আবন তুমি কি বলছ?

সামন্দেশ। রক্ষিগণ, তোমরা কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে যাও। নিকটেই থেকো, যেন ডাকলেই পাই।

১ম রক্ষী। যে আজ্ঞে প্রভু।

(রক্ষীগণের প্রস্থান)

সামন্দেশ। বল আবন, তুমি কি বলছিলে?

আবন। সামন্দেশ, তুমি কাফ্রিদের এত ঘৃণা কর কেন? তুমি নিজে কাফ্রি ক্রীতদাসীর সন্তান বলে?

সামন্দেশ। সাবধান বর্ব্বর, দ্বিতীয়বার এ কথা উচ্চারণ কর্লে আমি তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

আবন। তাতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে তোমার। আমি আজ যা তোমায় দিতে চাই, তুমি জীবনে আর তা পাবে না। আমি ছাড়া কেউ তা দিতে পারবে না।

সামন্দেশ। আবন, আবন, তুমি কে ?

আবন। আমি এক বর্ব্বর কাফ্রি। বল সামন্দেশ, পৃথিবীতে তোমার কিছু প্রার্থনীয় আছে কি না ?

সামন্দেশ। এঁ—এঁ—আছে। আমার—না, না, তুমি বল, কি তুমি আমায় দিতে চাও।

আবন। সামন্দেশ, আমি মর্ত্তে বসেছি, তবু তুমি আমার ক্ষুদ্র একটা বাসনা পূর্ণ কর্লে না, যাতে পৃথিবীতে কারুর কোন ক্ষতি ছিল না। ততটুকু হৃদয় তোমার নাই। আর এক কাফ্রির হৃদয় দেখ। তুমি আমার এবং আমার কন্যার ভীষণ মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করেছ, তার বিনিময়ে আমি তোমায় এমন কিছু দিয়ে যেতে চাই, যা' তুমি স্বপ্নেও কারুর কাছে পাবার আশা কর নি।

সামন্দেশ। আবন, আবন, আমি আর ধৈর্য্য রাখতে পাচ্ছি না। বল, তুমি আমায় কি দিতে পার।

আবন। না, তুমি বল তুমি কি চাও? তোমার মুখ থেকে আমি তোমার প্রার্থনা শুনতে চাই।

সামন্দেশ। আমি—আমি আমার—পত্নী এবং কন্যা—না না, আমি বলতে পাচ্ছি না, তুমি বল কি তুমি আমায় দিতে চাও।

আবন। তোমার পত্নী জীবিত নাই, তাকে আর পৃথিবীতে দেখতে পাবে না। তার আশা ত্যাগ কর।

সামন্দেশ। আমার কন্যা?—সেই দুই বৎসরের শিশু, স্বর্গের দেবদূত?—বল আবন, সে কি জীবিত আছে? কোথায় সে? কি কর্লে তাকে পাব? বল, বল আবন, দেরি করো না। এক মুহূর্ত্ত

আমার কাছে শতাব্দী বলে বোধ হচ্ছে।

আবন। সামন্দেশ, অধীর হয়ো না। অধীর হলে তাকে পাবে না। এখন তুমি প্রার্থী, আমি দাতা। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা না করা আমার ইচ্ছা। শোন আমি যা ব'তে চাই। তোমার বাল্যকালের কথা মনে আছে?

সামন্দেশ। আছে। কিন্তু তুমি কে? আমার বাল্যকাল সম্বন্ধে তুমি কি জান? কেমন করে জান?

আবন। তুমি মেম্‌ফিস নগরে বিশ্ববিদিত জ্ঞানী হুটের গৃহে এক কা'ফ্রি ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলে,—কেমন?

সামন্দেশ। আশ্চর্য্য! সে বহুদিনের কথা, বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে গেছে। আজ এ মিসরে যে কথা কেউ জানে না, তুমি তা কেমন করে জানলে?

আবন। শিশুকালে তোমার মাতার মৃত্যু হয়। তোমার বয়ঃক্রম যখন বিংশ বৎসর, তখন তোমার পিতারও মৃত্যু হয়। সংসারে তুমি, তোমার ছোট ভাই জিরাফ, ভগ্নী নোরা এই অবশিষ্ট ছিল। কেমন না?

সামন্দেশ। আবন, আমি তোমায় আবার জিজ্ঞাসা করছি—তুমি কে? বল, আমি মিসরের প্রধান পুরোহিত সামন্দেশ, আমি আদেশ করছি, তোমায় বলতে হবে।

আবন। বলব না, আমার খুশি! তুমি আমার কি করবে? তোমার কাছে আমার কোন প্রত্যাশা নাই—তোমার কাছে আমার ভয়ও নাই। তোমার ইচ্ছা না হয়, আমার কাহিনী তুমি শুনো না। আমি বলব না।

সামন্দেশ। না, আমি শুনছি, তুমি বল।

আবন। তারপর শোন। তোমার ভগ্নী নোরা টিটাস নামে এক কাফ্রি যুবককে বিবাহ করেছিল, সেই অপরাধে তুমি তাকে গৃহ হতে

বহিষ্কৃত করে দিয়েছিলে। তোমার অত্যাচারে তোমার ছোট ভাই দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। সে আজ কত কালের কথা সামন্দেশ ?

সামন্দেশ। বহুকাল···বোধ হয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের হবে। তারপর ? বল, বল আবন, তাদের কি হ'ল ? তারা কি আজও বেঁচে আছে ?

আবন। তোমার ভাই পালিয়ে সিরিয়ায় গিয়েছিল, সেখান থেকে কৃতবিদ্য চিকিৎসক হয়ে দেশে ফিরে আসে। সে আজও বেঁচে আছে। এদেশে তার নাম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত কিন্তু সে আর জিরাফ নাই, অন্য নাম গ্রহণ করেছে। তাকে খুঁজে নিও সামন্দেশ।

সামন্দেশ। আমার ভগ্নী নোরা কোথায় ? সে কি আজও বেঁচে আছে ?

আবন। না, সে আগুনে পুড়ে মরেছে। যে আগুনে তোমার পত্নীর মৃত্যু হয়, সে আগুনে সেও পুড়ে মরেছে।

সামন্দেশ। আবন, তুমি কে জানি না। আমার বাল্য-কাহিনী তুমি জান দেখছি। কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস কি ? হয়তো মেম্ফিসে জন্মগ্রহণ করেছিলে, তাই আমাদের সংসারের সব কথা জান। তাই বলে তুমি যা বলবে তাই বিশ্বাস করব কেন ? বল আবন, আমি মিনতি করছি, বল তুমি কে ?

আবন। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কে—অন্ধ, বরাবর অন্ধ। আমি বলব না, তোমার চোখ খুলে দেব না—আমার খুশি। পার চিনে নাও।

সামন্দেশ। শোন আবন, আমি তোমার পরিচয় চাই। যদি তুমি পরিচয় দিতে অস্বীকার কর, তবে বুঝব তোমার শেষের কথাগুলো সব মিথ্যা। তা হলে এই মুহূর্তে তোমার কন্যাকে ওই তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করবার আদেশ দেব। যদি কন্যার প্রতি তোমার কিছুমাত্র মমতা থাকে তবে বল তুমি কে ?

আবন। আমি বলবো না—না, না। ডাক তোমার রক্ষীগণকে। তারা এই মুহূর্ত্তে নাহরিণকে তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করুক, আমার দুঃখ নাই। কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো,···তোমার কন্যা এখনও জীবিত।

সামন্দেশ। না না, আমার ভুল হয়েছিল। বল আবন, সে কোথায়। তার জন্যে যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তে যেতে হয়, আমি তাও যাব। বল, বল আবন, কোথায় গেলে তাকে পাব?

আবন। শোন সামন্দেশ, যেদিন ফারাও আমিনোফিসের আদেশে থিবিস নগরী ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছিল, আমার অর্দ্ধেক হৃদয় সেই আগুনে ডালি দিয়ে পাগলের মত রাজপথে ছুটে যাচ্ছিলেম। যেতে যেতে দেখলাম তোমার গৃহ তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, সেই ঈষৎ অন্ধকারে তোমার গৃহের অগ্নিশিখা নৈশ আকাশে প্রেতিনীর মশালের মত অস্ফুট আলোকরেখা নিক্ষেপ করছে। দেখে একটু না দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেম না। সহসা আমার পায়ের কাছে এক শিশু মা মা করে কেঁদে উঠল। চেয়ে দেখি এক অনিন্দ্য-সুন্দরী মিসর-রমণীর অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ, তার বুকে সিক্ত কম্বলে আবৃত এক দুই বৎসরের শিশু। সামন্দেশ, তা দেখে আমার দয়া হল।—আমি স্বীকার করছি, সেই অসহায়া মিসরী বালিকাকে দেখে এই ঘৃণ্য বর্ব্বর কাফ্রির দয়া হল। তাকে বুকে তুলে নিলেম। সেই তোমার কন্যা। সামন্দেশ আমি তাকে বাঁচিয়েছি,—সে আজও বেঁচে আছে।

সামন্দেশ। আবন, বল সে কোথায়?

আবন। বলব না, সব হবে, ঐটী হবে না। আমি কিছুতেই বলব না।

সামন্দেশ। বলবে না? বেশ, আমি খুঁজে নেব। পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খুঁজব, আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত খুঁজব।

আবন। হাঃ হাঃ হাঃ।—সামন্দেশ, তুমি বাতুল। কোথায় তুমি তাকে খুঁজে পাবে? সেও তোমায় চেনে না, তুমিও তাকে চেন না। এই বর্ব্বর কাফ্রি ন চিনিয়ে দিলে, কেউ কাউকে চিনতে পারবে না।

সামন্দেশ। (নতজানু হইয়া) আবন, আবন, তোমার পায়ে পড়ি. বল। আজ মিসরের সর্ব্বোচ্চ শির তোমার সম্মুখে নত হচ্ছে। যাকে মিসরের ফারাও পর্য্যন্ত দেবতার মত পূজা করে, সে আজ নতজানু হয়ে তোমার দয়া ভিক্ষা করছে। দয়া কর আবন, বল আমার কন্যা কোথায়?

আবন। হাঃ হাঃ হাঃ কেমন মজা! কেমন চাবুক পড়েছে! এমন প্রতিশোধ কে কবে নিতে পেরেছে। সামন্দেশ, আর আমার দুঃখ নাই।

সামন্দেশ। আবন, বল তুমি আমার কন্যার বিনিময়ে কি চাও? ধন-ঐশ্বর্য, মান, রাজপ্রাসাদ, অপ্রতিহত ক্ষমতা—কি চাও? যা চাও তাই দেব। আমি সামন্দেশ, প্রতিজ্ঞা করছি। মিসরের পুরোহিত কখনো মিথ্যা কথা বলে না! বল আবন, কি চাও?

আবন। কিছু না। তুমি আমাদের প্রাপ্য দণ্ড দাও। আমরা তোমার কাছে কিছু চাই না। সেই অসহায় শিশুর প্রতি আমার দয়া হয়েছিল কিন্তু তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র দয়া হচ্ছে না। অপত্য স্নেহ কি তুমি বেশ ভাল করে বোঝ, আর আমরণ তিল তিল করে তুষের আগুনে পুড়ে মর, এই আমি চাই।

সামন্দেশ। তুমি বলবে না?

আবন। না।

সামন্দেশ। বলবে না?

আবন। না।

সামন্দেশ। বলবে না?

আবন। না, না, না।

সামন্দেশ। তবে রে কাফ্রি কুক্কুর, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! মিসরের পুরোহিত সামন্দেশ তোর কাছে এত তুচ্ছ? আমি তোকে বলতে বাধ্য করব।—তোর সম্মুখে তোর কন্যার চোখ উপড়ে ফেলব, নাক-কান কেটে ফেলব, তার গায়ের চামড়া খুলে নেব, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতমুখে লবণ নিক্ষেপ করব। দেখি কেমন তুই বলবি না। আমি তোকে এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, বল্ আমার কন্যা কোথায়?

আবন। আমি বলব না—কর তোমার যা খুশি।

সামন্দেশ। বটে, রক্ষিগণ,—

আবন। ক্ষান্ত হও। আচ্ছা আমি বলছি। কিন্তু তার আগে এক প্রতিজ্ঞা কর।

সামন্দেশ। কি?

আবন। এই প্রতিজ্ঞা কর যে, আমি বলবামাত্র যে মুহূর্ত্তে আমার কথা শেষ হবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার দ্বিতীয় আদেশের প্রতীক্ষা না করে তোমার লোকেরা আমার কন্যাকে ওই তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করবে।

সামন্দেশ। সে কি? আবন, তুমি কি পাগল হয়েছ?

আবন। হাঁ, তুমি প্রতিজ্ঞা কর।—ওই তোমার ইষ্টদেবতা সূর্য্য-দেবকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা কর। নইলে আমি কিছুতেই বলব না।

সামন্দেশ। আবন, আবন, আমার দোষ নেই, তুমি আমায় বাধ্য কর্চ্ছ—

আবন। হাঁ, তুমি অঙ্গীকার কর।

সামন্দেশ। তবে তাই হোক। আমি স্বীকার কর্চ্ছি। রক্ষিগণ!—(রক্ষিগণের প্রবেশ)—এ ব্যক্তি আমায় একটা কথা বলবে। যে মুহূর্ত্তে এর কথা শেষ হবে সেই মুহূর্ত্তে তোমরা আমার দ্বিতীয় আদেশের প্রতিক্ষা না করে এই বালিকাকে ওই তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করবে।

১ম রক্ষী। যে আজ্ঞে প্রভু।

সামন্দেশ। এইবার বল আবন, আমার কন্যা কোথায়?

আবন। (নাহরিণকে নির্দ্দেশ করিয়া)—এই তোমার কন্যা—(নাহরিণ মুগ্ধার মত একবার আবনের প্রতি একবার সামন্দেশের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল, যেন পূর্ব্বোক্ত কথার অর্থবোধ হয় নাই—সামন্দেশ তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া গেল, আবন বাধা দিল)

আবন। ব্যস্। সামন্দেশ, তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর।

সামন্দেশ। তোমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ ?

আবন। প্রমাণ ? প্রমাণ তোমার স্বহস্ত-খোদিত তোমার নামাঙ্কিত এই কবচ—(নাহরিণের বাহুমূলে কবচ দেখাইল)

সামন্দেশ। (নাহরিণকে বুকে টানিয়া লইয়া) আবন, আবন,—

আবন। সামন্দেশ, তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। রক্ষিগণ তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর।

সামন্দেশ। তা যে হয় না আবন।

আবন। এখন তা হয় না আবন। কেন হয় না ? হতে হবে। যতক্ষণ আমার কন্যা বলে জেনেছিলে ততক্ষণ তো বেশ হচ্ছিল। এখন তোমার কন্যা বলে জেনেছ···আর তা হয় না। কেমন ? না, আমি তা শুনব না। তুমি দেবতার নামে শপথ করেছ, শপথ রক্ষা কর। মিসরের পুরোহিত সামন্দেশ মিথ্যা কথা বলে না।

সামন্দেশ। আবন, দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর।

আবন। এখন দয়া কর, ক্ষমা কর, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কর। আমার জন্য, আমার কন্যার জন্য কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। এখন তোমার জন্য, তোমার কন্যার জন্য—সব প্রয়োজন হয়েছে। কেন, মনে নাই, বলে ছিলেম একদিন দয়ার প্রয়োজন তোমারও হবে !

(জিনো, খারেব, বুলা ও কাকাতুয়ার প্রবেশ)

জিনো। দাদা, তুমি আমায় চেন না। আমি তোমার ছোট ভাই জিরাফ। দাদা, এ তুমি কি কর্চ্ছ ? এ যে আমাদের টিটাম, হতভাগিনী নোরার স্বামী। আমরা ভাই বোন আদর করে একে আবন বলে

ডাকতেম, তোমরা একে টিটাস বলে জানতে। দাদা, হতভাগিনী নোরার নামে আমি তোমায় অনুরোধ কর্চ্ছি, টিটাস এবং তার কন্যার জীবন দান কর।

সামন্দেশ। জিরাফ! জিরাফ! ভাই! (আলিঙ্গন)—আমি মহাপাপী, তোমরা সবাই আমায় ক্ষমা কর। এ নাহরিণ টিটাসের কন্যা নয়, এ আমার কন্যা। টিটাস মায়ের মত যত্নে একে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তাই আমি একে ফিরে পেয়েছি।

বুলা। হাঃ হাঃ হাঃ! জ্যাঠামশায়ের যত কাণ্ড! হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, তোমার কি বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। বুদ্ধশুদ্ধি কিছুই নাই? হাঃ হাঃ হাঃ—

কাকাতুয়া! কোঁ!

(হারেমহেব, রামেশিস ও সায়ার প্রবেশ)

হারেমহেব। প্রভু, প্রভু, এ কি শুনছি? (তৈল-কটাহের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এ কি!

সায়া। (নাহরিণকে আলিঙ্গন করিয়া)—ভগ্নী, এ ত্রুটী, এ ভ্রম আমার। আমি বিচারালয়ে উপস্থিত থাকলে কিছুতেই এ ঘটনা ঘটতে দিতেম না।

সামন্দেশ। সম্রাট, আমি আমার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি। পার যদি তুমি আমায় ক্ষমা কর। রাজকুমারী, তুমি আমার কন্যার তুল্য। পার যদি তুমিও এ বৃদ্ধকে ক্ষমা কর।

সায়া। পিতা, আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

হারেমহেব। নাহরিণ, আমারা সকলে তোমাকে মিসরের ভবিষ্যত সম্রাজ্ঞী বলে বরণ কর্চ্ছি।

নাহরিণ। আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এ পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এতে আমার কোন অধিকার নেই। আমি দীনা কাফ্রি-কন্যা—এ জীবনে আমার আর কোন পরিচয় নেই।

সামন্দেশ। কেন মা, আর তো তুমি—

নাহরিণ। আমায় ক্ষমা করুন, এ কথা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। সম্রাট, অনুমতি করুন, কাফ্রি-কন্যা তার পিতার গৃহে ফিরে যাক, তার হতভাগ্য পদদলিত কাফ্রি ভাইদের সেবায় তার ক্ষুদ্র জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নিয়োজিত করুক।

হারেমহেব। আমি কি তোমার কাফ্রি-ভাইদের সুখী করবার জন্য কিছু কর্ত্তে পারি ?

নাহরিণ। পারেন—অতি সহজে। আপনার একটীমাত্র আদেশের অপেক্ষা।

হারেমহেব। কি ? বল নাহরিণ, বল, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই।

নাহরিণ। মহানুভব ফারাও! তবে আদেশ করুন আজ হতে এই মিসরে কাফ্রি আর মিসরীতে কোন প্রভেদ থাকবে না।

হারেমহেব। তাই হোক। আজ হতে সকলের চক্ষে সকল বিষয়ে কাফ্রি এবং মিসরী দুইটী যমজ ভায়ের মত অভেদ হোক! আর এই শুভ মিলন যাতে অটুট থাকে তার জন্য এই দুই দেবী ভবিষ্যৎ ফারাওয়ের দুই পার্শ্বে সজাগ প্রহরীর মত বিরাজ করুক।

(রামেশিসের সহিত সায়া ও নাহরিণের হাত মিলাইয়া দিলেন)

সকলে। সাধু! সাধু!

খারেব। সম্রাট, আমি আপনার কাফ্রি প্রজা। একদিন আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেম,—ভেবেছিলেম তাই বুঝি মনুষ্যত্ব, কিন্তু আজ আমি আমার ভ্রম বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার নয়। তাই আজ আমি দেবতার নামে শপথ কচ্ছি, আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রাজসেবায় অতিবাহিত করব। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, মিসরের প্রজাশক্তি এই মিলিত রাজশক্তির ছত্রছায়াতলে চিরকাল মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হোক!

কাকাতুয়া। কোঁ!

—যবনিকা—

মিনার্ভা থিয়েটার

[প্রথম অভিনয় রজনী]

শনিবার ২০শে আষাঢ়, ১৩২৬ সাল।

স্বত্বাধিকারী .... শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বি এ।
বিজ্‌নেস ম্যানেজার .... ,, ,, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ।
ষ্টেজ ম্যানেজার .... ,, ,, অমরনাথ রায়।
ঐ সহকারী ও
ইলেক্‌ট্রিসিয়ান .... ,, ,, শ্যামাচরণ দে।
সঙ্গীতাচার্য্য ... ,, ,, দেবকণ্ঠ বাগচী।
হারমোনিয়াম-বাদক .... ,, ,, রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য।
বংশীবাদক .... ,, ,, ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
পিয়ানোবাদক .... ,, ,, বিদ্যাভূষণ পাল।
তবলাবাদক { ন্টুবিহারী মিত্র।
হরিপদ বসু।
নৃত্যশিক্ষক .... ,, ,, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ।